ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-230 ■ 22 May, 2026 ■ আগরতলা ২২ মে, ২০২৬ ইং ■ ৭ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ, শীঘ্রই রাজ্যে আসবে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে ।। রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমন্বিতভাবে কাজ করছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার কেটিডি সিং পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে পাসিং আউট অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি সীমান্ত সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।

সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের অধিকাংশ সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে। তবে কিছু জায়গায় জলাশয় ও কালভার্ট থাকার কারণে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এছাড়াও কয়েকটি এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কোথাও কোথাও দুষ্কৃতীরা তা কেটে ফেলেছে বলেও জানান তিনি।

এই সমস্ত বিষয় ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে আনা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ছবি ও বিস্তারিত তথ্য কেন্দ্রকে পাঠানো হয়েছে এবং শীঘ্রই একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল রাজ্যে এসে পরিস্থিতি খতিয়ে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে নির্যাতন পরকীয়া ও পণের দাবির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ মে।। বিশালগড়ের চন্দ্রনগর এলাকার এক পুরকৌশলীর বিরুদ্ধে স্ত্রী নির্যাতন, পণের দাবিতে চাপ সৃষ্টি এবং পরকীয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্ত রিপন খান, পিতা ফিরোজ খান, পেশায় একজন পুরকৌশলী। বর্তমানে স্ত্রী হাসনা ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে।

অভিযোগ, বিবাহিত জীবন চলাকালীন রিপন খান এক প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। ওই মহিলার নাম রিনা আক্তার বলে দাবি করেছে অভিযোগকারী পরিবার। এই সম্পর্কের জেরেই ধীরে ধীরে স্ত্রী হাসনার উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকে বলে অভিযোগ। হাসনার পরিবারের দাবি, বিয়ের সময় মেয়ের পরিবার থেকে তিন ভরি স্বর্ণালঙ্কার, কাঠের আসবাবপত্র, নগদ দেড় লক্ষ টাকা সহ প্রয়োজনীয় গৃহস্থালির সামগ্রী দেওয়া হয়েছিল। এরপরও অভিযুক্ত রিপন খান আরও পাঁচ লক্ষ টাকা পণের দাবি করেন। ওই টাকা দিতে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এসআইআরের তৃতীয় পর্যায়ের সূচি প্রকাশ নির্বাচন কমিশনের

ত্রিপুরায় খসড়া ২১ অক্টোবর এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২৩ ডিসেম্বর

নয়াদিল্লি, ২১ মে (আইএএনএস)।। নির্বাচন কমিশন (ইসি) বৃহস্পতিবার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর তৃতীয় পর্যায়ের সময়সূচি প্রকাশ করেছে। ১৬টি রাজ্য এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ধাপে ধাপে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের লক্ষ্যে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতার নির্ধারিত তারিখ ১ জুলাই থেকে ১ অক্টোবরের মধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে।

এসআইআর-এর তৃতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে তেলেঙ্গানা, পাঞ্জাব, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, সিকিম, মণিপুর-সহ মোট ১৯টি অঞ্চল।

তৃতীয় পর্যায় শুরু হওয়ার পর কার্যত গোটা দেশেই এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তবে হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ এই পর্যায়ের বাইরে থাকবে।

ইসি জানিয়েছে, এই বৃহৎ সংশোধন অভিযানে ৩.৯৪ লক্ষেরও বেশি বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রায় ৩৬.৭৩ কোটি ভোটারের তথ্য যাচাই করবেন। তাঁদের সহায়তা করবেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রায় ৩.৪২ লক্ষ বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)। ওড়িশা, মিজোরাম, সিকিম এবং মণিপুর-এ ১ জুলাই যোগ্যতার তারিখ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। সেখানে ৩০ মে থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত বিএলও-দের বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা চলবে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ৫ জুলাই এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ৬ সেপ্টেম্বর। দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ-তে ১০ জুলাই খসড়া তালিকা এবং ১১ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

অন্যদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, হরিয়ানা এবং চণ্ডীগড়-এ খসড়া তালিকা প্রকাশ হবে ২১ জুলাই, আর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পাবে ২২ সেপ্টেম্বর।

কর্ণাটক, মেঘালয়, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লি-এ ৩০ জুন থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা হবে। খসড়া তালিকা প্রকাশ হবে ৫ আগস্ট এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ৭ অক্টোবর।

তেলেঙ্গানা এবং পাঞ্জাব-এ ২৫ জুন থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত বিএলও-দের সমীক্ষা চলবে। খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে ৩১ জুলাই এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে ১ অক্টোবর।

এছাড়া নাগাল্যান্ড-এ ২০ সেপ্টেম্বর খসড়া তালিকা এবং ১১ নভেম্বর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। উত্তরাখণ্ড-এ যথাক্রমে ১৪ জুলাই ও ৯ সেপ্টেম্বর এবং ত্রিপুরা-এ ২১ অক্টোবর ও ২৩ ডিসেম্বর এই দুই তালিকা প্রকাশের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

শুভেন্দু অধিকারীর সহকারীর খুনের মামলায় ধৃত সন্দেহভাজন মুক্ত

বলিয়া (উত্তরপ্রদেশ), ২১ মে (আইএএনএস)।। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ব্যক্তিগত সহকারী চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডে গ্রেফতার হওয়ার পর সিবিআইয়ের তরফে মুক্তি পাওয়া রাজ সিং বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার "নিরপেক্ষ তদন্ত"-এর প্রশংসা করেছেন। তবে তিনি পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে "ভুলভাবে গ্রেফতার" করার অভিযোগ তুলেছেন।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজ সিং বলেন, এই মামলায় আমাকে মিথ্যাভাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ঘটনার সঙ্গে আমার কোনও যোগ ছিল না। অযোধ্যা স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) আমাকে ভুলভাবে আটক করে এবং মানসিকভাবে হেনস্থা করে। তারা আমাকে অপরাধ স্বীকার করার জন্য চাপ দিচ্ছিল। তিনি দাবি করেন, সত্যেরই জয় হয়েছে এবং পুনরায় বলেন, আমি কোনও অপরাধ করিনি। রাজ সিং জানান, জিজ্ঞাসাবাদের সময়ও তিনি নিজের নির্দোষিতার কথা জানিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, আমি প্রমাণ পেশ করেছিলাম এবং সেই কারণেই নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছি।

সিবিআই তদন্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সিবিআই মামলার গভীরে পৌঁছে তদন্ত করে। অপরাধের সময় আমি কোথায় ছিলাম,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশকারীদের আদালতে নয়

সরাসরি বিএসএফ ক্যাম্পে পাঠানোর নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ মে (আইএএনএস)।। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের পুলিশ বিভাগ এবং রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, অন্য দেশ থেকে আসা ধৃত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আদালতে হাজির না করিয়ে সরাসরি নিকটবর্তী সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর বর্ডার আউটপোস্টে (বিওপি) পাঠাতে হবে।

এর আগে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, বুধবার থেকেই পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সরাসরি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে।

বৃহস্পতিবার তিনি পুলিশ ও আরপিএফ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে স্পষ্ট নির্দেশ দেন যে, ভবিষ্যতে ধৃত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আদালতে পেশ করা হবে না। পরিবর্তে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করে সরাসরি বিএসএফ বর্ডার আউটপোস্টে পাঠানো হবে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এখন থেকে হাওড়া স্টেশন বা অন্য কোথাও যদি কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ে, তবে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য বিদ্যুৎ শুল্ক অনুমোদন টিইআরসির, গ্রাহক স্বার্থ রক্ষার দাবি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন (টিইআরসি) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য নতুন বিদ্যুৎ শুল্ক অনুমোদন করেছে। ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড (টিএসইসিএল)-এর জমা দেওয়া বিভিন্ন আবেদন, পূর্ববর্তী বছরের ট্রুইং আপ, বার্ষিক কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা এবং সামগ্রিক রাজস্ব প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে এই শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে বলে কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

কমিশনের প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ খাতের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি সাধারণ গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পুরো প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন অংশীজনের মতামতও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

টিইআরসি জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট ও অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল ফর ইলেকট্রিসিটি (এপটেল)-এর বিভিন্ন নির্দেশিকা মেনেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অতীতের রাজস্ব ঘাটতির পুরো বোঝা একসঙ্গে গ্রাহকদের উপর চাপানো হয়নি। বরং ধাপে ধাপে সেই ঘাটতি সমন্বয়ের পথে হেঁটেছে কমিশন, যাতে গ্রাহকদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ না পড়ে। কমিশন আরও জানিয়েছে, চলতি অর্থবর্ষেও কোনও ধরনের রেগুলেটরি সারচার্জ আরোপ করা হয়নি। পাশাপাশি বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার ও সিস্টেম অপ্টিমাইজেশনের লক্ষ্যে টাইম অফ ডে ট্যারিফ ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। এর ফলে নির্দিষ্ট সময়, বিশেষত সৌরশক্তি নির্ভর সময় ও অফ-পিক আওয়ারে কম খরচে বিদ্যুৎ ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা।

এছাড়াও পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দিতে গ্রিন ট্যারিফ ব্যবস্থাও বহাল রাখা হয়েছে। কমিশনের মতে, এই উদ্যোগ টেকসই শক্তি ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, আগের ট্যারিফ আদেশ অনুযায়ী প্রযোজ্য সমস্ত রিবেট বা ছাড় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষেও চালু থাকবে। ফলে উপভোক্তারা আগের মতোই সুবিধা পাবেন। টিইআরসি-র সচিব বিশ্বহরি জমাতিয়া জানান, নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী ও টেকসই বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করতে কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিস্তারিত ট্যারিফ আদেশ কমিশনের সরকারি ওয়েবসাইটে পৃথকভাবে প্রকাশ করা হবে।

দুধের শিশুকে ফেলে নিখোঁজ মা, হন্যে হয়ে খুঁজছেন স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে ।। পশ্চিম নলছড় এলাকায় এক গৃহবধূর রহস্যজনক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দুই বছরের দুধের শিশুকে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর ফিরে আসেননি ওই গৃহবধূ। ঘটনায় উদ্বেগে পরিবার, আর মাকে খুঁজে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ছে অবুঝ শিশু।

জানা গেছে, প্রায় আট বছর আগে পশ্চিম নলছড় এলাকার বাসিন্দা বিমল নমঃ-র সঙ্গে সামাজিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন সোহেল বর্মন। তাঁদের সংসারে বর্তমানে দুই সন্তান রয়েছে। বড় সন্তানের বয়স ছয় বছর এবং ছোট সন্তানের বয়স মাত্র দুই বছর। পরিবারের দাবি, ছোট শিশুটি এখনও পুরোপুরি মায়ের দুগ্ধের উপর নির্ভরশীল।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ৮ মে বাড়ি থেকে বাজারে যাওয়ার কথা বলে বের হন সোহেল বর্মন। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। এরপর থেকেই উদ্বেগে পড়ে পরিবার। আত্মীয়-স্বজন সহ সম্ভাব্য বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালিয়েও তাঁর কোনো সন্ধান মেলেনি। শেষ পর্যন্ত কোনো উপায় না দেখে নিখোঁজ গৃহবধূর স্বামী বিমল নমঃ মেলাঘর থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এটি নিছক নিখোঁজের ঘটনা নাকি এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য রয়েছে,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এসআরএস রিপোর্টে উজ্জ্বল ত্রিপুরা শিশুমৃত্যুর হার নেমে ১২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে ।। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে ত্রিপুরা। ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল প্রকাশিত স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (এসআরএস) বুলেটিন ২০২৪ অনুযায়ী, শিশুমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে দেশের গড়ের তুলনায় অনেক ভালো ফল করেছে রাজ্য। আজ সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। তিনি লেখেন, ২০২৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত এই রিপোর্ট অনুযায়ী, ত্রিপুরায় বর্তমানে শিশুমৃত্যুর হার নেমে এসেছে ১২-তে যেখানে সর্বভারতীয় গড় ২৪। গত তিন বছরে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কের পাশে প্রকাশ্যে মাংস বিক্রি বন্ধে কড়া হুঁশিয়ারি বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ মে ।। জাতীয় সড়কের পাশে প্রকাশ্যে মাংস কেটে বিক্রি বন্ধ করতে কড়া অবস্থান নিল বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার বিকেলে চড়িলাম জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে একাধিক মাংস ব্যবসায়ীকে সতর্ক করেন বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের ডেপুটি কালেক্টর ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট প্রসেনজিৎ দাস।

প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই চরিলাম সহ বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে প্রকাশ্যে মাংস কেটে বিক্রির অভিযোগ উঠছিল। যদিও এ ধরনের কার্যকলাপ আইনত নিষিদ্ধ। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিকবার ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হলেও পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। অভিযান চলাকালীন ব্যবসায়ীদের সরকার নির্ধারিত স্লটার হাউসে গিয়ে নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনার পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি জানানো হয়, স্বাস্থ্যবিধি ও আইন অমান্য করে রাস্তার পাশে প্রকাশ্যে মাংস বিক্রি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট প্রসেনজিৎ দাস জানান, এদিন শেষবারের মতো ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে।

এরপরও যদি তারা অবৈধভাবে ব্যবসা চালিয়ে যান, তাহলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রশাসনের এই অভিযানে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন।

রাজীব গান্ধীর প্রয়াণ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে ।। আজ সারা দেশে সাথে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন রাজীব গান্ধীর ৩৫ তম প্রয়াণ দিবস পালন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন রাজীব গান্ধীর প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, গোপাল চন্দ্র রায়, বিরজিত সিনহা, প্রাক্তন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০ দিন ধরে বিদ্যুৎহীন এলাকা কচুছড়ায় ফের পথ অবরোধে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২১ মে ।। ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল কমলপুরের কচুছড়া এলাকা। এবার দীর্ঘ ১০ দিন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকার প্রতিবাদে সালেমা-আমবাসা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন ভীম শবর পাড়ার গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রামবাসীরা কচুছড়া বাজার সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে ও রাস্তার উপর বসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাদের অভিযোগ, গত ১০ দিন ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। বারবার বিদ্যুৎ দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলেও সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। পথ অবরোধের জেরে সালেমা-আমবাসা সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনিয়ায় গরু চুরি কাণ্ডে পুলিশের বড় সাফল্য, মেলাঘর থেকে আটক ৩ সন্দেহভাজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ মে ।। বিলোনিয়া মহকুমায় ধারাবাহিক গরু চুরির ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে মেলাঘর থেকে তিন সন্দেহভাজনকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে সবুজ মিয়া, ইমরান হোসেন এবং এক নাবালক। বৃহস্পতিবার তাদের বিলোনিয়া আদালতে তোলা হয় এবং পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে। এদিন দুপুরে বিলোনিয়া থানার ওসির কক্ষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি। তিনি জানান, প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই গরু চুরি চক্রের সঙ্গে ২০ থেকে ২৫ জনের একটি সংগঠিত গ্যাং জড়িত রয়েছে। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে এবং চক্রের সঙ্গে যুক্ত সকলকেই আইনের আওতায় আনা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

পুলিশ সুপার আরও বলেন, কোথাও সন্দেহজনক গতিবিধি বা অবৈধভাবে গবাদি পশু পরিবহন চোখে পড়লে সাধারণ মানুষ যেন সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী থানায় খবর দেন। পুলিশ লাগাতার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, গত এপ্রিল মাস থেকে বিলোনিয়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে অন্তত ৫২টি গরু চুরির অভিযোগ সামনে আসে। একের পর এক চুরির ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ ও ডেপুটেশন কর্মসূচিও পালন করেন। এরপরই তৎপর হয় পুলিশ প্রশাসন।

তদন্তের স্বার্থে মেলাঘর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই তিন সন্দেহভাজনকে আটক করে বিলোনিয়া থানার হাতে তুলে দেয়। বর্তমানে গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শিলচর-আগরতলা ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে পানিসাগর স্টেশনে বিক্ষোভ, অবরুদ্ধ রেললাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে ।। আগরতলা-শিলচর এবং শিলচর-আগরতলা রুটের যাত্রীবাহী ট্রেনের পানিসাগর রেলস্টেশনে নিয়মিত স্টপেজ চালুর দাবিতে গণআন্দোলনে সামিল হয়েছেন ওই এলাকার সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি স্টেশনে একটি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবিও জোরালোভাবে তুলে ধরেন আন্দোলনকারীরা। সকাল থেকেই স্টেশন চত্বরে ভিড় জমাতে শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক পুলিশ, টিএসআর জওয়ান এবং রেল পুলিশ। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, করোনা মহামারীর পর থেকেই পানিসাগর রেলস্টেশনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানানো হলেও রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, পানিসাগর একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও এখানে ট্রেনের নিয়মিত স্টপেজ না থাকায় সাধারণ মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী, চাকরিজীবী এবং রোগীদের যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সেই সঙ্গে স্টেশনে ফুটওভার ব্রিজ না থাকায় যাত্রীদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে।

পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ে শিলচর-আগরতলা গামী ট্রেন পানিসাগর স্টেশনে পৌঁছালে আন্দোলনকারীরা ট্রেন আটকে বিক্ষোভ দেখান। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অবরোধ চলে। সন্ধ্যার পর পানিসাগর থেকে আটকে থাকা ট্রেনগুলি নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি, দ্রুত দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

জাগরণ
আগরতলা ২২ মে, ২০২৬ ইং
৭ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

উষ্ণ শহরের সবগুলিই ভারতে

তীব্র তাপপ্রবাহের জেরে ভারতের আবহাওয়া এক নজিরবিহীন ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হইয়াছে।গ্লোবাল ওয়েদার ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট একিউআই ডট ইন -এর লাইভ তাপমাত্রা র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণ ১০০টি শহরের সবকটিই ভারতের। মে মাসের এই তীব্র দাবদাহে তালিকায় শীর্ষ থাকা শহরগুলির তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রি থেকে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ছুঁইয়ে ফেলিয়াছে।এই শহরগুলিতে তাপমাত্রা প্রায় ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে ফেলিয়াছিল, যাহার ফলে স্বাভাবিক জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। উত্তরপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ডের বান্দা জেলা এই তালিকার শীর্ষে রহিয়াছে, যেখানে তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়াইয়া গেছে। সবচেয়ে অবাক করিবার মতো বিষয় হইলো, সাধারণত ঠান্ডা বা মনোরম আবহাওয়ার জন্য পরিচিত উত্তরাখণ্ডের হিমালয়ের পাদদেশের শহর হরিদ্বার এবং জম্মুর মতো শহরও এই তীব্র গরমে ৪৩-৪৪ ডিগ্রি ছুঁইয়া এই তালিকায় চলিয়া আসিয়াছে।ভারতের রাজধানী দিল্লি এই তালিকায় ৯৯ নম্বর স্থানে প্রবেশ করিয়াছে। এছাড়া তালিকায় রহিয়াছে ফরিদাবাদ, চণ্ডীগড়, আগ্রা, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র এবং কোটার মতো শহরগুলি।জলবায়ু পরিবর্তন এবং গাছপালা কমিয়া কংক্রিটের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ার কারণেই ভারতের এই শহরগুলো ক্রমশ একেকটি "হিট আইল্যান্ড" বা উত্তপ্ত দ্বীপে পরিণত হইতেছে।

বৈশাখ ডিঙাইয়া সবে জ্যৈষ্ঠ পড়িয়াছে। বর্ষা এখনও বহু দূর। এর মধ্যেই আগুনে পুড়িতেছে গোটা দেশ।এই অবস্থায় সামনে আসিয়াছে আবহাওয়া সংক্রান্ত একটি চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট। একিউআই ডট ইন-এর লাইভ তাপমাত্রা র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণ ১০০টি শহরের সব ক'টিই ভারতে! ১০০টি শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অবধি। এর মধ্যে দিল্লি গত দু'বছরের মধ্যে মে রেকর্ড করিয়াছিল। মে মাসেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি ছাপাইয়া গিয়াছে।একিউআই ডট ইন-এর লাইভ তাপমাত্রা র‍্যাঙ্কিংয়ের তালিকায় দিল্লি ছাড়াও রহিয়াছে ফরিদাবাদ, চণ্ডীগড়, আগরা, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, কোটা, রায়পুরের মতো শহরগুলি। সবকটি শহরেই ভয়ংকর তাপপ্রবাহ বইছে।এমনকী নজিরবিহীন গরমে নাজেহাল জম্মুও। সবচেয়ে অবাক করা কাণ্ড হইল উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ের কোলের শহর হরিদ্বার। পর্যটকদের পছন্দের এই শহরও ঠাঁই পাইয়াছে বিশ্বের উষ্ণতম শহরগুলির তালিকায়।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রিতে পৌঁছিয়া যায় ভাটিন্ডা, পঠানকোট, বরেলি, ঝাঁসি, কইথলের মতো শহরে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রিতে পিছন পিছন রহিয়াছে উত্তরপ্রদেশের মথুরা, ছত্তিশগড়ের ভিলাই এবং মহারাষ্ট্রের নানদেড় ও আকোলা। কলকাতা একশো উষ্ণ শহরের তালিকায় না আসিলেও রাজ্যের দুই শহর আসানসোল ও বর্ধমান রহিয়াছে তালিকায়। রাজ্যভিত্তিক তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডে। সবখানেই অতিরিক্ত উত্তাপের জেরে সাধারণ জনজীবন বিপর্যস্ত হইতেছে। বুধবার নতুন করিয়া উত্তর ভারতজুড়ে রাজ্যগুলিতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করিয়াছে মৌসমভবন। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর এর ২০২৬ সালের গ্রীষ্মকালীন পূর্বাভাস এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতের তুলনায় ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সরাসরি তীব্র ''লু'' বা তীব্র তাপপ্রবাহের প্রকোপ কিছুটা কম থাকগবে। তবে আর্দ্রতা এবং রাতের তাপমাত্রা বেশি থাকিবার কারণে গরমের অনুভূতি বা অস্বস্তি বেশ ভালোই থাকিবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে এবারের গ্রীষ্মে গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য বেশি থাকিবার পূর্বাভাস রহিয়াছে। তবে উত্তর বা মধ্য ভারতের সমতল ভূমির মতো এখানে তাপমাত্রা ৪৫ºস সেলসিয়াসে পৌঁছানোর সম্ভাবনা নাই। আগরতলা ও আশেপাশের এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সাধারণত ৩৬ºস থেকে ৩৮ºস সেলসিয়াসের আসেপাশেই ওঠানামা করিতেছে।আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দিনের চেয়ে রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি থাকিতেছে, যাহার ফলে রাতেও গরমের আমেজ বজায় থাকিতেছে।উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান সমস্যা হইলো বাতাসে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি। তাপমাত্রা ৩-৪ ডিগ্রি কম থাকিলেও উচ্চ আর্দ্রতার কারণে শরীর থেকে ঘাম সহজে শুকাইবে না। ফলে থার্মোমিটারে তাপমাত্রা যাহা দেখাইবে, বাস্তবে তাহার চেয়ে অনেক বেশি গরম বা 'হিট ইনডেক্স' অনুভূত হইবে।২০২৬-এর এই গ্রীষ্মে ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রাজস্থান বা দিল্লির মতো শুকনো গরম বা মারাত্মক হিটওয়েভ না থাকিলেও, উচ্চ আর্দ্রতা ও ভ্যাপসা গরমের কারণে অস্বস্তি তুলনামূলকভাবে বেশি থাকিবে।

বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে বন্ধ্যাকরণ পরিষেবায় উপকৃত ৩০ জন, সফলভাবে সম্পন্ন ফিক্সড ডে সার্ভিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ মে: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে বৃহস্পতিবার সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল বন্ধ্যাকরণ (লিগেশন) ফিক্সড ডে সার্ভিস (এফডিএস)। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত এই পরিষেবায় মোট ৩০ জন রোগীর সফলভাবে অপারেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের মতে, এটি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দক্ষ দল এই অপারেশন পরিচালনা করেন। চিকিৎসক দলের মধ্যে ছিলেন ডাঃ বিকাশ মজুমদার, ডাঃ পুষ্পল চৌধুরী, ডাঃ অরূপ রায় এবং ডাঃ জয়দীপ চৌধুরী। তাঁদের পেশাদারিত্ব ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় সমস্ত অপারেশন নিরাপদ ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

পুরো কার্যক্রম দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস এবং মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। পাশাপাশি হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী ও সহায়ক কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতাও এই উদ্যোগকে সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করতে প্রণোদনার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। প্রত্যেক বেনিফিসিয়ারিকে হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য আশা কর্মীদের ৩০০ টাকা করে দেওয়া হয়। এছাড়াও লিগেশন করানো প্রত্যেক মহিলাকে এককালীন ২ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস জানান, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী করতে আগামী দিনেও বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়মিতভাবে এই ধরনের ফিক্সড ডে সার্ভিস আয়োজন করা হবে। তিনি বলেন, প্রতি মাসে এই পরিষেবা চালু রাখার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জেলার মানুষকে বিনামূল্যে এই পরিষেবা গ্রহণের আহ্বান জানান এবং পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে, সঠিক পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক স্থিতি বজায় রাখার পাশাপাশি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ: ভারত থেকে বিশ্বে মানবতার এক যাত্রা

অন্বেষা বসুরায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি কেবল বাংলা সাহিত্য বা ভারতের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নন; তিনি এক বিশ্বমানব, যাঁর চিন্তা, সৃষ্টিশীলতা এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আজও পৃথিবীর নানা প্রান্তে প্রাসঙ্গিক। হার্ভার্ডের বক্তৃতামঞ্চ থেকে শুরু করে ইউরোপের বুদ্ধিজীবী মহল, জাপান ও চিনের সাংস্কৃতিক পরিসর থেকে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যিক আড্ডা- যেখানেই তিনি গিয়েছেন, সেখানেই তিনি ভারতকে একটি বহুমাত্রিক সভ্যতা হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাবনা বিশ্বের গুণীমহলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল, কারণ তা কেবল শব্দে সীমাবদ্ধ ছিল না; তা ছিল এক গভীর মানবিক বোধ, যা মানুষের অন্তরে পৌঁছে যেত।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রায়শই ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় হিসেবে স্মরণ করি, কিন্তু এই পরিচয় তাঁর বিশাল সত্তার একটি ছোট অংশ মাত্র। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সুরকার, শিক্ষাবিদ এবং দার্শনিক। তাঁর চিন্তার মূল উৎস ছিল ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, বিশেষ করে উপনিষদের সেই বোধ, যেখানে বলা হয়েছে- সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এক গভীর ঐক্য রয়েছে। এই ঐক্যের ধারণাই তাঁর মানবতাবাদের ভিত্তি। ব্রাহ্ম সমাজের উদার ও সংস্কারমুখী চিন্তাধারা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল, যার ফলে তিনি ধর্ম, সমাজ ও জাতীয়তার প্রশ্নে এক বিস্তৃত ও মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে, জাতীয়তাবাদ যদি মানুষের মানবিক চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তবে তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। তিনি মনে করতেন, একটি জাতির শক্তি তার সামরিক ক্ষমতায় নয়, বরং তার সংস্কৃতি, নৈতিকতা এবং সৃজনশীলতায় নিহিত। তাই তিনি সবসময় বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর এই চিন্তা তাঁকে বিশ্বমঞ্চে একটি অনন্য কণ্ঠস্বর করে তুলেছিল।

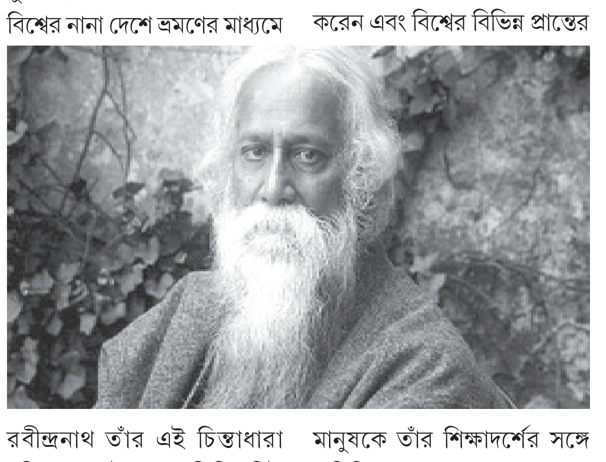

বিশ্বের নানা দেশে ভ্রমণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেন।ইংল্যান্ডে তিনি ডব্লিউ বি ইয়েটস, এজরা পাউন্ড এবং টি এস এলিয়টের মতো কবি-লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর ''গীতাঞ্জলি'' পশ্চিমা বিশ্বে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে। এই কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে পাশ্চাত্য পাঠক প্রথমবারের মতো ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও কবিতার গভীরতা অনুভব করেন। তবে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার চেয়েও বড় বিষয় ছিল- তিনি ভারতীয় চিন্তাকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর বক্তৃতাগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৬-১৭এবং ১৯২০-২১ সালের সফরে তিনি পাশ্চাত্যের অতিরিক্ত বস্তুবাদ এবং আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেন। তিনি মনে করতেন, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি মানুষের প্রকৃত উন্নতি নয়; তার সঙ্গে প্রয়োজন নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ।এই সময়ে তিনি শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে তাঁর শিক্ষাদর্শের সঙ্গে পরিচিত করান। জাপান সফরে তিনি দেশটির দ্রুত আধুনিকীকরণ দেখে মুগ্ধ হলেও, তার মধ্যে যে সামরিক প্রবণতা বাড়ছিল, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি সতর্ক করে দেন যে, অন্ধ জাতীয়তাবাদ একটি দেশের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। চিনে তিনি দুই প্রাচ্য সভ্যতার মধ্যে এক নতুন সংলাপের সূচনা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, এশিয়ার দেশগুলো যদি নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান করে এবং একে অপরের কাছ থেকে শেখে, তবে তারা বিশ্বের সামনে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকায়ও তাঁর প্রভাব গভীর ছিল। ফ্রান্সে রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা দুই দেশের সংস্কৃতির মধ্যে এক সেতুবন্ধন তৈরি করে। আর্জেন্টিনায় ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সম্পর্কগুলো দেখায়, কীভাবে একজন কবি বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে গভীর সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও লেখায় কিছু মৌলিক প্রশ্ন বারবার উঠে এসেছে। তিনি জানতে চেয়েছেন, নৈতিকতা ছাড়া কি সভ্যতা টিকে থাকতে পারে? শিক্ষার উদ্দেশ্য কি শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন, নাকি মানুষের চরিত্র ও চেতনার বিকাশ? একটি জাতি কীভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অন্য জাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে? এই প্রশ্নগুলো আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর এই চিন্তাধারা বাস্তব রূপ পায় বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশে তিনি এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, যেখানে ছাত্ররা শুধু বই পড়ে না, বরং প্রকৃতি, শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। এখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা একসঙ্গে পড়াশোনা করত, যা তাঁর ''যেখানে বিশ্ব এসে বাসা বাঁধবে'' এই ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন।

রবীন্দ্রনাথ শুধু চিন্তায় নয়, কাজেও ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া নাইটহুড ফিরিয়ে দেন। এই ঘটনা তাঁর নৈতিক দৃঢ়তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা একজন মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। তাঁর সাহিত্যকর্মও বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলেছে। ''সাধনা'' এবং ''ন্যাশনালিজম''-এর মতো গ্রন্থে তিনি তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতা ও গান মানুষের অন্তরের গভীর অনুভূতিকে স্পর্শ করে, আবার একই সঙ্গে তা বৃহত্তর মানবিক প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজে। তাঁর লেখায় ব্যক্তিগত ও সর্বজনীন অভিজ্ঞতার এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন আজও তাঁর প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করছে। হিউস্টনের টেগোর গ্রোভ মেমোরিয়াল, লন্ডনের গর্ডন স্কোয়্যার টেগোর বাস্ট, ডাবলিনের সেন্ট স্টিফেনস গ্রিন টেগোর মেমোরিয়াল কিংবা মস্কোর টেগোর স্ট্যাচু ফ্রেন্ডশিপ পার্ক- এসবই প্রমাণ করে যে, তাঁর চিন্তা ও সৃষ্টিশীলতা জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাঁর মানবতাবাদ। তিনি সবসময় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করার কথা বলেছেন। বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশি আন্দোলনের সময় তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, প্রকৃত দেশপ্রেম কখনও অন্যের প্রতি ঘৃণা শেখায় না; বরং তা ভালোবাসা ও সহমর্মিতা শেখায়।

আজকের বিশ্বে, যেখানে নানা ধরনের বিভাজন, সংঘাত এবং সংকীর্ণতা দেখা যায়, সেখানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, একটি সভ্যতার প্রকৃত শক্তি তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৈতিক মূল্যবোধ এবং সৃজনশীলতার মধ্যে নিহিত। তাঁর জীবন ও কাজ আমাদের দেখায়, কীভাবে একজন ব্যক্তি নিজের চিন্তা ও সৃষ্টির মাধ্যমে পুরো বিশ্বকে প্রভাবিত করতে পারেন।

তিনি লিখেছিলেন যে, একই স্রোতে বয়ে চলে জীবন, তাঁর শিরায়, বিশ্বের বুকে। এই কথার মধ্যেই তাঁর সমগ্র দর্শনের সারাংশ নিহিত রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ ও প্রকৃতি, ব্যক্তি ও সমাজ, জাতি ও বিশ্ব- সবকিছুর মধ্যে এক গভীর সংযোগ রয়েছে। এই সংযোগকে উপলব্ধি করাই হলো প্রকৃত জ্ঞান ও মানবতার চূড়ান্ত লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই শুধু একজন কবি নন; তিনি এক প্রবহমান সংলাপ, এক অনন্ত চিন্তার উৎস। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়, কীভাবে সীমান্তের উর্ধ্বে উঠে মানবিকতা, সৃজনশীলতা এবং নৈতিকতার ভিত্তিতে একটি বিশ্ব গড়ে তোলা যায়। তাঁর উত্তরাধিকার আজও আমাদের পথ দেখায়, আমাদের অনুপ্রাণিত করে এবং আমাদের মনে করিয়ে দেয়- মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো সে মানুষ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ওপেনহেইমার এর জীবনী ও বিখ্যাত উক্তি সমূহ

জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহেইমার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ও বিজ্ঞান সম্পর্কীয় প্রশাসক ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পারমাণবিক বোমার বিকাশের এক অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইদানিং সময়কার অন্যতম চরচিত নাম হলেন জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহেইমার।এই প্রতিবেদনে ওপেনহাইমার এর জীবন সম্পর্কিত বিস্ময়কর কিছু তথ্য ও তার বিখ্যাত কিছু উক্তি তুলে ধরা হবে।

এক নজরে ওপেনহাইমার-- বিশিষ্ট এই ব্যক্তিত্ব যখন লস এলামোজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে পরিচালক হিসেবে কর্মরত অবস্থায় ছিলেন অর্থাৎ ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে তিনি আণবিক বোমার উন্নয়নার্থে কাজ করেছিলেন। এনরিকো ফার্মি র পাশাপাশিতাকে ওপেনহীমার কে ও আণবিক বোমার জনকরূপে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এছাড়াও তিনি বার্কলে এলাকায় অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহেইমার ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডির পরিচালকের দায়িত্ব ও সুনিপুণভাবে পালন করেন। তবে পরবর্তীকালে নিরাপত্তা বিষয়ক শুনানীতে ওপেনহেইমার এর বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের অভিযোগ উত্থাপিত হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পরামর্শকের দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

সরকারের এ হেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং রাজনৈতিক এবং নৈতিকতাকে বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত করার বিরুদ্ধে সরকারকে নিন্দাজ্ঞাপন করা হয়।

জন্ম ও প্রারম্ভিক জীবন-- রবার্ট ওপেনহাইমার ২২ এপ্রিল, ১৯০৪ সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে জন্মগ্রহণ করেন। জার্মান অভিবাসী পিতা জুলিয়াস ওপেনহেইমার ১৮৮৮ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে পদার্পণ করেন এবং পর্যায়ক্রমে টেক্সটাইল শিল্পে আমদানী রফতানীর ব্যবসা শুরু করেন যেখানে তিনি সাফল্যের মুখ দেখেছিলেন। ওপেন হাইমার মা এলা ফ্রাইডম্যান ছিলেন একজন চিত্রকর।। রবার্ট হেইমারের অনুজ ভ্রাতা ফ্রাঙ্ক ওপেনহেইমার ও পরবর্তীকালে পদার্থবিদ হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন।

শিক্ষা জীবন— ওপেনহাইমার নিউ ইয়র্ক সিটির এথিক্যাল কালচার সোসাইটি স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যান, যেখানে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নে দক্ষতা অর্জন করেন। রবার্ট ওপেনহীমার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক-পূর্ব শ্রেণীতে যখন অধ্যয়ন করছিলেন তখন তিনি ল্যাটিন, গ্রীক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠেন। ১৯২৫ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর গবেষণা কর্মের জন্য ইংল্যান্ডের মাটিতে পা রাখেনা।

পরবর্তীকালে ওপেন হাইমার ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরিতে লর্ড আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের তত্ত্বাবধানে থেকে আণবিক গঠন বিষয়ে গবেষণা চালান এবং সৌভাগ্যক্রমে তিনি পারমাণবিক গবেষণার উন্নয়নে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের সাথে মতবিনিময়ের সুযোগ পান। তিনি ম্যাক্স বর্নের ছত্রচ্ছায়াও তিনি অধ্যাপনা করেন।

১৯২৭ সালে রবার্ট ওপেন হাইমার ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিথযশা এই ব্যক্তিত্ব ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩০ এর দশক জুড়ে, তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ করে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্বের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পদার্থবিদদের একটি সম্প্রদায়কে একত্রিত করতে এবং সমর্থন করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ওপেন হাইমার এর মাতৃবিয়োগ, ১৯৩১ সালে রবার্ট ওপেন হাইমারের মা মাতা মারা যান যার ফলে তিনি বাবার কাছাকাছি ছিলেন ও নিয়মিতভাবে ক্যালিফোর্নিয়া ভ্রমণ করতেন।১৯৩৭ সালে পিতৃ বিয়োগ হলে তিনি ও তার ভাই ফ্রাঙ্ক ৩৯২,৬০২ মার্কিন ডলার উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত হন। ওপেন হাইমার নিজের সমুদয় অংশ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শিক্ষার্থীদের বৃত্তির জন্য একটি দলিল সম্পাদন করেন।

রাজনৈতিক জীবন—১৯২০-এর দশকে ওপেনহেইমার বৈশ্বিক বিষয়াবলী থেকে দূরে সরে যান। তিনি ১৯৩৬ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত কোন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেননি তবে ১৯৩৪ সালের পরবর্তী কালে তিনি রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তিনি নিজ বেতনের তিন শতাংশ পরিমাণ সমমানের বার্ষিক ১০০ শতাংশ ডলার অর্থ নাজি জার্মানি থেকে চলে আসা জার্মান পদার্থবিদদের সহায়তার জন্যে প্রদান করেছিলেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে ওয়েস্ট কোস্ট ওয়াটারফ্রন্ট স্ট্রাইকে তিনি ছাত্র মিছিলে অংশ নেন। তবে জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলারের উত্থানের পরপরই তিনি রাজনীতিতে আগ্রহান্বিত হন। ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় তিনি সমাজতান্ত্রিক ছাত্রদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগঠনে যুক্ত হন। জোসেফ স্টালিনের নিয়ন্ত্রণাধীন রুশ বৈজ্ঞানিকগণ তার সদস্যপদ কেড়ে নিলে তিনি আর কখনো সংগঠনে যুক্ত হননি।

ম্যানহাটন প্রকল্প— ১৯৩৯ সালে নাজি জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড দখল করা হলে বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন এবং লিও জিলার্ড মার্কিন সরকারকে এই বলে সতর্কবার্তা পাঠান যে যদি নাজিরা পারমাণবিক বোমা তৈরী করে তাহলে তা সমগ্র মানবজাতির জন্য ব্যাপক ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ হেন পরিপ্রেক্ষিতে ওপেনহেইমার প্রকৃতিপ্রদত্ত ইউরেনিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-২৩৫ পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন।১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন সামরিক বাহিনী ব্রিটিশ এবং মার্কিন পদার্থবিদদের একত্রিত করে পারমাণবিক শক্তির সন্ধানে সংস্থা গঠনের প্রচেষ্টা চালায় যেটি কিনা পরবর্তীকালে বিখ্যাত ম্যানহাটন প্রকল্প নামে পরিচিতি পেয়েছিল। এর কর্মপন্থা নির্ধারণের গুরুদায়িত্ব দেয়া হয়। ওপেনহেইমারকে। তাকে এই প্রকল্প গঠন এবং ল্যাবরেটরির প্রশাসকরূপে মনোনীত করা হয়েছিল। ওপেনহেইমারের নেতৃত্বে, বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীরা সফলভাবে প্রথম পারমাণবিক বোমার নকশা ও নির্মাণ করেছিলেন। নিউ মেক্সিকো মরুভূমিতে সংঘটিত ট্রিনিটি পরীক্ষায় ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই বোমাটি পরীক্ষা করা হয়েছিল। জার্মানির আত্মসমর্পণের বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্টায় নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যের আমোগোর্ডো এলাকায় প্রথম আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।একই বছরের অক্টোবর মাসে ওপেনহেইমার তার পদ থেকে ইস্তফা দেন।

পারমাণবিক বোমা ও ওপেন হাইমার--- পারমাণবিক বোমার বিকাশ ওপেনহাইমারের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বোমার শক্তি এবং এর ধ্বংসাত্মক সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করার পর, তিনি বিখ্যাতভাবে ভগবদ্গীতা উদ্ধৃত করে বলেছেন, "এখন আমি মৃত্যু, বিশ্বের ধ্বংসকারী।" ১৯৪৭ সালে তিনি ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি'র প্রধান হন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সাধারণ পরামর্শক কমিটির সভাপতির ও দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ওপেনহাইমার আমেরিকান বিজ্ঞানের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। তিনি নিউ জার্সির প্রিন্সটনে ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডির পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পারমাণবিক অস্ত্রের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষেও একজন উকিল ছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এনজি কমিশন গঠনে ভূমিকা পালন করেছিলেন।

নিরাপত্তা শুনানি— দুর্ভাগ্যবশত, স্নায়ুযুদ্ধের শুরুর বছরগুলিতে, ওপেনহেইমারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমিতিগুলি নিরাপত্তা ছাড়পত্রের সমস্যাগুলির দিকে পরিচালিত করেছিল এবং তিনি একটি নিরাপত্তা ঝুঁকি হওয়ার অভিযোগের সম্মুখীন হন। ২১ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত মার্কিন সামরিক নিরাপত্তাবিষয়ক প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে অগ্রহণযোগ্যতা এবং অতীতে কমিউনিস্টদের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠে। এছাড়াও, সোভিয়েত গুপ্তচরদের সাথে সম্পর্ক বজায় ও হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণে বাঁধার কথা তুলে ধরা হয়। নিরাপত্তা শুনানীতে স্পষ্টভাবে অভিযুক্ত করা যায়নি। কিন্তু, সামরিক নিরাপত্তা বিষয়ে তার অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়। এরফলে তার সাথে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের পরামর্শক পদের চুক্তিনামা বাতিল করা হয়। ম্যানহাটন প্রকল্পে কর্মরত ৪৯৩ জন বিজ্ঞানী একযোগে স্বাক্ষর সহকারে তাদের প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করে। এটি শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালে তার নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রত্যাহারের দিকে পরিচালিত করে। যদিও তিনি বৈজ্ঞানিক কাজে জড়িত ছিলেন, নিরাপত্তা ছাড়পত্র হারানো তার কর্মজীবনের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ধাক্কা ছিল। আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সংগঠন দ্রুততার সাথে তার সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং এ বিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ ঘটায়। ফলে রবার্ট ওপেনহেইমার বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীদের প্রতীকিতে পরিণত হন। জীবনের বাকী দিনগুলোয় তিনি বিজ্ঞান এবং সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের লক্ষ্যে কাজ করে যান।

২০ মে, ২০০৯ তারিখে উড্রো উইলসন ইনস্টিটিউটে একটি সেমিনারে কেজিবি'র সংগ্রহশালা থেকে ভাসিলিয়েভের নোটবইয়ের উপর ব্যাপক বিশ্লেষণ করা হয় এবং সেই তথ্য অনুসারে ব্যক্ত হয় যে ওপেনহেইমার কখনো সোভিয়েত ইউনিয়নে তথ্য পাচারের সাথে জড়িত ছিলেন না। ওপেনহেইমার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি বরং ম্যানহাটন প্রকল্প থেকে অনেক লোককে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের জন্যে বের করে দিয়েছেন তিনি। ওপেনহাইমারের ব্যক্তিগত জীবন, ১৯৪০ সালে ওপেনহেইমার ২৯ বছর বয়সী কিটি হেরিসনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন। ওপেনহেইমার ছিলেন কিটির চতুর্থ স্বামী। কিটি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির একজন সাবেক সদস্য। বিবাহের সাত মাস পর তাঁদের প্রথম সন্তান পিটারের জন্ম হয়।

সম্মাননা— পরবর্তী বছরগুলিতে, ওপেনহেইমারের খ্যাতি ধীরে ধীরে উন্নত হয় এবং তিনি তার বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য অনেক সম্মান ও পুরস্কার পান। ১৯৬৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি. জনসন ওপেনহেইমারকে আণবিক শক্তি কমিশনের প্রদেয় এনরিকো ফার্মি পুরস্কার প্রদান করেন। তবে ওপেন হাইমার কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে দীর্ঘদিন সম্পৃক্ত থাকেননি যার ফলে তিনি নোবেল পুরস্কারের যোগ্যতা অর্জন করেননি। তার কৃষ্ণ গহ্বর সম্পর্কীয় তত্ত্বটিও জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। ৬৭০৮৫ ওপেনহেইমার নামীয় একটি তারাকে তার সম্মানে নামাঙ্কিত করা হয়।

ওপেন হাইমারের বৈজ্ঞানিক অবদান এক ঝলকে— এজে রবার্ট ওপেনহেইমার পারমাণবিক বিজ্ঞানের উন্নয়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পারমাণবিক বোমা তৈরিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক অবদানের মধ্যে রয়েছে: ম্যানহাটন প্রজেক্ট লিডারশিপ: প্রকল্পের প্রধান হিসেবে, ওপেনহাইমার প্রথম পারমাণবিক বোমার নকশা ও নির্মাণের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের একটি দলকে নেতৃত্ব দেন। লস আলামোস ল্যাবরেটরি: ওপেনহেইমারের নির্দেশনায়, লস আলামোস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি নিউ মেক্সিকোতে ম্যানহাটন প্রকল্পের প্রাথমিক গবেষণা ও উন্নয়ন সাইট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লস আলামোস পারমাণবিক বোমার নকশা, সমাবেশ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ইমপ্লোশন পদ্ধতি: একটি পারমাণবিক বোমা তৈরির ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি ছিল একটি শৃঙ্খল বিক্রিয়াকে ট্রিগার করার জন্য বিচ্ছিন্ন পদার্থের (এই ক্ষেত্রে, সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভর অর্জন করা। ওপেনহাইমার এবং তার দল ইমপ্লোশন পদ্ধতি তৈরি করেছিল, যা পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ ভর তৈরি করতে প্রচলিত বিস্ফোরক ব্যবহার করে প্লুটোনিয়ামের একটি সাবক্রিটিকাল গোলককে সংকুচিত করে।

ট্রিনিটি টেস্ট--- ওপেনহাইমার ট্রিনিটি পরীক্ষায় ১৬ জুলাই, ১৯৪৫-এ প্রথম পারমাণবিক বোমার সফল পরীক্ষা তত্ত্বাবধান করেন। পরীক্ষাটি নিউ মেক্সিকো মরুভূমিতে হয়েছিল এবং ইমপ্লোশন ডিজাইনের কার্যকারিতা এবং পারমাণবিক অস্ত্রের সম্ভাব্যতা নিশ্চিত করেছে।

হিরোশিমা এবং নাগাসাকি: ম্যানহাটন প্রকল্পের অংশ হিসাবে নির্মিত পারমাণবিক বোমাগুলি ১৯৪৫ সালের আগস্টে জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে জাপান আত্মসমর্পণ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং ইতিহাসের গতিপথের জন্য বোমা হামলার গভীর এবং দূরবর্তী পরিণতি ছিল।

পোস্টওয়ার অ্যাডভোকেসি: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, ওপেনহেইমার পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার এবং পারমাণবিক অস্ত্রের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সমর্থন করেছিলেন। তিনি পারমাণবিক বিস্তার রোধ এবং পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার প্রচারের গুরুত্বে বিশ্বাস করতেন। ১৯৬৬ সালে রবার্ট ওপেনহাইমার ইনস্টিটিউট ফর স্টাডি থেকে অবসর নেন। এর পরের বছরই গলার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দেহাবসান ঘটে এই প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিকের।

ওপেনহাইমারের বিখ্যাত উক্তি সমূহ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করান সারথি কৃষ্ণ। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান তিনি। বোঝান, আমি সৃষ্টি ও ধ্বংস। এর পর কর্তব্য পালনে আর পিছে হটেননি অর্জুন।'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে কংগ্রেসের র‍্যালি। ছবি নিজস্ব।

অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে বাংলার অভিযানকে স্বাগত নিরাপত্তা মহলের, অন্য রাজ্যে সরে যাওয়ার আশঙ্কাও

নয়াদিল্লি, ২১ মে (আইএএনএস): মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও বেআইনি অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানকে দেশের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে। তবে এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেও নিরাপত্তা মহলের একাংশের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের অন্য রাজ্যে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা বাড়তে পারে।

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ‘চিহ্নিত করো, আটক করো এবং বহিষ্কার করো’ নীতি ঘোষণা করেছে। এই নির্দেশ কার্যকর করতে রাজ্যের ডিজিপি এবং মুখ্যসচিবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

নিরাপত্তা আধিকারিকদের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই এটি রাজ্যের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিল।

সূত্রের দাবি, ১৯৭০-এর দশকে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আন্তঃ-সেবা গোয়েন্দা সংস্থা (আইএসআই) এবং জামায়াতে ইসলামী-র সহায়তায় যে অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছিল, সময়ের সঙ্গে তা নিরাপত্তা সংস্থার কাছে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এক আধিকারিকের দাবি, প্রথমে এই সমস্যা মূলত পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকলেও পরে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষ করে আসাম-এ তা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে বিষয়টি দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

নিরাপত্তা মহলের মতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ সূচনা হলেও, অবৈধ অভিবাসীদের অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের প্রবণতা বাড়তে পারে। বিশেষ করে বিহার এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এমন আশঙ্কা রয়েছে বলে সূত্রের দাবি।

প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের পরিবর্তে ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে। সেই সময় থেকেই পরিকল্পিতভাবে অবৈধ অনুপ্রবেশ বাড়ানোর চেষ্টা শুরু হয় বলে নিরাপত্তা সূত্রের বক্তব্য।

এক গোয়েন্দা আধিকারিকের দাবি, সময়ের সঙ্গে এই অনুপ্রবেশের সঙ্গে জাল নথি তৈরি, ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি, জাল নোট পাচার, মাদক ব্যবসা ও গবাদি পশু পাচারের মতো নানা অপরাধচক্রের যোগ তৈরি হয়েছে।

গোয়েন্দা ব্যুরো-এর এক আধিকারিকের দাবি, দালাল চক্রের মাধ্যমে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ডের মতো নথি তৈরি করে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষে ভোট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতো।

এছাড়াও সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মোট ২,২০০ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটার ইতিমধ্যেই বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

সরকারি সূত্রে দাবি, অবশিষ্ট অংশে সীমান্ত পরিকাঠামো তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করতে ৭৫ একর জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৯ কিলোমিটার এলাকায় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ)-এর পোস্ট তৈরি হবে এবং বাকি অংশে সীমান্তে বেড়া দেওয়ার কাজ হবে। আগামী এক বছরের মধ্যে এই কাজ শেষ করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

নিরাপত্তা মহলের বক্তব্য, শুধু কর্মসংস্থানের জন্য নয়, অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধচক্রের অংশ হিসেবেও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা দেশে ঢুকছে। তাঁদের মধ্যে কেউ জঙ্গি নেটওয়ার্ক, কেউ মাদক পাচার বা জাল নোট কারবারের সঙ্গে যুক্ত বলেও দাবি করা হয়েছে।

তবে উল্লেখ্য, প্রতিবেদনে উল্লিখিত অভিযোগ এবং নিরাপত্তা সূত্রের দাবিগুলি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে; এই অভিযোগগুলির স্বাধীন যাচাইয়ের প্রসঙ্গ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথিত সম্পত্তি তদন্তে তৃণমূল নেতৃত্বের সামনে নতুন রাজনৈতিক পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২১ মে (আইএএনএস): কলকাতা পৌরসভা (কেএমসি)-র একটি তদন্ত, যা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী, তাঁর পরিবার বা তাঁর সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থার নামে থাকা কথিত সম্পত্তি ঘিরে চলছে বলে দাবি করা হচ্ছে, তা দলের কাছে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

খবর অনুযায়ী, তৃণমূল কংগ্রেস নেতার সঙ্গে যুক্ত একাধিক সম্পত্তির ক্ষেত্রে কেএমসি আইনের বিভিন্ন ধারায় নোটিস পাঠানো হয়েছে। পুরকর্মীরা কলকাতার ‘শান্তিনিকেতন’ নামে পরিচিত একটি সম্পত্তি-সহ একাধিক জায়গায় গিয়েছেন বলেও জানা গেছে।

একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে লাগানো একটি নোটিস পরে ছেঁড়া অবস্থায় পাওয়া যায়, যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক তরজার প্রতীকী ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধী মহল অভিযোগ করে আসছে যে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর মালিকানাধীন বলে দাবি করা ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস’ নামের সংস্থার নামে বহু সম্পত্তি নথিভুক্ত রয়েছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস বারবার এই অভিযোগকে বিরোধীদের ‘কাদা ছোড়াছুড়ি’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

সূত্রের খবর, কেএমসি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিগুলির অনুমোদিত নির্মাণ নকশা এবং অন্যান্য নথি চেয়ে নোটিস পাঠিয়েছে। নির্মাণ অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে কি না এবং কোনও কর বকেয়া রয়েছে কি না, তা যাচাই করাই তদন্তের উদ্দেশ্য বলে জানানো হয়েছে।

দলের এক কর্মীর দাবি, এই ঘটনায় সংগঠনের ভিতরে কিছু নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে “নিজেদের শর্তে কথা বলার” সুযোগ পেয়েছেন।

খবরে আরও বলা হয়েছে, সম্প্রতি এক বৈঠকে এক নেতা যিনি একসময় অভিষেকের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেন, কিছু বিষয় বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

অন্যদিকে, দলের শীর্ষ নেতারা প্রকাশ্যে বিষয়টি থেকে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। কারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকই নন, তিনি দলের অন্যতম প্রধান সংগঠকও।

ফলে দলের নেতাদের একদিকে কলকাতার প্রশাসনিক কাজের পক্ষে সওয়াল করতে হচ্ছে, অন্যদিকে এই তদন্তকে অপরাধ প্রমাণের সমতুল্য নয় বলেও ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে।

পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে এই বিষয়টি যে কেএমসি নিজেই তৃণমূল পরিচালিত পুর সংস্থা। ফলে একে শুধুমাত্র বাইরের রাজনৈতিক চক্রান্ত বলাও দলের পক্ষে সহজ হচ্ছে না।

কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, যিনি তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা, এই বিষয়ে নিজের অজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, এ ধরনের বিষয় পুরসভার প্রশাসনিক বিভাগ দেখে এবং তাঁর কাছে এ নিয়ে কোনও তথ্য নেই।

পর্যবেক্ষকদের মতে, এই মন্তব্য সম্ভবত কেএমসি-র বরো নম্বর ৯-এর চেয়ারপার্সন দেবালিনা বিশ্বাস-এর দিকে ইঙ্গিত করে করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, নোটিস জারির খবর প্রকাশ্যে আসার পরই দেবলীনা বিশ্বাস চেয়ারপার্সনের পদ থেকে ইস্তফা দেন। কেএমসি চেয়ারপার্সন মালা রায়-কে লেখা চিঠিতে তিনি জানান, তিনি বরো কমিটির প্রধানের পদ ছাড়ছেন, তবে ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিসেবে থাকবেন।

এদিকে, বৃহস্পতিবার রাতে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে তৃণমূল মুখপাত্র ও বিধায়ক কুনাল ঘোষ অভিযোগগুলিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেন।

তিনি সাধারণ মানুষকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনয়নপত্রে জমা দেওয়া হলফনামা দেখার পরামর্শ দেন। সেখানে ২০২৪ সালে তিনি মোট ২.৩২ কোটিরও বেশি সম্পদের কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকার দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

হলফনামা অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তাঁর ব্যক্তিগত আয় ছিল ৮২.৫৮ লক্ষ টাকা, যা আগের বছরগুলিতে ঘোষিত ৯০.৫ লক্ষ টাকা এবং ১.৫১ কোটির তুলনায় কম।

৫৮,৫০০-র বেশি পিএনজি গ্রাহক এলপিজি সংযোগ ছাড়লেন, দেশে পেট্রোল-ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুত: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২১ মে (আইএএনএস): দেশে পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে বলে জানাল কেন্দ্র। পাশাপাশি সরকার জানিয়েছে, ২০ মে পর্যন্ত ৫৮,৫০০-রও বেশি পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস (পিএনজি) গ্রাহক তাঁদের এলপিজি সংযোগ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার নিয়মিত ব্রিফিংয়ে কেন্দ্রের তরফে নাগরিকদের আতঙ্কিত হয়ে পেট্রোল, ডিজেল বা এলপিজি মজুত না করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সরকারের বক্তব্য, “গুজব থেকে সতর্ক থাকুন এবং সঠিক তথ্যের জন্য শুধুমাত্র সরকারি সূত্রের উপর নির্ভর করুন।”

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয় সূত্রে জানানো হয়েছে, ২০ মে অনলাইনে এলপিজি সিলিন্ডার বুকিং শিল্পক্ষেত্রে গড়ে প্রায় ৯৯ শতাংশ বেড়েছে।

মন্ত্রক জানিয়েছে, সিলিন্ডারের অপব্যবহার বা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া রুখতে ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড (ডিএসি) ব্যবস্থার ব্যবহার বেড়ে ৯৬ শতাংশে পৌঁছেছে। গ্রাহকের নথিভুক্ত মোবাইল নম্বরে এই কোড পাঠানো হয়।

তথ্য অনুযায়ী, গত তিন দিনে প্রায় ১.৩২ কোটি বুকিংয়ের বিপরীতে ১.৩৪ কোটি এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে।

শুধুমাত্র বুধবারই প্রায় ৪৫.৩৬ লক্ষ বুকিংয়ের বিপরীতে ৪৭.৫১ লক্ষ এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে মন্ত্রক।

এছাড়া গত তিন দিনে প্রায় ১.৮৭ লক্ষ ৫ কেজির এফটিএল সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে।

সরকার আরও জানিয়েছে, মার্চ মাস থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৭.৬৪ লক্ষ নতুন পিএনজি সংযোগে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি আরও ২.৮১ লক্ষ সংযোগের জন্য পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। ফলে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০.৪৫ লক্ষে।

অন্যদিকে, নতুন সংযোগের জন্য প্রায় ৭.৯৯ লক্ষ গ্রাহক নিবন্ধনও করেছেন।

এদিকে বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রণালয় পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সামুদ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও আপডেট দিয়েছে। মন্ত্রকের বক্তব্য, বিদেশ মন্ত্রক, ভারতীয় দূতাবাস এবং সামুদ্রিক অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নাবিকদের নিরাপত্তা ও সমুদ্র পরিবহন স্বাভাবিক রাখতে কাজ চলছে।

সরকারের দাবি, “এই অঞ্চলে থাকা সমস্ত ভারতীয় নাবিক নিরাপদ রয়েছেন এবং গত ৭২ ঘণ্টায় ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ বা ভারতীয় নাবিক থাকা বিদেশি জাহাজে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।”

এছাড়াও, নৌপরিবহন মহাপরিচালক-এর মাধ্যমে উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে এখনও পর্যন্ত ৩,৩১৬ জন ভারতীয় নাবিককে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এর মধ্যে গত ৭২ ঘণ্টাতেই ফিরেছেন ৯৯ জন।

কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রার জন্য কম্পিউটারভিত্তিক লটারি করলেন এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২১ মে (আইএএনএস): ২০২৬ সালের কৈলাস মানসরোবর যাত্রা-র যাত্রী নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য কম্পিউটারভিত্তিক লটারির আয়োজন করলেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এমইএ)।

মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ২০২৬ সালের কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা জুন মাসে শুরু হবে এবং আগস্টে শেষ হবে। স্বচ্ছ, কম্পিউটার-নির্ভর, এলোমেলো এবং নারী-পুরুষের ভারসাম্য বজায় রেখে পরিচালিত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোট ১,০০০ জন যাত্রীকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

এমইএ জানিয়েছে, নির্বাচিত যাত্রীরা মোট ২০টি দলে ভাগ হয়ে যাত্রা করবেন। প্রতিটি দলে থাকবেন ৫০ জন করে তীর্থযাত্রী। তাঁরা লিপুলেখ পাস এবং নাথু লা পথ দিয়ে যাত্রা করবেন।

মন্ত্রকের বক্তব্য, বর্তমানে দুই পথই সম্পূর্ণ যান চলাচলযোগ্য হয়ে উঠেছে এবং আগের তুলনায় খুব কম হাঁটার প্রয়োজন হবে।

বিদেশ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, অনলাইনে আবেদন থেকে শুরু করে যাত্রী নির্বাচন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ কম্পিউটারভিত্তিক এবং এটি চীন সরকারের সহযোগিতায় পরিচালিত হয়।

প্রসঙ্গত, চলতি মাসের শুরুতে নেপালের বিদেশ মন্ত্রকের সীমান্ত-সংক্রান্ত মন্তব্যের জবাবে এমইএ জানিয়েছিল যে লিপুলেখ গিরিপথ ১৯৫৪ সাল থেকে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রার একটি স্বীকৃত ও দীর্ঘদিনের পথ।

এমইএ-র মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, “লিপুলেখ পথ দিয়ে কয়েক দশক ধরে এই যাত্রা হয়ে আসছে। এটি নতুন কিছু নয়।”

কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র, কারণ এটি ভগবান শিবের আবাসস্থল হিসেবে বিবেচিত। পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের কাছেও এই যাত্রার বিশেষ ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারির পর এবং চীনের তরফে যাত্রা সংক্রান্ত ব্যবস্থা নবীকরণ না হওয়ায় এই তীর্থযাত্রা বন্ধ ছিল। ২০২৫ সালের গ্রীষ্মে তা পুনরায় চালু হয়।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই যাত্রা অত্যন্ত কঠিন এবং শারীরিকভাবে চ্যালেঞ্জিং। প্রায় ১৯,৫০০ ফুট উচ্চতায় দুর্গম পরিবেশে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয় যাত্রীদের।

এই যাত্রা পরিচালনায় উত্তরাখণ্ড, দিল্লি ও সিকিম সরকারের পাশাপাশি ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি)-র সহায়তা নেওয়া হয়। এছাড়া কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম এবং সিকিম পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশন যাত্রীদের প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহায়তা দিয়ে থাকে।

রুপির দরপতন নিয়ে নজর কেন্দ্রের, একাধিক পদক্ষেপ বিবেচনায়: পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ২১ মে (আইএএনএস): মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় রুপির ধারাবাহিক দরপতন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে একাধিক পদক্ষেপ বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়াল।

বৃহস্পতিবার রাজধানীতে একটি অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গোয়েল বলেন, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের সমস্ত শাখা সমন্বিতভাবে কাজ করছে।

মন্ত্রী বলেন, “আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। সরকারের সব বিভাগ একটি দলের মতো কাজ করছে। বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে।”

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বন্ডের উচ্চ ফলন, বিদেশি তহবিল প্রত্যাহার এবং ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে ভারতীয় মুদ্রার উপর চাপ বেড়েছে।

সম্প্রতি ভারতীয় রুপি মার্কিন ডলারের তুলনায় সর্বকালের সর্বনিম্ন ৯৬.৮৮ টাকায় নেমে গিয়েছে।

তবে এই পরিস্থিতির মধ্যেও দেশের অর্থনীতির উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন গোয়েল। তাঁর বক্তব্য, বৈশ্বিক পরিস্থিতি কঠিন হলেও ভারত এই চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

তিনি বলেন, “বিশ্ব পরিস্থিতি যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, এই কঠিন সময় থেকেও আমরা সফলভাবেই বেরিয়ে আসব।”

এক মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্ভাব্য ভারত সফর এবং আমেরিকার প্রধান বাণিজ্য আলোচকের সফর প্রসঙ্গে গোয়েল বলেন, আগামী মাসে এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

মন্ত্রী জানান, “আমার মনে হয় তিনি ওই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আসছেন না। তবে আগামী মাসে আসার কিছু পরিকল্পনা রয়েছে।”

এদিকে চলতি হিসাব ঘাটতির উপর চাপ কমাতে অপ্রয়োজনীয় আমদানিতে কোনও বিধিনিষেধ আরোপের পরিকল্পনা রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে গোয়েল স্পষ্ট জানান, আপাতত তেমন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না।

তিনি বলেন, “এই মুহূর্তে এ ধরনের কোনও পরিকল্পনা নেই। তবে আমদানিনির্ভর পণ্যের ক্ষেত্রে খরচের বিষয়ে আরও সচেতন হতে দেশের নাগরিকদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।”

জ্বালানি উৎসে বৈচিত্র্য ও কৌশলগত সম্পর্ক জোরদারে ভারতের পদক্ষেপ আরও স্পষ্ট: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২১ মে (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সাম্প্রতিক বহু-দেশ সফর ভারতের জ্বালানি উৎসে বৈচিত্র্য আনা, কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও গভীর করা এবং মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টাকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরেছে বলে এক সংবাদ প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর নেতৃত্বে মার্কিন বিদেশনীতি বদলের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী মোদির নেদারল্যান্ডস ও সুইডেন সফর বৃহত্তর ইউরোপ-কেন্দ্রিক কূটনৈতিক উদ্যোগের অংশ। এই সফরসূচিতে নরওয়ে এবং ইতালি-ও অন্তর্ভুক্ত ছিল।রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ইউরোপ সফরের পথে প্রধানমন্ত্রী মোদির সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কারণ, সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরশাহী পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন-এর উৎপাদন কোটার কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসেছে। এর ফলে দেশটি তেল উৎপাদন বাড়ানো এবং ভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সরবরাহ চুক্তিতে আরও নমনীয়তা পেয়েছে।ভারত ও ইউএই-র মধ্যে একাধিক কৌশলগত জ্বালানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে ইন্ডিয়ান স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভস লিমিটেড এবং আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি-র মধ্যে সম্প্রসারিত চুক্তি অন্যতম। এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতের কৌশলগত মজুতে ইউএই-এর অপরিশোধিত তেলের সরবরাহ ৩ কোটি ব্যারেলে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এছাড়াও ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন ও এডিএনওসি-এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) সরবরাহ চুক্তিও আরও শক্তিশালী হয়েছে। একইসঙ্গে ভারতে কৌশলগত গ্যাস সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।শুধু তেল-গ্যাস নয়, দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা এখন বন্দর উন্নয়ন, সবুজ হাইড্রোজেন এবং অসামরিক পারমাণবিক শক্তির মতো উদীয়মান ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হচ্ছে। এর মাধ্যমে নয়াদিল্লি ও আবুধাবির মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক আরও দৃঢ় হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং ইউএই প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান বৈঠকে একটি সমন্বিত জ্বালানি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগের ওপর জোর দেন। দুই দেশের নেতারা ভারতে ইউএই সংস্থাগুলির ৫০০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ ঘোষণাকেও স্বাগত জানান। এর মধ্যে রয়েছে আবুধাবি বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ-এর বিনিয়োগ এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত প্রকল্পে আর্থিক অংশগ্রহণ।এছাড়াও কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড এবং দুবাই-ভিত্তিক ড্রাইডকস ওয়ার্ল্ড-এর মধ্যে গুজরাটের ভাদিনারে একটি শিপ রিপেয়ার ক্লাস্টার গড়ে তুলতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর দফতরের বিবৃতি অনুযায়ী, দুই দেশ জ্বালানি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, ফিনটেক, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে একমত হয়েছে।

এছাড়া ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরাত ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (সিইপিএ)-এর সাফল্যের কথাও তুলে ধরা হয়েছে, যার ফলে ভারত-ইউএই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

মোদির ৫-দেশ সফরে বিশ্বমঞ্চে ভারতের অপরিহার্য্য শক্তি হিসেবে অবস্থান আরও সুদৃঢ়: বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২১ মে (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (ইউএই), নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে এবং ইতালি সফরকে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছে বিজেপি। দলের দাবি, এই পাঁচ-দেশ সফরের মাধ্যমে কৌশলগত, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের জাতীয় স্বার্থকে শক্তিশালী করবে।

বিজেপির জাতীয় তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গের সহ-প্রভারি অমিত মালব্য তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত এখন আর শুধুমাত্র একটি বৃহৎ বাজার হিসেবে বিবেচিত হয় না, বরং ভবিষ্যতের বিশ্বব্যবস্থায় একটি নির্ভরযোগ্য, প্রভাবশালী ও অপরিহার্য্য শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে যখন পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত, সরবরাহ শৃঙ্খল সংকট এবং ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তখন এই সফর ভারতের বিশ্বাসযোগ্য ও স্থিতিশীল অংশীদার হিসেবে অবস্থানকে আরও জোরদার করেছে বলে দাবি করেন তিনি।

মালব্য জানান, ইউএই সফরে অপরিশোধিত তেল, এলএনজি এবং কৌশলগত পেট্রোলিয়াম ভাণ্ডার নিয়ে সহযোগিতা আরও গভীর হয়েছে। এর ফলে হরমুজ প্রণালিকে কেন্দ্র করে অস্থিরতার মধ্যেও ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী হবে। পাশাপাশি ভারতের কৌশলগত তেল সংরক্ষণে ইউএই-এর অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হয়েছে।

ইউরোপ সফর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে সেমিকন্ডাক্টর, চিপ উৎপাদন এবং সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে সম্পর্ক আরও জোরদার হয়েছে।

সুইডেনকে ভারতের ডিজিটাল রূপান্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে তুলে ধরে তিনি জানান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ৬জি টেলিকম গবেষণা এবং উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থায় দুই দেশের সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রকও জানিয়েছে, এই সফরের মাধ্যমে উন্নত ইউরোপীয় প্রযুক্তি এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের সংযুক্তি আরও বাড়ানোর জন্য একাধিক বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

নরওয়েতে অনুষ্ঠিত ভারত-নর্ডিক শীর্ষ সম্মেলনে সবুজ জাহাজ চলাচল, আর্কটিক গবেষণা এবং ব্লু ইকোনমি-সহ ভবিষ্যতমুখী নানা ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান মালব্য।

ইতালি সফরে ভারত-ইতালি সম্পর্ককে ‘বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বে’ উন্নীত করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদন, মহাকাশ প্রযুক্তি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ এবং ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর নিয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়েছে।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী মোদি ইউরোপ ও নর্ডিক অঞ্চলের শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করে ভারতকে বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং নির্ভরযোগ্য উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে আরও শক্তিশালীভাবে তুলে ধরেছেন বলে বিজেপির দাবি।বিজেপির মতে, এই সফরের মূল বার্তা হলো বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলের বিকল্প ব্যবস্থায় ভারত এখন কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিচ্ছে এবং একটি গণতান্ত্রিক ও নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে ভবিষ্যতের বিশ্বব্যবস্থা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শ্মশান বন্ধু

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

রবির মা মারা গিয়েছে। এমনিতেই মাঘ মাসের শীত, তার উপর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। কথায় বলে, মাঘের যারে মোষের শিং নড়ে। আর বেশ কদিন ধরে শীতের ঝড়ো ইনিংসে কাহিল আট থেকে আশি সকলেই। গ্রামের লাল রাস্তা শেষেই রয়েছে মাঠ। মাঠের একপ্রান্তে রয়েছে কবরস্থান অন্যদিকে রয়েছে শ্মশান।

বেশ কয়েক বছর ধরেই রবির মা মিনাদেবী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ভুগছিলেন। ছেলে শহরের কারখানায় কাজ করে কোনরকমে মা আর ছেলের সংসার চালাচ্ছিল। কিন্তু ক্যান্সারের মতোন মরণ ব্যাধির চিকিৎসা করাতে গিয়ে কোথাও যেন হাঁপিয়ে উঠছিল রবি। বারে বারে কলকাতায় গিয়ে কেমো করাতে গিয়ে চিন্তায় একপ্রকার রাতের ঘুম উঠেছিল রবির। স্বত্তজাতিরাই যেখানে শত্রু সেখানে রবির হা পিতেস করা ছাড়া আর আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখের জল মোছা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। নিজের কাকা জেঠারা ন্যূনতম খোঁজ খবর নেয় না। তাছাড়া মিনা মাসি, গীতা কাকিমারা বাড়ি আসা যাওয়া তো দূরের বিষয় একপ্রকার ফোনে খোঁজ খবর নেওয়াও বন্ধ করে দেয়। সাহায্য করা তো দূরের বিষয়, পাছে ক্যান্সার যদি ফোনের মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে তাই ফোন করাও একপ্রকার তাঁরা বন্ধ করে দেয়।

একচিলতে ছিটে বেড়ার ঘরে কোনরকমে মাকে নিয়ে রবির সংসার। রবি কাজে যাবে, তাই অসুস্থ শরীর নিয়ে মা মিনাদেবী কোনরকমে ভাত রেঁধে দেয়। আরে একেই তো বলে নাড়ির টান। ঘরের দাওয়ায় বসে মনে মনে আকাশ কুসুম চিন্তা করছে রবি যে সামনের সপ্তাহে মায়ের কেমোটা কিভাবে করাবে। কীভাবে এতো কম সময়ে অতগুলো টাকা জোগাড় করে মায়ের চিকিৎসার খরচ বহন করবে। আর ঠিক এমন সময়ই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো রবির পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রহিম চাচা। আরে চিন্তা কী আমি তো আছি, একমুখ দাড়ি নিয়ে হেসে উত্তর। রহিম চাচার বাস গ্রামেরই পশ্চিম পাড়ায়। ছোট্ট এক দর্জির দোকান আছে। পরিবার বলতে তিন মেয়ে ও স্ত্রী। কোনরকমে দিন চলে গেলেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন তিনি। আর কারোর আপদ বিপদ হলেই সবার আগে রহিম চাচা হাজির। দুই মেয়ের আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছোট মেয়ের বিয়ের জন্য বানানো কানের দুল বিক্রি করে রবির হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বলে যা এটা দিয়ে মায়ের কেমো করিয়ে আন। না আজ আর মা নেই, পরে রয়েছে তার নিথর দেহ। স্বত্তজাতিদেরও দেখা নেই, কিন্তু সেই দাড়ি ভর্তি রহিম চাচা আগেই এসে হাজির। আজ দোকান বন্ধ রেখেই রহিম চাচা ছুটে এসেছে রবির বাড়ি। ছুটে গিয়েছে শ্মশানেও। দাহকার্য সম্পন্ন হয়ে যাবার পর, রহিম চাচার হাত ধরে রবির আর্জি তোমার এই ঋণ জীবনেও ভুলবো না। কারণ তুমি যে আমার শ্মশান বন্ধু।

গরমের সকালে শরীর ও পেট ঠান্ডা রাখতে দই স্যান্ডউইচ

গরমের সকালে শরীর ও পেট ঠান্ডা রাখতে দই স্যান্ডউইচের জুড়ি মেলা ভার। পুষ্টিগুণে ভরপুর এই খাবারটি যেমন সুস্বাদু, তেমনই চটজলদি বানিয়ে নেওয়া যায়। অফিসে টিফিন বা সকালের জলখাবারের জন্য এটি একটি আদর্শ ও স্বাস্থ্যকর বিকল্প হতে পারে।

তীব্র গরমে সকাল থেকেই যেন এনার্জি হারিয়ে যেতে থাকে। এই সময়ে শরীর হাইড্রেটেড রাখতে প্রয়োজন হালকা এবং পুষ্টিকর জলখাবার। মাত্র ১০ মিনিটে তৈরি এই দই স্যান্ডউইচ সকালের জন্য একদম উপযুক্ত।

এই পদটি তৈরি করতে লাগবে চার স্লাইস পাউরুটি এবং এক কাপ ঘন টক দই। সঙ্গে রাখুন কুচানো শসা, টমেটো, পেঁয়াজ, ধনেপাতা ও মাখন। স্বাদের জন্য লাগবে নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, ভাজা জিরে গুঁড়ো এবং পুদিনার চাটনি।

প্রথমে একটি বড় পাত্রে ঘন টক দইটি নিয়ে নিতে হবে। এবার একটি চামচ বা হুইস্কের সাহায্যে দইটিকে সামান্য ফেটিয়ে নিন। দই যত মসৃণ হবে, স্যান্ডউইচের স্বাদ ততই খোলতাই হবে।

দই ফেটানো হয়ে গেলে অন্য একটি পাত্রে সবজিগুলো তৈরি করে রাখুন। শসা ভালো করে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে গ্রেট করে নিতে হবে। এর সঙ্গে পেঁয়াজ, টমেটো এবং ধনেপাতা কুচিয়ে আলাদা রেখে দিন।

এবার ফেটানো দইয়ের মধ্যে গ্রেট করা শসা ও কুচানো সবজিগুলো দিয়ে দিন। এর সঙ্গে পরিমাণমতো নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো এবং ভাজা জিরে গুঁড়ো মেশাতে হবে। সমস্ত উপকরণ চামচ দিয়ে ভালো করে মেখে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন। এবার স্যান্ডউইচ তৈরির পালা, যার জন্য দুটি পাউরুটি নিতে হবে। একটি পাউরুটির স্লাইসে সামান্য পুদিনার চাটনি ভালো করে মাখিয়ে নিন। তার ওপর অন্তত দু-চামচ তৈরি করে রাখা দইয়ের মিশ্রণটি সমানভাবে ছড়িয়ে দিন। অন্য পাউরুটির স্লাইসটিতে সামান্য হলুদ মাখন মাখিয়ে নিতে হবে। এবার মাখন লাগানো স্লাইসটি দিয়ে দইয়ের মিশ্রণ ঢাকা পাউরুটিটি চেপে দিন। চাইলে ওপর থেকেও সামান্য মাখন ব্রাশ করে নিন।

এবার স্যান্ডউইচ মেকারে সামান্য মাখন দিয়ে পাউরুটি দুটি টোস্ট করে নিন। হালকা সোনালি এবং মুচমুচে হয়ে এলে এটি স্যান্ডউইচ মেকার থেকে নামিয়ে নিন। মাঝখান থেকে কোণাকুণি কেটে পুদিনা ও ধনেপাতার চাটনির সঙ্গে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

কম জায়গাতেই টবে ফলবে কিছু ফল ইনডোর গার্ডেনিং এখন আর শুধু বাহারি পাতা বা পাতাবাহার উদ্ভিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। শহুরে জীবনে ফ্ল্যাটের চার দেওয়ালে বা ছোট্ট বারান্দাতেই এখন অনেকে তৈরি করছেন ফলের বাগান। সঠিক পরিচর্যা আর পর্যাপ্ত আলো পেলে কিছু বামন বা "ডোয়ার্ফ" প্রজাতির ফলের গাছ ঘরের ভেতরেই চমৎকারভাবে বেড়ে উঠতে পারে। ঘরের সৌন্দর্য বাড়ানোর পাশাপাশি বাড়িতেই মিলবে পছন্দের ফল।

শহুরে ফ্ল্যাটের চার দেওয়ালে কিংবা একচিলতে বারান্দায় এখন অনেকেই সবুজের ছোঁয়া রাখছেন। তবে ইনডোর গার্ডেনিং এখন আর শুধু বাহারি পাতা বা ইনডোর প্ল্যান্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সামান্য যত্ন আর সঠিক পরিকল্পনা থাকলে ঘরের ভেতরেই এখন ফলানো

ইনডোর গার্ডেনিংয়ের তালিকায় সবার ওপরে থাকবে বামন বা

ডোয়ার্ফ প্রজাতির লেবু গাছ। এই গাছগুলো ঘরের টবে খুব সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং এর ফুল ও ফলের সুবাস ঘরকে সতেজ রাখে। বারান্দা বা ঘরের যে কোণে সবচেয়ে বেশি রোদ আসে, সেখানে এই গাছটি রাখলে ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব।

টবে চাষ করার জন্য ডোয়ার্ফ ফিগ বা ডুমুর গাছ অত্যন্ত উপযোগী একটি বিকল্প। ঘরের উজ্জ্বল জানলার পাশে বা রোদে ভরা বারান্দায় এই গাছ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এর বড় বড় আলংকারিক পাতা ঘরের সৌন্দর্য যেমন বাড়ায়, তেমনই সঠিক পরিচর্যা করলে এতে সুস্বাদু ফলও ধরে।

মেডিটেরেনিয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অলিভ বা জলপাই গাছ ঘরের ভেতর এক ধরনের অভিজাত আবহ তৈরি করে। এর রুপোলি- সবুজ পাতার বাহার ঘর সাজানোর জন্য দারুণ জনপ্রিয়। ঘরের ভেতরে এই গাছে প্রচুর ফল না এলেও, এর চমৎকার গঠনশৈলী ইনডোর প্ল্যান্ট হিসেবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের ফল পেয়ারা হলেও, এর বামন প্রজাতিগুলো কিন্তু ঘরের টবের জন্য একদম আদর্শ। বড় টবে এই গাছ লাগিয়ে রোদে ভরা বারান্দা কিংবা ছাদে রেখে দিলে চমৎকার বৃদ্ধি হয়। নিয়মিত ছাঁটাই এবং পর্যাপ্ত তপ্ত রোদ পেলে এই গাছ থেকে সহজেই মিষ্টি পেয়ারা পাওয়া সম্ভব। উজ্জ্বল লাল ফুল আর চমৎকার ফলের জন্য ডোয়ার্ফ বেদানা বা ডালিম গাছ অনেকেরই বেশ পছন্দের। এই ছোট আকৃতির গাছগুলো ঘরের টবে বা ব্যালকনিতে খুব সহজেই মানিয়ে যায়। গাছে প্রচুর ফল না আসলেও, এর রঙিন ফুলের মেলা ঘরের পুরো রূপটাই বদলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইনডোর সাইট্রাস প্ল্যান্ট হিসেবে ক্যালামন্ডিন অরেঞ্জ বা চায়না কমলার জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। ছোট আকৃতির এই গাছটিতে একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ছোট ছোট কমলা ও সুগন্ধি সাদা ফুল ফোটে। সারা বছর ঘরে কমলার সতেজ গন্ধ ধরে রাখতে এই গাছটি জানলার পাশে রাখাই শ্রেয়। ঘরের ভেতরে ফলের গাছ করার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য এবং সঠিক নিয়মে জল ও আলোর ভারসাম্য বজায় রাখা। গাছের আকার নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত ডালপালা ছাঁটাই করা অত্যন্ত জরুরি। একটু বাড়তি যত্নেই আপনার বসার ঘর বা বারান্দা হয়ে উঠতে পারে মিনি ফলের বাগান।

গ্রীষ্মকালে ফ্রিজ ছাড়াই খাবার তাজা রাখার ম্যাজিক টিপস

গ্রীষ্মকাল এলেই গৃহিণীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। চড়া রোদের কারণে রান্নাঘর থেকে নামাতে না নামাতেই যেন তরকারিতে টক গন্ধ হয়ে যায়! অনেক সময় রাতের জন্য একটু বেশি রান্না করলেই তা নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে। তীব্র গরমে ব্যাকটেরিয়ার উপদ্রব এতটাই বেড়ে যায় যে, সামান্য অসাবধানতাতেই পছন্দের পদটি টক হয়ে মুখ নষ্ট করে। কিন্তু কিছু সহজ ঘরোয়া কৌশল জানা থাকলে এই মারাত্মক গরমেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাবার একদম ফ্রেশ ও পুষ্টিকর রাখা সম্ভব। আসুন জেনে নেওয়া যাক খাবার ভালো রাখার সেই ম্যাজিক টিপস। আজকাল ঘরে ঘরে ফ্রিজ থাকলেও অনেক সময়ই লোডশেডিং বা অন্য কোনও সমস্যায় তা কাজ করে না। যাদের বাড়িতে ফ্রিজ নেই, তারা একটি বড় গামলায় ঠান্ডা জল ঢেলে তার মধ্যে খাবারের বাটিটি বসিয়ে রাখতে পারেন। এই প্রাচীন ও প্রমাণিত পদ্ধতিতে খাবার দীর্ঘক্ষণ ঠান্ডা থাকে এবং ব্যাকটেরিয়া সহজে আক্রমণ করতে পারে না। তবে খাবার ফ্রিজে রাখার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু নিয়ম রয়েছে। গরম খাবার কখনোই সরাসরি ফ্রিজে ঢোকানো উচিত নয়, এতে ফ্রিজের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে খাবার আরও দ্রুত নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। রান্না সম্পূর্ণ ঠান্ডা হওয়ার পরেই তা ফ্রিজে তোলা বুদ্ধিমানের কাজ। অনেকেরই অভ্যাস থাকে দুপুরের বেঁচে যাওয়া তরকারির সঙ্গে রাতের তৈরি নতুন খাবার একসঙ্গে মিশিয়ে গরম করে নেওয়া। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ভুলটি ভুলেও করবেন না। বাসি খাবারের সুপ্ত ব্যাকটেরিয়া নিমেষের মধ্যে নতুন খাবারটিকেও বিষাক্ত করে তোলে, যা খেলে পেটের সমস্যা বা ফুড পয়জনিং হওয়া নিশ্চিত। এছাড়া বারবার খাবার গরম করার অভ্যাসও ত্যাগ করতে হবে, কারণ এতে খাবারের আসল পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য সর্বদা টাটকা খাবার তৈরি করাই শ্রেয়। খাবার ভালো রাখার অন্যতম বড় গোপন ট্রিকস হল পাত্র পরিবর্তন। যে কড়াই বা পাত্রে রান্না হয়েছে, খাওয়ার পর বাকি অংশটি ধুয়ে রাখা অন্য একটি পরিষ্কার ও শুকনো পাত্রে ঢেলে রাখুন। এর সঙ্গে আরেকটি বিষয়ে কড়া নজর দিতে হবে, খাবার তোলার সময় সবসময় শুকনো এবং পরিষ্কার চামচ ব্যবহার করুন। হাত বা এঁটো চামচ লাগলে খাবার বেশিক্ষণ ভালো থাকবে না। আর রান্না শেষ হওয়ার এক থেকে দুই ঘণ্টার মধ্যেই দুপুরের বা রাতের আহার সেরে ফেলা সবচেয়ে নিরাপদ। কারণ এই সময়ের পর থেকেই বাতাসে থাকা জীবাণু খাবারে বাসা বাঁধতে শুরু করে।

খাবার নষ্ট হয়েছে বুঝবেন কীভাবে? খাবারের স্বাদ হঠাৎ বদলে যাওয়া বা টক ভাব চলে আসা হল নষ্ট হওয়ার প্রাথমিক লক্ষণ। ডাল বা ঝোলজাতীয় খাবার নষ্ট হয়ে গেলে তা থেকে একটি তীব্র টক বা অদ্ভুত দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করে। এছাড়া যদি ঝোলের ওপর কোনও সাদা আস্তরণ, বুদবুদ কিংবা ছত্রাক দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে সেটি খাওয়ার অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। সুস্থ থাকতে এক দিনের বেশি পুরনো বাসি খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকাই ভালো।

কাঁচা আমের ঠান্ডা পানীয়

খুব সহজেই ঘরে বসেই বানিয়ে নিতে পারেন কাঁচা আমের মজাদার এক পানীয়। যা গরমে এনে দেবে স্বস্তি। এই পানীয় তৈরিতে লাগে কাঁচা আম, চিনি, সাবু, বিটলবণ, পুদিনা পাতা আর বরফ। চাইলে বাড়তি স্বাদের জন্য আইসক্রিমও ব্যবহার করা যায়।

প্রথমে সাবু ভালো করে গুঁড়া করে নিতে হবে। এরপর কাঁচা আম টুকরো করে অল্প জলে সেদ্ধ করে ব্লেন্ড করে মসৃণ মণ্ড বানাতে হবে। এই মণ্ডের কিছু অংশ সাবুর গুঁড়া ও সামান্য চিনির সঙ্গে মিশিয়ে ডো তৈরি করতে হবে। তারপর ছোট ছোট বল বানিয়ে ফুটন্ত জলে কয়েক মিনিট সেদ্ধ করে তুলে রাখতে হবে। বাকি আমের মণ্ডের সঙ্গে জল, চিনি, বিটলবণ ও পুদিনা পাতা মিশিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। একটি গ্লাসে আগে আমের বল ও বরফ দিয়ে তার ওপর এই পানীয় ঢেলে পরিবেশন করতে হবে।

যারা একটু ভিন্ন স্বাদ চান, তারা আইসক্রিমের সঙ্গে আমের মণ্ড মিশিয়ে ব্লেন্ড করে নিতে পারেন। এতে পানীয়টি আরও ঘন ও সুস্বাদু হবে।

সব মিলিয়ে, খুব সহজ উপকরণে ঘরেই তৈরি এই পানীয় গরমের দিনে এনে দেবে প্রশান্তি আর স্বাদের ভিন্নতা।

গ্রীষ্মের মরশুমে ফলের রাজা আম

গ্রীষ্মের মরশুমে ফলের রাজা আমের সঙ্গে যদি মিষ্টির মেলবন্ধন ঘটে, তবে কেমন হয়? বাঙালির অত্যন্ত প্রিয় ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি দইয়ের এক্কেবারে আধুনিক ও জনপ্রিয় রূপ হল এই 'আম ভাপা দই'। অত্যন্ত সিল্কি, স্মুথ এবং জিভে জল আনা এই ডেজার্টটি এখন ঘরেই বানিয়ে নেওয়া সম্ভব কোনও ঝামেলা ছাড়াই।

এই স্বর্গীয় স্বাদের মিষ্টি তৈরি করতে আপনার রান্নাঘরে খুব বেশি উপকরণের প্রয়োজন পড়বে না। মূলত জল ঝরানো ঘন টক দই, এক কাপ পাকা আমের মিষ্টি পাল্প বা বাটা অংশ এবং পৌনে এক কাপ কনডেন্সড মিল্ক লাগবে। এছাড়া স্বাদ ও সুগন্ধ আরও বাড়াতে সামান্য এলাচ গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন। পারফেক্ট ভাপা দই তৈরির প্রথম এবং প্রধান শর্ত হল দইয়ের জল একেবারে নিঙড়ে নেওয়া। এর জন্য একটি বড় পাত্রের ওপর ছাঁকনি রেখে, তাতে সুতির পরিষ্কার পাতলা কাপড় বিছিয়ে ৭৫০ গ্রাম টক দই ঢেলে দিতে হবে। তারপর কাপড়টি ভালো করে পুঁটলি বেঁধে ভারী কোনও জিনিস দিয়ে চেপে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন। নির্দিষ্ট সময় পর ফ্রিজ থেকে বের করলেই পেয়ে যাবেন একদম চাক বাঁধা ঘন চাক্কা দই বা হাং কার্ড। এবার মিক্সিতে পাকা আমের টুকরোগুলো দিয়ে কোনও জল ছাড়াই একটি মসৃণ পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে। লক্ষ্য রাখবেন যেন আমের মধ্যে কোনও আঁশ বা দলা না থেকে যায়। এবার একটি বড় পাত্রে জল ঝরানো ঘন টক দই এবং আমের পেস্ট একসঙ্গে নিয়ে খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণটি মসৃণ হয়ে এলে তাতে কনডেন্সড মিল্ক এবং সামান্য এলাচ গুঁড়ো যোগ করুন। এবার একটি উইস্ক বা চামচ দিয়ে পুরো মিশ্রণটি আবার ফেটান, যতক্ষণ না এটি ক্রিমের মতো টেক্সচার পাচ্ছে।

যে পাত্রে দই জমাবেন, সেটিতে সামান্য মাখন বা ঘি মাখিয়ে নিচে একটি বাটার পেপার বিছিয়ে দিন। এবার তৈরি করা দই-আমের মিশ্রণটি ওই পাত্রে ঢেলে ওপরটা সমান করে নিন। এরপর পাত্রের মুখটি একটি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পেপার দিয়ে খুব ভালো করে চারপাশ থেকে সিল করে দিতে হবে। গ্যাসে একটি ইডলি মেকার বা কড়াইয়ে জল দিয়ে স্ট্যান্ড বসিয়ে স্টিমারটি রেডি করুন। এবার ফয়েল পেপার দিয়ে ঢাকা দইয়ের পাত্রটি সাবধানে ওই স্ট্যান্ডের ওপর বসিয়ে দিন। কড়াই বা স্টিমারের ঢাকনা বন্ধ করে মাঝারি আঁচে ঠিক ২০ মিনিট ভাপে বা স্টিমে রান্না হতে দিন। নির্দিষ্ট সময় পর আঁচ বন্ধ করে পাত্রটি নামিয়ে ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ঠান্ডা করে নিন। এরপর পাত্রটি না খুলেই ৩ ঘণ্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দিন সেট হওয়ার জন্য। ফ্রিজ থেকে বের করে প্লেটে উল্টে দিলেই তৈরি সিল্কি স্মুথ আম ভাপা দই; ওপর থেকে আমের কিউব ও ড্রাই ফ্রুটস ছড়িয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

চুল পড়া রুখতে ঘরোয়া উপায়েই মিলবে মুক্তি

গরমে মাথার ত্বকে ছত্রাকের সংক্রমণ একটি অত্যন্ত পরিচিত সমস্যা। ঘাম এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে চুলের গোড়ায় ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস বাসা বাঁধে, যার ফলে সাধারণ শ্যাম্পু ব্যবহারে সবসময় মুক্তি মেলে না। তবে কয়েকটি সহজ প্রাকৃতিক ঘরোয়া উপায়ের মাধ্যমে কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই এই ইনফেকশন পুরোপুরি সারিয়ে তোলা সম্ভব। তীব্র গরমে ঘাম এবং আর্দতার কারণে মাথার ত্বকে ছত্রাক বা ফাঙ্গাস জন্ম নিতে পারে। ঘাম যখন চুলের গোড়ায় বসে শুকিয়ে যায়, তখন সেখানে ব্যাকটেরিয়ার বংশবিস্তারের আদর্শ পরিবেশ তৈরি হয়। আর এই ছত্রাক একবার বংশ বিস্তার করতে শুরু করলে অচিরেই মুঠো মুঠো চুল উঠতে শুরু করবে মাথা থেকে।

মাথার ত্বকের এই ইনফেকশন দূর করতে নিম পাতার ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। নিমের অ্যান্টি-ফাঙ্গাল ও অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণাগুণ সংক্রমণের হাত থেকে চুলকে রক্ষা করে। এক মুঠো নিম পাতা জলে ফুটিয়ে সেই জল ঠান্ডা করে শ্যাম্পুর পর মাথা ধুয়ে নিলে দ্রুত উপকার পাওয়া যায়। ছত্রাকের সংক্রমণ রুখতে এবং খুশকি দূর করতে আপেল সাইডার ভিনেগার দারুণ কাজ দেয়। এটি মাথার ত্বকের পিএইচ ভারসাম্য বজায় রাখতে সরাসরি সাহায্য করে। এক কাপ জলে দুই টেবিল চামচ আপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে স্নানের শেষ ধাপে এটি দিয়ে মাথা ধুয়ে নিন।

প্রাকৃতিক অ্যান্টি-সেপটিক হিসেবে টি-ট্রি অয়েলের কার্যকারিতা অতুলনীয়। নারকেল তেলের সঙ্গে ২-৩ ফোঁটা টি-ট্রি অয়েল মিশিয়ে আক্রান্ত জায়গাটিতে ভালো করে ম্যাসাজ করুন। এটি মাথার ত্বকের গভীরে গিয়ে ছত্রাক নষ্ট করতে সরাসরি সাহায্য করে।

লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিড এবং আদার অ্যান্টি-ফাঙ্গাল উপাদান ছত্রাক দূর করতে অন্যতম সেরা ঘরোয়া উপায়। সমপরিমাণ লেবুর রস ও আদার রস একসঙ্গে মিশিয়ে মাথায় মেখে নিন। মিনিট ১৫ পর পরিষ্কার জলে মাথা ধুয়ে ফেললে তফাতটা নিজেই বুঝতে পারবেন।

প্রাকৃতিক চিকিৎসার পাশাপাশি এই গরমে জীবনযাত্রাতেও কিছু জরুরি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। গরম থেকে ফিরেই কখনও ভেজা চুল বাঁধবেন না, এতে ফাঙ্গাস আরও দ্রুত ছড়ায়। অন্যের চিরুনি, তোয়ালে বা টুপি ব্যবহার করা থেকে এই সময়ে পুরোপুরি বিরত থাকুন।

গরমে বাইরে থেকে ফিরে ঘাম শুকানোর পর অবশ্যই পরিষ্কার জলে মাথা ধুয়ে নেওয়া অভ্যাস করুন। ঘরোয়া এই পদ্ধতিগুলো নিয়মিত অনুসরণ করলে কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই মাথার ত্বকের ছত্রাক সংক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তবে সমস্যা গুরুতর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ঘরোয়া উপাদানের সঠিক ব্যবহারে চুলের গোড়া শক্ত হবে এবং সংক্রমণের ভয়ও কেটে যাবে। তাই এই তীব্র গরমেও চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে আজ থেকেই নিয়মগুলি মেনে চলা শুরু করুন। সঠিক যত্নেই ফিরবে আপনার চুলের হারানো জেল্লা ও স্বাস্থ্য।

বাড়ির বারান্দার টবেই ফলবে লঙ্কা, ফুটবে জুঁই

শহরের ব্যস্ত জীবনে এক টুকরো সবুজ নিমেষেই মন ভালো করে দেয়। বিশাল ছাদ না থাকলেও ছোট্ট বারান্দাতেই খুব সহজে তৈরি করা যায় শখের বাগান। এই গরমে টবের মাটিতেই ফলানো সম্ভব টাটকা লঙ্কা আর সুগন্ধি জুঁই। লঙ্কা গাছ বসানোর প্রথম ধাপ হল সঠিক বীজ নির্বাচন করা। পাকা লাল লঙ্কার শুকনো বীজ সাধারণ নার্সারি বা বাড়ির রান্নাঘর থেকেই নিয়ে নিন। ছোট টবে ঝুরঝুরে মাটি তৈরি করে বীজ পুঁতে দিলে কয়েক দিনেই চারা উঁকি দেবে।

চারাগাছ একটু বড় হলে জল বেরনোর ছিদ্রযুক্ত একটি বড় টবে সেটি সরিয়ে ফেলতে হবে। লঙ্কা গাছের জন্য দিনে অন্তত ছয় ঘণ্টা রোদ প্রয়োজন, তবে সরাসরি কড়া রোদে রাখা উচিত নয়। মাটি শুকিয়ে গেলে তবেই জল দিতে হবে, কারণ অতিরিক্ত জল গাছের শিকড় পচিয়ে দিতে পারে।

গাছে সাদা ফুল আসতে শুরু করলে পটাশিয়াম যুক্ত জৈব সার দেওয়া খুব জরুরি। নাইট্রোজেন সার বেশি দিলে পাতা বাড়ে ঠিকই, কিন্তু লঙ্কার ফলন অনেকটাই কমে যায়। সঠিক যত্ন পেলে দুই থেকে তিন মাসের মধ্যেই গাছে টাটকা কাঁচা লঙ্কা ধরতে শুরু করবে।

গরমের দিনে বারান্দায় স্নিগ্ধ পরিবেশ তৈরি করতে জুঁই ফুলের জুড়ি মেলা ভার। এই গাছের জন্য প্লাস্টিকের বদলে অন্তত ৩০ সেন্টিমিটার গভীর মাটির টব ব্যবহার করা ভালো। মাটির টবে হাওয়া চলাচল ভালো হয় এবং অতিরিক্ত জল সহজেই বাষ্পীভূত হতে পারে। বাগানের মাটি, কিছুটা বালি এবং কম্পোস্ট সার সমপরিমাণে মিশিয়ে মাটি তৈরি করে নিতে হবে। সকালের মিষ্টি রোদ জুঁই গাছের জন্য আদর্শ, তবে দুপুরের প্রখর রোদ থেকে গাছকে অবশ্যই বাঁচান। মাটির ওপরের অংশ শুকিয়ে গেলে তবেই গাছের গোড়ায় নিয়ম করে জল দেওয়া প্রয়োজন।

গাছকে সুস্থ রাখতে এবং বেশি ফুল পেতে নিয়মিত ডাল ছাঁটা বা প্রুনিং করা ভীষণ জরুরি। শুকনো ফুল ও লম্বা ডাল ছেঁটে দিলে নতুন কুঁড়ি আসার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যায়। এতে গাছের ভেতর

হাওয়া চলাচল বাড়ে এবং ছত্রাক সংক্রমণের ভয়ও দূর হয়। গাছে কখনও সাদা মাছির আক্রমণ হলে পাতলা নিম তেল স্প্রে করা যেতে পারে। একটু বুদ্ধি আর নিয়ম মেনে চললে এই গ্রীষ্মে আপনার বাড়ির বারান্দা ভরে উঠবে সবুজে আর ফুলে। রান্নায় মিলবে নিজের গাছের লঙ্কা আর সন্ধ্যায় বাতাসে ভেসে আসবে জুঁইয়ের মিষ্টি সুবাস।

ডাচ নেতাদের উপহারে ভারতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া, ব্লু পটারি থেকে মধুবনী শিল্পকর্ম উপহার দিলেন মোদি

নয়াদিল্লি/আমস্টারডাম, ২১ মে (আইএএনএস): নেদারল্যান্ডস সফরে ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প এবং লোকশিল্পের অনন্য পরিচয় তুলে ধরতে ডাচ নেতৃত্বের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত উপহার প্রদান করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

উপহারের তালিকায় ছিল জয়পুরের বিখ্যাত ব্লু পটারি, মিনাকারি ও কুন্দন অলঙ্কার এবং একটি মধুবনী চিত্রকর্ম। এই প্রতিটি উপহারই ভারতের শিল্পঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক গভীরতার আলাদা দিক তুলে ধরে।

নেদারল্যান্ডসের রাজা উইলেম-আলেকজান্ডারের জন্য প্রধানমন্ত্রী উপহার দেন রাজস্থানের জয়পুরের জিআই-ট্যাগপ্রাপ্ত ব্লু পটারির একটি বিশেষ শিল্পকর্ম। উজ্জ্বল কোবাল্ট নীল, সাদা ও হলুদ নকশার জন্য এই শিল্পবিশেষ বিশ্বজুড়ে পরিচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্লু পটারির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর তৈরির কৌশল। এটি সাধারণ মাটির পাত্রের মতো নয়; বরং কোয়ার্টজ পাউডার, গুঁড়ো কাচ এবং ফুলার্স আর্থের বিশেষ মিশ্রণে তৈরি হয়। এর ফলে শিল্পকর্মে কাচের মতো উজ্জ্বলতা ও স্বচ্ছতা আসে। সূক্ষ্ম ফুল ও পাখির নকশাও এতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

এই শিল্পের সঙ্গে নেদারল্যান্ডসের ঐতিহ্যবাহী ডেলফট ব্লু পটারিরও একটি সাংস্কৃতিক মিল রয়েছে, যা দুই দেশের শিল্প-ঐতিহ্যের প্রতি অভিন্ন শ্রদ্ধাবোধের প্রতীক বলে মনে করা হচ্ছে।

নেদারল্যান্ডসের রানি ম্যাক্সিমার জন্য প্রধানমন্ত্রী উপহার দেন মিনাকারি ও কুন্দন কারুকাজের একজোড়া কানের দুল। রাজস্থানের এই দুই ঐতিহ্যবাহী অলঙ্কার নির্মাণশৈলী ভারতের রাজকীয় শিল্পকলার অন্যতম নিদর্শন।মিনাকারি শিল্পে ধাতুর উপর রঙিন এনামেল কাজ করা হয়, আর কুন্দন পদ্ধতিতে সোনার পাতের সাহায্যে কাটা মূল্যবান পাথর বসানো হয়। এই অলঙ্কারে ব্যবহৃত কমলা ও নীল রঙও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কমলা রং নেদারল্যান্ডসের রাজপরিবার 'হাউস অফ অরেঞ্জ-নাসাউ'-এর প্রতীক, অন্যদিকে নীল রং দেশটির জলসম্পর্কিত ঐতিহ্য ও শান্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত।

ডাচ প্রধানমন্ত্রী রব জেটেনের জন্য প্রধানমন্ত্রী উপহার দেন মাছের নকশাযুক্ত একটি মধুবনী চিত্রকর্ম। ভারত ও নেপালের মিথিলা অঞ্চলের এই লোকশিল্প তার সূক্ষ্ম নকশা ও উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারের জন্য সুপরিচিত।

মধুবনী শিল্প ঐতিহ্যগতভাবে নারীদের হাতে বিকশিত হয়েছে এবং এতে প্রকৃতি, দেবদেবী ও দৈনন্দিন জীবনের নানা বিষয় তুলে ধরা হয়। মাছ, পাখি, ফুল ও গাছের মতো প্রতীক এতে নিয়মিত ব্যবহৃত হয়।

চিত্রকর্মে ব্যবহৃত মাছের নকশা উর্বরতা, সমৃদ্ধি, সৌহার্দ্য ও ইতিবাচক শক্তির প্রতীক। একইসঙ্গে এটি পরিবেশগত ভারসাম্য ও জীবনের ধারাবাহিকতারও প্রতিফলন।

এই শিল্পকর্মের ভাবনা নেদারল্যান্ডসের আফসলাউটডাইক এলাকার 'ফিশ মাইগ্রেশন রিভার' প্রকল্পের সঙ্গেও যুক্ত করা হয়েছে, যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলজ প্রাণীর স্বাভাবিক চলাচল পুনরুদ্ধারে কাজ করছে।

এই বিশেষ উপহারগুলির মাধ্যমে শুধু ভারতের শিল্পঐতিহ্যই নয়, ভারত ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ, সৃজনশীলতা এবং অভিন্ন মূল্যবোধের বার্তাও তুলে ধরা হয়েছে।

পিতার মৃত্যুবার্ষিকীতে গৃহবন্দি সাজ্জাদ লোন, সরব পিপলস কনফারেন্স

শ্রীনগর, ২১ মে (আইএএনএস): পিতা প্রয়াত আব্দুল গনি লোনের ২৪তম মৃত্যুবার্ষিকীর দিন জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে পিপলস কনফারেন্স (পিসি)-এর চেয়ারম্যান সাজ্জাদ গনি লোনকে গৃহবন্দি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার এই পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করে দলটি একে 'অগণতান্ত্রিক' বলে অভিহিত করেছে।

পিপলস কনফারেন্সের এক মুখপাত্র জানান, দলের প্রধানকে গৃহবন্দি করে রাখা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী।

উল্লেখ্য, ২০০২ সালের ২১ মে শ্রীনগরের ঈদগাহ ময়দানে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হন আব্দুল গনি লোন। সেদিন তিনি প্রবীণ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ও প্রধান ধর্মগুরু মিরওয়াইজ মাওলানা মোহাম্মদ ফারুককে শ্রদ্ধা জানাতে সেখানে গিয়েছিলেন। মাওলানা মোহাম্মদ ফারুকও ১৯৯০ সালের ২১ মে শ্রীনগরের নিগিন এলাকার বাসভবনে জঙ্গিদের হাতে নিহত হন।

আব্দুল গনি লোন ১৯৬৭ সালে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন। পরে ১৯৭৮ সালে তিনি 'কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার' দাবিতে পিপলস কনফারেন্স নামে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন গঠন করেন।

অন্যদিকে, মিরওয়াইজ মাওলানা মোহাম্মদ ফারুক মাত্র ১৯ বছর বয়সে হাজরতবল দরগা থেকে পবিত্র নিদর্শন নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের মাধ্যমে নেতৃত্বের ভূমিকায় উঠে আসেন। পরবর্তীতে তিনি অল জম্মু ও কাশ্মীর আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি (এসিসি)-র প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং চেয়ারম্যান হন।

২০১০ সালে মিরওয়াইজ হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে হিজবুল মুজাহিদিন-এর এক জঙ্গিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। পরে ২০২৩ সালে এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে আরও দুই জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানায়, ধৃতদের মধ্যে একজন সরাসরি মিরওয়াইজের শয়নকক্ষে ঢুকে গুলি চালিয়েছিল।

মাওলানা মোহাম্মদ ফারুকের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মিরওয়াইজ উমর ফারুক প্রধান ধর্মগুরু ও আওয়ামি অ্যাকশন কমিটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অন্যদিকে আব্দুল গনি লোনের উত্তরসূরি হন তাঁর ছেলে সাজাদ গনি লোন।

বর্তমানে সাজ্জাদ গনি লোন তাঁর দলের চেয়ারম্যান এবং উত্তর কাশ্মীরের হান্দওয়ারা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিধায়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

'নির্বাচনী পরাজয়ের পর দিশাহীন কংগ্রেস', রাহুলের 'দেশদ্রোহী' মন্তব্যে আক্রমণ গুজরাট বিজেপির

গান্ধীনগর, ২১ মে (আইএএনএস): কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী-র সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে 'দেশদ্রোহী' বলে উল্লেখ করার অভিযোগে রাহুল গান্ধীকে কড়া আক্রমণ করেছে গুজরাট বিজেপি।

গুজরাটের উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি এবং রাজ্যের বন ও পরিবেশমন্ত্রী অর্জুন মোধওয়াডিয়া-সহ একাধিক বিজেপি নেতা কংগ্রেস নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

বিতর্কের সূত্রপাত উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলিতে বুধবার এক জনসভায় রাহুল গান্ধীর বক্তব্যকে ঘিরে। অভিযোগ, বিজেপি ও আরএসএসের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে 'দেশদ্রোহী' বলে উল্লেখ করেন।

রাহুলের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, "আপনারা বাড়ি ফিরে গেলে যখন আরএসএস কর্মীরা আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে এবং নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহর কথা বলবে, তখন তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলবেন আপনার প্রধানমন্ত্রী একজন দেশদ্রোহী, আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একজন দেশদ্রোহী, আপনার সংগঠন দেশদ্রোহী। আপনারা ভারতকে বিক্রি করার কাজ করেছেন। আমাদের সংগঠন, সংবিধান, বি.আর. আম্বেদকর এবং মহাত্মা গান্ধীর উপর আঘাত করেছেন।"

এই মন্তব্যের জবাবে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে হর্ষ সংঘভি বলেন, নির্বাচনে বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে দিশাহীন হয়ে পড়েছে।তিনি দাবি করেন, "জাতীয় স্বার্থের মতো বিষয় নিয়ে ইতিবাচক রাজনীতি করার বদলে কংগ্রেস এখন বিভ্রান্তি, বিরোধিতা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের রাজনীতিতে নেমে এসেছে।" তিনি আরও বলেন, প্রতিরক্ষা, প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সাফল্য সব ক্ষেত্রেই প্রশ্ন তোলা কংগ্রেস রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে অর্জুন মোঢওয়াডিয়া রাহুল গান্ধীর মন্তব্যকে "হতাশা, রাজনৈতিক ব্যর্থতা এবং মানসিক দেউলিয়াত্বের বহিঃপ্রকাশ" বলে অভিহিত করেন।

তাঁর বক্তব্য, "বারবার নির্বাচনী পরাজয় কংগ্রেস নেতৃত্বের বিচারবোধকে প্রভাবিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পর্কে ব্যবহৃত ভাষা অত্যন্ত অশালীন।"তবে বিজেপির এই অভিযোগের বিপরীতে কংগ্রেসের বক্তব্য, তাদের সমালোচনা ব্যক্তিকে নয়, সরকারের নীতি এবং জবাবদিহির উদ্দেশ্যে করা হয়।

টিলাবাজার গ্যাস এজেন্সির বিরুদ্ধে কালোবাজারির অভিযোগে সিলিন্ডার আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ মে: দীর্ঘদিন ধরেই ঊনকোটি জেলার টিলাবাজার গ্যাস এজেন্সির বিরুদ্ধে গ্যাস সিলিন্ডার কালোবাজারির অভিযোগ উঠছিল। তবে এতদিন পর্যন্ত তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ মেলেনি। অবশেষে বুধবার লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা কুবঝার এলাকায় কালোবাজারির অভিযোগে দুটি ই-রিকশা সহ প্রায় ১৪টি গ্যাস সিলিন্ডার আটক করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সিলিন্ডারগুলি সন্দেহজনকভাবে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। খবর পেয়ে মহকুমা শাসক কার্যালয়ের এক ডিসিএম, খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক এবং কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে উদ্ধার হওয়া সিলিন্ডারগুলি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

CORRIGENDUM

Subject: - Extension of bid submission time.

PNIT No: ePT- 03/EE/RD/DMN/DIV/2026-27. Dt- 15/05/2026

The aforesaid PNIT which contains 03 (Three) nos work/ supply was floated in tripuratendres.gov.in on 15/05/2026 and its end date of bidding was 22/05/2026 (up to 4:00 PM).

Now, due to administrative reason the end date of bidding of the said PNIT is hereby extended up to 29/05/2026 (4:00 PM)

Other terms and conditions mentioned in the PNIT will remain unchanged.

ICA/C-522/26

Executive Engineer
RD Dharmanagar Division
Dharmanagar, North Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/10/2026-27 dated: 20/05/2026

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender, in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category for internal electrification works registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	EE-IED/AGT/04/ 2026-27	56,48,670.00	1,12,973.00	365(Three six five) Days
2	EE-IED/AGT/04/ 2026-27	71,09,844.00	1,42,197.00	30(Thirty) days
3	EE-IED/AGT/04/ 2026-27	71,27,136.00	1,42,543.00	90 (Ninety) Days

Last date and time for document downloading and bidding is on 30/05/2026 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 30/05/2026, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings),
Agartala, West Tripura
Contact: 9436925870

ICA/C-532/26

PNIT No.: 01/EE/WRID/AGT /2026-27

Dated, 19/05/2026 The Executive Engineer, Water Resource Investigation Division, Kunjaban, Agartala, Tripura West, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e- tender for the following work:

Name of work: Hiring of 1(One) no. "M &M Bolero/Other equivalent model"

(BS-VI) commercial Petrol/ Diesel vehicle model not earlier than 2025 along with Driver for the office of the Superintending Engineer, State Water Informatics Centre (SWIC), Visveswaraya Complex, Kunjaban, Agartala for the year 2026-27.

1. Estimated Cost: 5,74,080.00
2. Earnest Money:- 11,482.00
3. Time for Completion:-365 (three hundred sixty five) days
4. Bid Fee: 1,000.00
5. Last date & time for online Bidding: 29/05/2026 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-540/26

Executive Engineer
Water Resource Inv. Division,
Kunjaban, Agartala, Tripura

Result Related Notification

Tripura Board of Joint Entrance Examination এর পক্ষ থেকে এই মর্মে জানানো হচ্ছে যে, Tripura Joint Entrance Examination (TJEE) — ২০২৬-এর ফলাফল ২২শে মে, ২০২৬ তারিখ বিকাল ২.৩০ টায় প্রকাশ করা হবে। পরীক্ষার্থীরা বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট https://tbjee.tripura.gov.in/ ভিজিট করে তাদের কমন মেরিট পজিশন দেখতে পারবে।

বিস্তারিত ফলাফল দেখার জন্য পরীক্ষার্থীদের তাদের নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে Registration ID এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগ-ইন করতে হবে।

Chairman
Tripura Board of Joint Entrance Examination

ICA/D-219/26

নারী সুরক্ষার দাবিতে আগরতলায় এসইউসিআই-এর বিক্ষোভ

আগরতলা, ২১ মে : দেশব্যাপী নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করা, ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বুধবার আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করে এসইউসিআই। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সারা দেশে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতারণা, ব্ল্যাকমেইল, জোরপূর্বক অত্যাচার সহ বিভিন্নভাবে নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধীরা আইনের ফাঁক গলে ছাড় পেয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ তোলা হয়।সম্প্রতি রাজস্থানে দুই বোনকে ঘিরে ঘটে যাওয়া হৃদয়বিদারক ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করে এসইউসিআই। অভিযোগ, বড় বোনকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও প্রকাশের ভয় দেখিয়ে দীর্ঘ চার বছর ধরে গণধর্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে মানসিক যন্ত্রণায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেন ওই তরুণী। পরে ছোট বোন পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ায় তাকেও অত্যাচারের শিকার হতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেও আত্মহত্যা করে বলে দাবি সংগঠনের।এই ঘটনার প্রতিবাদে এসইউসিআই-এর সাধারণ সম্পাদক একটি প্রেস বিবৃতি দিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলনের আহ্বান জানান। তারই অংশ হিসেবে আগরতলায় এদিনের বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়।সভা থেকে দাবি জানানো হয়, রাজস্থানের দুই বোনের আত্মহত্যার ঘটনায় জড়িত অপরাধী ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বেটি বাঁচাও' স্লোগানের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরকারের কাছে জবাব দাবি করা হয়।বিক্ষোভ সভায় আরও দাবি তোলা হয় নারীর মর্যাদা রক্ষা ও ধর্ষণ রোধে কঠোর আইন প্রয়োগ, ত্রিপুরার ধলাই জেলা সহ বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যমে অশ্লীল প্রচার বন্ধ, মাদকদ্রব্যের প্রসার রোধে কঠোর পদক্ষেপ এবং নারী পাচার রুখতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদক। তিনি বলেন, "বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক অবনমন, শাসকশ্রেণির মদত এবং মাদকতার বিস্তারের ফলে অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অপরাধীরা সহজেই পার পেয়ে যাচ্ছে। তাই মহিলাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের অপরাধ রুখতে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি।"

রেগার কাজে দুর্নীতির অভিযোগে সরব ওয়াইটিএফ, মধুবন গ্রাম পঞ্চায়েতে চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২১ মে : রেগা প্রকল্পের কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হল তিপ্রা মথার যুবরাজনগর ব্লক কমিটির ওয়াইটিএফ সংগঠন। ঘটনাটি যুবরাজনগর ব্লকের অন্তর্গত মধুবন এডিসি ভিলেজের মধুবন গ্রাম পঞ্চায়েতকে ঘিরে।

সংগঠনের অভিযোগ, বাস্তবে যেখানে মাত্র ৬ থেকে ৭ জন শ্রমিক কাজ করছেন, সেখানে ২০ থেকে ৩০ জন শ্রমিকের নামে মাস্টার রোল তৈরি করা হচ্ছে। পরে শুধুমাত্র ছবি তোলার জন্য অতিরিক্ত লোক জড়ো করা হচ্ছে বলেও দাবি সংগঠনের। এর মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাতের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

ওয়াইটিএফ নেতৃবৃন্দ জানান, বিষয়টি নিয়ে তারা মধুবন গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব এবং রেগা মাস্টারের কাছে জবাবদিহি চাইলেও সন্তোষজনক কোনও উত্তর মেলেনি। অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেননি বলেও দাবি করেন তারা।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও রেগা প্রকল্পের কাজের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। ওয়াইটিএফ সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 12/EE/AGRI/W/2026-27

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in Single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl No.	Name of Work & DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of Opening	Class of Tender
1	Construction of Surface Drain at Mohanpur Flower Park near Swami Vivekananda Mahavidyalaya under Mohanpur. (19/AGRI/EE(WEST-I)/2026-27)	Rs.14,76,485/-	Rs. 29,530/	Upto 28/05/ 2026 at 2.00 PM	At 03.00 Pm 28/05/ 2026	Appropri-ate Class

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

ICA/C-528/26

(Er. Partha Pratim Pal)
Executive Engineer (West Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W Agartala, Tripura (West)

শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের সচেতন করার লক্ষ্যে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে: পশ্চিম জেলার পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের সচেতন করার লক্ষ্যে আজ শ্রম ভবনের কনফারেন্স হলে পশ্চিম জেলাভিত্তিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল এই হলে ইট ভাট্টাগুলিতে শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে ইট ভাটার মালিক। নিয়োগকর্তাদের সচেতন করার লক্ষ্যে এরূপ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই আলোচনাচক্রে শ্রম দপ্তরের যুগ্ম শ্রম কমিশনার বিনয় ভূষণ দাস, শ্রম আধিকারিক, শ্রম পরিদর্শক ছাড়াও মহারাজগঞ্জ, বটতলা, কর্ণেল চৌমুহনি, দুর্গাচৌমুহনি, রেশমবাগান, খয়েরপুর, রাণীরবাজার, বণিক্য চৌমুহনি, কাশিপুর, চন্দ্রপুর, জিরানীয়া প্রভৃতি বাজার থেকে পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায়ীগণ অংশ নেন।

আলোচনার সূচনা করে শ্রম দপ্তরের যুগ্ম শ্রম কমিশনার বিনয়ভূষণ দাস বলেন, সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সের শিশু শ্রমিককে কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে, ইট ভাট্টায় বা বাড়িঘরে নিয়োগ করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। তিনি বলেন, আগে শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা হলে মালিক পক্ষকে সতর্ক করা হতো। কিংবা কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হতো। এখন সরাসরি মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে এফ.আইআর, করা হবে। প্রয়োজনবোধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হবে। তিনি বলেন, শিশু শ্রমিক নিয়োগ করলে মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে ২০ হাজার টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার সংস্থান রয়েছে। ২ বছরের জেলও হতে পারে। তিনি বলেন, শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে মূলত: ব্যবসায়ীদের সচেতন করার জন্যই আজ এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছে। এই আইন ভঙ্গ করলে জেলা প্রশাসনের এনফোর্সমেন্ট টিম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।আলোচনায় অংশ নিয়ে জেলা শ্রম আধিকারিক পার্থ ভট্টাচার্য ইমপ্লিমেন্টেশন অব দ্য চাইল্ড এডুলেসেন্ট লেবার প্রোহিবিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৮৬ নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, শিশু শ্রমিকের বিরুদ্ধে কারও অভিযোগ থাকলে সে ব্যক্তি ১০৯৮ টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করে জানাতে পারেন। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন শ্রম আধিকারিক বাপন সেন এবং বিভিন্ন পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিগণ। সভায় শিশু শ্রমিক ও শ্রম দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন শ্রম পরিদর্শক দীপঙ্কর পাল।

ধর্মনগরে ভয়েস অফ মিডিয়া'র উত্তর জেলা কমিটির বার্ষিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ মে: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর জেলা গ্রন্থাগারের হল রুমে বুধবার অনুষ্ঠিত হল ভয়েস অফ মিডিয়া'র উত্তর জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক কনভেনশন। সাংবাদিকতা, সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক চর্চাকে সামনে রেখে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভয়েস অফ মিডিয়া'র রাজ্য সভাপতি কৌশিক অধিকারী, ভয়েস অফ মিডিয়া'র নর্থ জোন সভাপতি প্রদীপ ঘোষ এবং সাউথ জোনের সভাপতি অজয় পাল সহ রাজ্য কমিটির সদস্য বাপ্পা চক্রবর্তী সহ একাধিক রাজ্য কমিটির সদস্য গন এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক, আইনজীবী হৃষিকেশ নাথ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দিপাল দাস ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা এবং ভয়েস অফ মিডিয়া'র উওর জেলা কমিটির সভাপতি রমেন্দ্র গোস্বামী এবং সম্পাদক সোমা দাস, কোষাধ্যক্ষ উৎসর্গ রায় সহ ভয়েস অফ মিডিয়া'র উওর জেলার একাধিক সদস্য- সদস্যাগণ। বৃক্ষে জলসেচনের মধ্য দিয়ে এদিনের বার্ষিক কনভেনশনের শুভ সূচনা করেন উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিরা।

এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন উত্তর জেলা সম্পাদক সোমা দাস। তিনি সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং সাংবাদিকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয় তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিরা বর্তমান সময়ে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা, দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার গুরুত্ব এবং সমাজের প্রতি গণমাধ্যমের কর্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তারা বলেন, সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে সাংবাদিকদের নিরপেক্ষতা ও সততা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।এদিন ভয়েস অফ মিডিয়া উত্তর জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও শংসাপত্রও তুলে দেওয়া হয় প্রতিযোগীদের হাতে। প্রতিযোগিতায় মোট ৪৭ জন অঙ্কন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে অতিথিরা তাদের সৃজনশীল প্রতিভার প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।সাংবাদিক, সংস্কৃতিপ্রেমী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক প্রাণবন্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়।

ঊনকোটি জেলায় এইচআইভি ও যৌনবাহিত রোগ সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে: আজ ঊনকোটি জেলার দারচই বাজারে "ডিস্ট্রিক্ট এইডস প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্টোল ইউনিট" (ডি.এ.পি.সি.ইউ.)-এর উদ্যোগে একটি বিশেষ সচেতনতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্য এইডস নিয়ন্ত্রণ সমিতির (টি.এস.এ.সি.এস.) ভ্রাম্যমাণ আইসিটিসি ভ্যানের মাধ্যমে এই শিবিরটি পরিচালিত হয়। এই জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল এইচআইভি এবং বিভিন্ন যৌনবাহিত রোগ সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং হাতের নাগালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। উক্ত কর্মসূচিটি ঊনকোটির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং টি.এস.এ.সি.এস.-এর প্রকল্প পরিচালকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায় সম্পন্ন হয়েছে। শিবিরের মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাদের এইচআইভি এবং যৌনবাহিত রোগের ঝুঁকি, প্রতিরোধের উপায় এবং সুচিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আইসিটিসি ভ্যানে কর্মরত চিকিৎসকদের দ্বারা অনেক স্থানীয় মানুষ তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। পাশাপাশি, যারা পরীক্ষা করতে আগ্রহী ছিলেন, তাদের গোপনীয়তা বজায় রেখে কাউন্সেলিং করা হয় এবং প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে জনসচেতনতাই প্রধান হাতিয়ার। দারচই বাজারের মতো প্রত্যন্ত এলাকায় এই ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হলে সাধারণ মানুষ অনেক বেশি সচেতন হবেন এবং কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনে সহায়তা পাওয়া যাবে। আগামী দিনগুলিতেও ঊনকোটি জেলার অন্যান্য প্রান্তে এই ধরণের সচেতনতামূলক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে বলে ডি.এ.পি.সি.ইউ.-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২১ মে: সম্প্রতি কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টিতে সোনামুড়া মহকুমা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া পরিবারদের মধ্যে সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই ঝড় ও বৃষ্টির কারণে গোটা সোনামুড়া মহকুমা এলাকার মধ্যে ১০০ শতাংশ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১টি পরিবারের। আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৪২৮টি পরিবারের বাড়িঘর এবং বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৪৮টি পরিবারের বাড়িঘর। এই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মধ্যে ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করে এখন পর্যন্ত ৯১টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার সরকারি তহবিল থেকে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা টাস্ক ফোর্স কমিটির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে: টিকাকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলা টাস্ক ফোর্স কমিটির এক সভা আজ ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক বিজয় সিনহা। এদিনের সভায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় শিশুদের টিকাকরণের সফলতা কতটুকু তা পর্যালোচনা করা হয়। যেসব এলাকায় ১০০ শতাংশ টিকাকরণ করা যায়নি তার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আলোচনা করা হয়। একজন শিশুও যাতে টিকারণের বাইরে না থাকে এই বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক।এদিনের সভায় হাম ও রুবেলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। হাম ও রুবেলায় আক্রান্ত হওয়ায় সন্দেহজনক ঘটনাগুলির নমুনা সংগ্রহ করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি ভিটামিন "এ" ডোজ যাতে শিশুরা গ্রহণ করে এই বিষয়ে মনিটরিং করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। হাম ও রুবেলা টেস্ট করার জন্য জেলার বিভিন্ন ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের হাম ও রুবেলার কিট দেওয়া হয়। এদিনের সভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দীপক হালদার, জেলার বিভিন্ন হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ।

নিট প্রশ্নফাঁস, মূল্যবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশার প্রতিবাদে সিপিএমের গর্জন

ধর্মনগর, ২১ মে : নিট-২০২৬ পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস কাণ্ড, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালের বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ধর্মনগরে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করল সিপিআই(এম) ।সিপিআই(এম) ধর্মনগর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

দুপুর ১২টায় ধর্মনগর মহকুমা দপ্তর প্রাঙ্গণ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে। এদিনের কর্মসূচিতে বাম নেতৃত্ব ও কর্মীরা পাঁচ দফা দাবিতে সরব হন।

মিছিল থেকে নিট-২০২৬ পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলা হয়। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা চালুর দাবিও জানানো হয়।

এছাড়াও গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে বছরে ২০০ শ্রমদিবস নিশ্চিত করা এবং দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি চালুর দাবি জানান আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভ মিছিল থেকে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, সিএনজি, জীবনদায়ী ওষুধ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধেও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

একই সঙ্গে উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালের ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন বক্তারা। তাঁদের অভিযোগ, হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব রয়েছে। পাশাপাশি হাসপাতাল চত্বরে অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ রোগী ও পরিজনদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। চুক্তিভিত্তিক সাফাইকর্মীদের বকেয়া মজুরি দ্রুত পরিশোধ ও ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদানের দাবিও তোলা হয়।

এদিন শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নতুন শ্রমকোড বাতিলের দাবিতেও সরব হন আন্দোলনকারীরা। সংগঠনের পক্ষে অমিতাভ দত্ত বলেন, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, সাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যেই এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। তিনি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন।

কদমতলা-কুর্তি মণ্ডলে দীনদয়াল উপাধ্যায় মহাভিযান প্রশিক্ষণ বর্গ উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২১ মে: উত্তর জেলার ৫৪ নং কদমতলা-কুর্তি মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী দীনদয়াল উপাধ্যায় মহাভিযান প্রশিক্ষণ বর্গকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। দুপুর প্রায় দুইটা নাগাদ অনুষ্ঠিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি বিমল পুরকায়স্থ, সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর নাথ ও সুভাষ দাস, যুব মোর্চার সভাপতি অমিতাভ নাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। সাংবাদিক সম্মেলনে মণ্ডল সভাপতি বিমল পুরকায়স্থ জানান, রাজ্যের বিভিন্ন মণ্ডলের পাশাপাশি আগামী ২৫ ও ২৬ মে কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই প্রশিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হবে।

তিনি বলেন, এই মহাভিযান প্রশিক্ষণ শিবিরে শুধুমাত্র দলীয় কর্মকাণ্ড নয়, দেশসেবার বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করা হবে। বিজেপির আদর্শ তুলে ধরে তিনি বলেন, আগে দেশ, পরে দল এবং সর্বোপরি ব্যক্তিএই নীতিতেই দল পরিচালিত হয়। বিজেপি কর্মীরা কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজ করেন না, বরং সমাজ ও দেশের সেবাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যে প্রথমবার জটিল ইউটেরাইন আর্টেরিওভেনাস ম্যালফরমেশন (এ.ভি.এম.) এম্বোলাইজেশনে সংকটাপন্ন রোগিণী পেল নতুন জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ (এজিএমসি) অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে রাজ্যে প্রথমবারের মতো সফলভাবে জটিল ইউটেরাইন আর্টেরিওভেনাস ম্যালফরমেশন (এ.ভি.এম.) এম্বোলাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। তীব্র পেট ব্যথা ও যোনি পথে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণজনিত সমস্যা নিয়ে ধলাই জেলার ডেমছড়া এলাকার ৩৮ বছর বয়সী এক মহিলা জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হন।

রোগীর জটিল অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ (এজিএমসি) অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক (ডাঃ) জে. এল. বৈদ্য তাৎক্ষণিক রেডিওলজি ও কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসকদের সাথে মতবিনিময়ের ভিত্তিতে রোগীর চিকিৎসা শুরু করেন। তাতে রোগীর রোগ নির্ণয় ত্বরান্বিত হয় এবং সমন্বিত চিকিৎসা সহযোগিতায় রোগী সুস্থ হয়ে উঠে। অত্যন্ত জটিল এন্ডোভাসকুলার পদ্ধতিতে রোগীর ডানদিকের জরায়ু আর্টারি ও ইউটেরাইন আর্টেরিওভেনাস ম্যালফরমেশন (এ.ভি.এম.)-তে রক্ত সরবরাহকারী অতিরিক্ত ফিডার ভেসেলে একাধিক কয়েল স্থাপন করা হয়। গত ১৫ মে,২০২৬ কোনো ধরনের ওপেন সার্জারি ছাড়াই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি অত্যাধুনিক ক্যাথেটার-ভিত্তিক মিনিমালি ইনভেসিভ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়।

প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী এই জটিল চিকিৎসা সফলভাবে সম্পন্ন করেন কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ও বিভাগীয় প্রধান ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী। সহযোগিতায় ছিলেন কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রাকেশ দাস ও ডাঃ মান্না ভট্টাচার্য। অ্যানেস্থেসিয়া টিমে ছিলেন কনসালটেন্ট কার্ডিয়াক ডাঃ রিমঝিম চাকমা, কনসালটেন্ট অ্যানেস্থেটিস্ট ডাঃ মনিময় দেববর্মা সহ কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ সম্রাট দাস, ডাঃ অ্যারিস্টটল ত্রিপুরা, ডাঃ খামিলি দেববর্মা ও ডাঃ দেবাশিস রিয়াং।

এছাড়া ইকো টেকনিশিয়ান ছিলেন কিষান রায়, ক্যাথল্যাব ও টেকনিক্যাল টিমে ছিলেন ক্যাথল্যাব নার্স ছিলেন দেবব্রত দেবনাথ, প্রাণকৃষ্ণ দেব, মানস দত্ত, তিতিক্ষা মজুমদার, টেকনিশিয়ান সঞ্জয় ঘোষ ও অরিজিৎ পাল প্রমুখ। রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথমবার এমন ইউটেরাইন আর্টেরিওভেনাস ম্যালফরমেশন (এ.ভি.এম.) এম্বোলাইজেশন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, রোগী আয়ুষ্মান কার্ডের সহায়তা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই চিকিৎসার সুযোগ লাভ করেছে। এছাড়া আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ (এজিএমসি) অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ বিধান গোস্বামী এবং আর.এম.ও ডাঃ বিকাশ দেববর্মা রোগীর জীবনরক্ষাকারী প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দুর্লভ কয়েল ইমপ্ল্যান্টের ব্যবস্থা করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে এখন পর্যন্ত ১৫০টি প্রডিউসার গ্রুপ গঠন করা হয়েছে: প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে: আমাদের রাজ্য মূলত কৃষি নির্ভর রাজ্য। এ রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল। তবে প্রাণীপালন সেক্টরে আমাদের রাজ্যে অনেক বেশি সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগ বাস্তবায়ণে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর ও ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। ত্রিপুরা রুর্যাল ইকোনোমিক গ্রোথ এবং সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট অর্থাৎ টিআরইএসপি সেই দরজাটা খুলে দিয়েছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস আজ প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক কর্মশালা ও পশু সখি কিট বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।

ত্রিপুরা রুর্যাল ইকোনোমিক গ্রোথ এবং সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট (টিআরইএসপি) এর অধীনে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর এই কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর ও ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ, প্রাণী চিকিৎসকগণ ছাড়াও পশু সখিগণ ও প্রাণী প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশ নেন। কর্মশালার উদ্বোধন করে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, ২০১৮ সালের পর থেকে জনজাতি এলাকার আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। নেওয়া হয়েছে টিআরইএসপি প্রজেক্ট। এটি মাল্টি সেক্টোরাল প্রজেক্ট। রাজ্যের সর্ববৃহৎ প্রজেক্ট, যা গ্রামীণ উন্নয়নের চিত্রকে বদলে দিতে পারে। এজন্য ১৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ১২০০ কোটি টাকা বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং রাজ্য সরকার ২০ শতাংশ অর্থ বহন করছে। তবে এই বরাদ্দ অর্থে শুধু প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর প্রাণীপালনে কাজ করবে এমনটা নয়, এখানে কৃষি ও কৃষি কল্যাণ, উদ্যানপালন, মৎস্য, পূর্ত, শিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন সহ আরও কয়েকটি দপ্তরকে সাথে নিয়ে সার্বিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার এই অর্থ ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী বলেন, টিআরইএসপি ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৮-২৯ এই ৬টি অর্থ বছরের জন্য নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে জনজাতি এলাকার মানুষের আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে শূকর, ছাগল, হাঁস-মোরগ ও গাভী পালনে সহায়তা করা, সেল্টার হাউজ নির্মাণ করা, প্রডিউসার গ্রুপ ফরমেশন করা, প্রশিক্ষণ প্রদান, পশু খাদ্য সরবরাহ, গবাদী প্রাণীর সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, টিকাকরণ, বিভিন্ন কিট প্রদান, টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদান ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে এখন পর্যন্ত ৯৫০টি প্রডিউসার গ্রুপ (পিজি) গঠন করা হয়েছে। এতে ২২ হাজারের উপর গ্রামীণ মহিলারা উপকৃত হচ্ছেন। আরও প্রডিউসার গ্রুপ গঠন করা হবে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী বলেন, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরে ২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ অর্থে নানা উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের কাজ যাতে সুচারুভাবে পরিচালিত হয় সে লক্ষ্যে ভারত ফিনান্সিয়াল ইনক্লোশান লিমিটেড ও এই দপ্তরের সাথে একটি মৌস্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ১৩টি মোবাইল ইউনিট রয়েছে। আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রাণীপালকগণ ১৯৬২ টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করেও সমস্যা জানাতে পারেন। তিনি বলেন, মাংস উৎপাদনে আমরা স্বয়ংম্ভর হয়েছি। মাছ, ডিম ও দুধ উৎপাদনে স্বয়ংম্ভর হবার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই জন্য লক্ষ্য পূরণে প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মৎস্য, জনজাতি কল্যান ও ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সুভাশীষ দাস এবং ভারত ফিনান্সিয়াল ইনক্লোশন লিমিটেডের কিশোর সাম্বাসিভম। টেকনিক্যাল সেশনে আলোচনায় অংশ নেন পশ্চিমবঙ্গ লাইভস্টক কর্পোরেশনের এমডি উৎপল কর্মকার এবং প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উপঅধিকর্তা ডা. জ্যোতির্ময় রায়। কর্মশালায় মৎস্যমন্ত্রী প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অফিসিয়াল লোগো-র আবরণ উন্মোচন করেন। তিনি ”ভারত সঞ্জিবনী প্রজেক্ট” এর অধীন মোবাইল ভেটেরিনারী ইউনিট এর কল সেন্টারের এবং আইইসি মেটেরিয়্যালের আবরণ উন্মোচন করেন।

কর্মশালায় মৎস্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ ত্রিপুরা রুর্যাল ইকোনোমিক গ্রোথ ও সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্টে ৮০ জন পশু সখির হাতে মোট ২৪ প্রকারের পশু কিট ও শংসাপত্র তুলে দেন। এছাড়া প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রাণীপালনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মান্দাই ব্লকের ২ জন এবং বেলবাড়ি ব্লকের ২ জন পশু সখির হাতে ৮ ধরণের ”আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন ইন পিগ” কিট তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময় তারা প্রাণীপালকের বাড়িতে গিয়ে পিগ এআই-এর বিষয়ে পরিষেবা দেবেন। কর্মশালায় টিআরইএসপি-র বিষয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা ডা. বিমল কৃষ্ণ দাস।

করবুকের ব্লু স্যাটেলমেন্ট গ্রোইংনাং পাড়ায় প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে: সরকারি পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গত ১৮ মে গোমতী জেলার করবুক মহকুমার অন্তর্গত শিলাছড়া ব্লু স্যাটেলমেন্টের গ্রোইংনাং পাড়ায় এক প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে এলাকার জনগণকে নানাবিধ সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়।

শিবিরে ৭১টি এস.টি. শংসাপত্রের আবেদন, ১৫টি পি.আর.টি.সি.-র আবেদন এবং ১টি আয়ের শংসাপত্রের আবেদনও গ্রহণ করা হয়। ২৫ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয়। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও সচেতনতার লক্ষ্যে ৪টি র্যাপিড ডায়াগনস্টিক কিট (আর.ডি.কে.) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও ১৬টি আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি করা হয়। তাছাড়া নিউ গোমতী ভি.সি.-র পক্ষ থেকে ১০টি আর.ও.আর.-এ অন্তর্ভুক্তির আবেদন গ্রহণ করা হয়। একই সঙ্গে ৩১টি জন্ম শংসাপত্রের আবেদনও গ্রহণ করা হয়।

সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে শুরু দু'দিনের মণ্ডল প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২১ মে :বিজেপির পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহাঅভিযানকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল দু'দিনব্যাপী মণ্ডল প্রশিক্ষণ শিবির। ধলাই জেলার ৪৬ নং সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের দুর্গাচৌমুহনি কমিউনিটি হলে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে ঘিরে দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন সুরমা কেন্দ্রের বিধায়িকা স্বপ্না দাস (পাল)। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শিবিরের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুরমা মণ্ডল সভাপতি সুভাষ আহির, আগরতলা থেকে আগত পৌরসভার কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক, ধলাই জেলার অন্যতম বিজেপি নেতা অনাদি সরকার, সন্তোষ কুমার দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। জানা যায়, প্রায় দুইশো জন প্রতিনিধি এই প্রশিক্ষণ পর্বে অংশগ্রহণ করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন দলের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধি, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানরা। শিবির উপলক্ষে দুর্গাচৌমুহনি কমিউনিটি হলের ভিতর ও বাইরে সুসজ্জিত করা হয়।

প্রশিক্ষণ শিবিরে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অংশগ্রহণকারীদের মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি বলেও জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ দিতে উপস্থিত হন মন্ত্রী শান্তনা চাকমা। আগামীকাল পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ শিবির চলবে।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য পৃথকভাবে থাকার ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে আয়োজক সূত্রে জানা গেছে।

উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটা

● প্রথম পাতার পর

দেখতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দেশ ও রাজ্যের সুরক্ষার প্রশ্নে সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করছে এবং সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সবধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের কঠোর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষায় প্রথম সারিতে রয়েছে বিএসএফ, দ্বিতীয় স্তরে মোতায়েন রয়েছে টিএসআর বাহিনী এবং তৃতীয় স্তরে দায়িত্ব পালন করছে রাজ্য পুলিশ। দেশ ও রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে তিন স্তরের এই নিরাপত্তা বলয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

আজ নরসিংগড়স্থিত কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিতে অনুষ্ঠিত রাজ্য পুলিশের নবনিযুক্ত কনস্টেবলদের (পুরুষ ও মহিলা) পাসিং আউট প্যারেডে উপস্থিত থেকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পুলিশিং ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তুলে ধরেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী।

তিনি বলেন, রাজ্য পুলিশে ২১৮ জন সাব ইন্সপেক্টরকে খুব সহসাই নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ত্রিপুরায় পুলিশিং ব্যবস্থাকে আরো উন্নতমানের করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে আজ ত্রিপুরায় সূচনা হলো ১১২ ইন্ডিয়া মোবাইল অ্যাপ টেকনিক। এর মাধ্যমে উপকৃত হবেন নারী ও প্রবীণরা।

পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিতে ত্রিপুরা পুলিশের নবনিযুক্ত কনস্টেবলরা ট্রেনিং নিয়েছে। আরেকটি মাঠে অন্য কনস্টেবলরা ট্রেনিং নিয়েছে। আজ তাদের পাসিং আউট প্যারেড। এর মধ্য দিয়ে তারা পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলো। আজ এখানে ৯১তম ও ৯২তম ব্যাচের পাসিং আউট প্যারেড হয়েছে। এবার পুরুষদের চাইতে মহিলা পুলিশ কর্মীদের সংখ্যা বেশি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে পুলিশে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করছি আমরা। যা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পুরুষদের চাইতে মহিলারা অনেক আন্তরিক, নিষ্ঠাবান ও সৎ থাকেন। আমি আশা করি ত্রিপুরা পুলিশ বাহিনী আরো শক্তিশালী হতে যাচ্ছে। ত্রিপুরা পুলিশ ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতির কালার্স সম্মান পেয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশের ১৫০ বছরও পূর্ণ হয়েছে। আজ এখানে পুরো প্যারেড নিয়ন্ত্রণ করেছেন এক মহিলা কমান্ডার। যা আমাদের সকলের জন্য খুবই গর্বের ও আনন্দের।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আমরা মোট ৯৭৫ জনকে অফার বিতরণ করেছি। এরমধ্যে আজ ৪৭৬ জন পাসিং আউট প্যারেডে যুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে ৩১৮ জনই মহিলা। আর রামারাও ট্রেনিং সেন্টারে ৪৭৫ জন ট্রেনিং নিয়েছেন। এছাড়া ডাই ইন হারনেসে পাওয়া আরও ১৩ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ত্রিপুরা পুলিশ এখন সারা ভারতবর্ষ তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে। প্রযুক্তিগত বিষয়েও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে যাবে। শারীরিক প্রশিক্ষণ সহ আইন বিষয়েও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জঙ্গল ওয়ারফেয়ার, ফিল্ড ক্র্যাফ, দুর্যোগ মোকাবিলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাদের। এর পাশাপাশি আরও ২১৮ জন সাব ইন্সপেক্টরকে খুব সহসাই নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আরও ৯১৬ জন পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের জন্য ক্যাবিনেটে পাস করা হয়েছে। এজন্য প্রক্রিয়া জারি রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম রাজ্য যেখানে ১০ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এ হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা চত্বরে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা নিয়ে প্রদর্শনী করা হয়েছিল। আর এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। আজ খুশির বিষয় এটাই যে ১১২ ইন্ডিয়া মোবাইল অ্যাপ টেকনিক ফিচারের সূচনা করা হয়েছে। ত্রিপুরা দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে এই অ্যাপের সূচনা হলো। এতে মহিলা ও প্রবীণরা যারা রাত্রিবেলা একা বের হন তাদের জন্য সুবিধা হবে। এই অ্যাপ মোবাইলে ডাউনলোড করা থাকলে লোকেশান অন রেখে ডেঞ্জার বোতামে টিপ দিলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবে। কারণ মানুষের নিরাপত্তা সবচাইতে বড় বিষয়। ত্রিপুরায় পুলিশিং ব্যবস্থা যাতে আরো উন্নতমানের হয় সেই লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান সরকার। আমরা চাই সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পুলিশিং ব্যবস্থায় ত্রিপুরা যাতে আরও এগিয়ে যায়।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো জানান, আজ থেকে প্রায় ৮/৯ মাস আগে আমি যশস্বী গৃহমন্ত্রীকে টিএসআরের দুটো আই আর ব্যাটেলিয়ন দেওয়ার জন্য। একটা আগেই দিয়েছিলেন। এবার আরেকটা দিলেন। গোটা বিষয়টি নিয়ে প্রক্রিয়া চলছে। এজন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানাই। এতে চাকরি ক্ষেত্রে যেমন সুবিধা হবে তেমনি নিরাপত্তার বিষয়টিও আরো জোরদার হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে ড্রাগসের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে। সেই সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তায় বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল জয়ন্ত চক্রবর্তী সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে নির্যাতন পরকীয়া ও পণের দাবির অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

অক্ষমতা প্রকাশ করায় হাসনার উপর অত্যাচার শুরু হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের অভিযোগ, প্রায় তিন বছর আগে হাসনা ও তাঁর ছোট সন্তানকে মারধর করে বাপের বাড়ি বিশালগড়ের উত্তর রাউৎখলা এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর থেকে স্বামী আর কোনও খোঁজখবর নেননি। এমনকি শিশুর প্রয়োজনীয় নথিপত্রও নিজের কাছেই রেখে দেন বলে অভিযোগ। বর্তমানে কাগজপত্রের অভাবে প্রায় পাঁচ বছর বয়সী শিশুটিকে স্কুলে ভর্তি করানো সম্ভব হচ্ছে না বলে জানায় পরিবার।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং আদালতেও মামলা চলছে। একাধিকবার সালিশি সভা হলেও এখনো পর্যন্ত সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ হাসনার পরিবারের। বর্তমানে সন্তানের ভবিষ্যৎ ও ন্যায়বিচারের আশায় দিন গুনছেন হাসনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

শুভেন্দু অধিকারীর

● প্রথম পাতার পর

তার বিস্তারিত তথ্য আমি তাদের দিয়েছি। ঘটনাস্থলে যখন আমি উপস্থিতই ছিলাম না, তখন কীভাবে আমি খুনের সঙ্গে জড়িত হতে পারি? তিনি আরও বলেন, সিবিআই নিরপেক্ষ তদন্ত করেছে। এজন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। একইসঙ্গে এসওজি এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে রাজ সিং বলেন, তাঁকে এমন একটি অপরাধে ফাঁসানো হয়েছিল, যা তিনি করেননি।

তাঁর বক্তব্য, এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে আমরা এমন একটি দেশে বাস করি, যেখানে প্রশাসন একজন নির্দোষ মানুষকেও অপরাধী বলে মনে করে। নিজেকে বিজেপি নেতা দাবি করে রাজ সিং বলেন, আমার নাম পরিচিত হওয়ার কারণেই সহজে আমাকে ফাঁসানো সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, এই ঘটনার ফলে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি একজন রাজনৈতিক নেতা, জনসেবার কাজ করি। কোনও ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, বলেন তিনি।

এদিকে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই মঙ্গলবার এই হত্যাকাণ্ডে পঞ্চম অভিযুক্তকে উত্তরপ্রদেশের বারাণসী থেকে গ্রেফতার করেছে বলে সংস্থার আধিকারিকরা নিশ্চিত করেছেন। অভিযুক্তের নাম বিনয় রায় ওরফে পাম্পুম রায় (৪০)। তিনি উত্তরপ্রদেশের গাজীপুর জেলার জামানি এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

এসআরএস রিপোর্টে উজ্জ্বল ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

ধারাবাহিকভাবে এই হার কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে রাজ্য। ২০২২ সালে ত্রিপুরার আইএমআর ছিল ১৭, ২০২৩ সালে তা কমে হয় ১৫ এবং ২০২৪ সালে আরও কমে দাঁড়ায় ১২-তে। অন্যদিকে, সর্বভারতীয় গড় ছিল যথাক্রমে ২৬, ২৫ এবং ২৪।

তাঁর কথায়, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন, অধিক সংখ্যক প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, এসএনসিইউ ও এনবিএসইউ পরিষেবার পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ, টিকাকরণ কর্মসূচির বিস্তার এবং গ্রামীণ স্তরে স্বাস্থ্যভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলেই এই সাফল্য এসেছে।

তাছাড়া, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুপ্রবেশকারীদের আদালতে নয়

● প্রথম পাতার পর

তাকে আদালতে তোলা হবে না। তাদের খাবার দিয়ে সরাসরি বিএসএফের বর্ডার আউটপোস্টে পাঠানো হবে। তা হতে পারে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমার বেনাপোল-পেট্রাপোল সীমান্ত চৌকি অথবা বসিরহাটের সীমান্ত পোস্ট।"

তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই নতুন নিয়ম শরণার্থী হিসেবে আগত এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর আওতায় নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই কড়া পদক্ষেপ বিজেপির ঘোষিত "ডিটেক্ট-ডিলিট-ডিপোর্ট" নীতির থেকেও এক ধাপ এগিয়ে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী [illegible] পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রচারে এই নীতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, তাঁর দফতরে প্রতি সপ্তাহে কতজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ছে এবং বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, তার রিপোর্ট জমা পড়বে।

তিনি বলেন, "আমি রাজ্যের ডিজিপিকে নির্দেশ দিয়েছি, প্রতি সপ্তাহে এই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট আমার দফতরে পাঠাতে।"

সম্প্রতি সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির অন্যতম প্রধান নির্বাচনী ইস্যু ছিল অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা এবং ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে রাজ্যে বসবাসকারী অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বহিষ্কার করা।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের যেসব অংশে এখনও কাঁটাতারের বেড়া নেই, সেখানে বেড়া নির্মাণের জন্য বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বুধবার থেকেই শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এবার মুখ্যমন্ত্রীর নতুন নির্দেশের মাধ্যমে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কারের প্রক্রিয়াও শুরু হতে চলেছে।

১০ দিন ধরে বিদ্যুৎহীন এলাকা

● প্রথম পাতার পর

কচুছড়া থানার পুলিশ। পুলিশ ও প্রশাসনের আশ্বাসের পর কিছুক্ষণ পরে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।

গ্রামবাসীদের হুঁশিয়ারি, দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা।

দুধের শিশুকে

● প্রথম পাতার পর

তা এখনও স্পষ্ট নয় ।এদিকে মায়ের অনুপস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে পরিবারের ছোট্ট শিশুটি। সারাক্ষণ মায়ের জন্য কান্নাকাটি করছে সে। শিশুটিকে সামলাতে কার্যত হিমশিম খেতে হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বামী বিমল নমঃ আকুল আবেদন জানিয়ে বলেন, যদি কেউ আমার স্ত্রীর কোনো খোঁজ পান, তাহলে দয়া করে মেলাঘর থানায় বা আমাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এখন সকলের নজর পুলিশ প্রশাসনের দিকে, কত দ্রুত নিখোঁজ গৃহবধূর সন্ধান মেলে সেটাই দেখার।

রাজীব গান্ধীর প্রয়াণ দিবস

● প্রথম পাতার পর

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযুষ কান্তি বিশ্বাস সহ অন্যান্য প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বগণ।

এদিন গোপাল চন্দ্র রায় বলেন, আজ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন রাজীব গান্ধীর ৩৫ তন প্রয়াণ দিবস। এরেই উপলক্ষে আজ প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যের প্রত্যকটি জেলায়, ব্লকে এবং প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, রাজীব গান্ধী ছিলেন দেশের নবীনতম প্রধানমন্ত্রী। দেশে প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের প্রবেশ তাঁর হাত ধরে হয়েছিল। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবসা চালু করে দেশকে যে দিশায় চালিয়েছিলেন তা অতুলনীয়। কিন্তু দেশ উন্নয়নের দিকে চললেও বর্তমানে বিজেপি সরকার গনতন্ত্রকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 22-05-2026, 01:15

াঙ্গন

অনূর্ধ-১৩ রাজ্য ক্রিকেটে ধর্মনগর কোয়ার্টার ফাইনালে, সোনামুড়ার ১ম জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।।ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত অনূর্ধ-১৩ রাজ্য স্তরের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আজ এক রোমাঞ্চকর ক্রিকেটীয় লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল ক্রীড়াপ্রেমীরা। রানীরবাজার স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ত্রয়োদশ তথা গ্রুপ ''এ''-র পঞ্চম ম্যাচে তেলিয়ামুড়াকে ৫৫ রানে হারিয়ে মরশুমের প্রথম জয় তুলে নিল সোনামুড়া। প্রথম ম্যাচে সদর ''এ''-র কাছে হারার পর, এই ম্যাচে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায় তারা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সোনামুড়া নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৭ উইকেটে ২০০ রান সংগ্রহ করে। দলের হয়ে ১টি ছক্কা ও ৯টি চারের সাহায্যে মাত্র ৭১ বলে ৮১ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন প্রীতম দেবনাথ। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিয়ে ৫৮ বলে ৪৩ রান করেন অংশুমান দেববর্মা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সোনামুড়ার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে পড়ে ৩৪ ওভারে মাত্র ১৪৫ রানেই গুটিয়ে যায় তেলিয়ামুড়ার ইনিংস। তেলিয়ামুড়ার বোলার অন্তরমিত সাহা ২৩ রানে ৪টি উইকেট নিলেও তা দলের পরাজয় আটকাতে পারেনি। সোনামুড়ার অংশুমান দেববর্মা বল হাতেও চমক দেখিয়ে ২২ রানে ৩টি উইকেট নেন। তবে ব্যাট হাতে অনবদ্য পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচ সেরার পুরস্কার পান প্রীতম দেবনাথ।

অন্যদিক, কৈলাসহরের আরকেআই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ১৬তম তথা গ্রুপ ''সি''-র তৃতীয় ম্যাচে লংতরাই ভ্যালিকে ৬৪ রানে হারিয়ে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করে নিল ধর্মনগর। এটি টুর্নামেন্টে তাদের টানা দ্বিতীয় জয়। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ধর্মনগর ২৮.৩ ওভারে ১১৯ রানে অল-আউট হয়ে যায়। দলের পক্ষে অংশুমান সরকার সর্বোচ্চ ৪৬ রান (৬১ বল, ৬টি চার, ১টি ছক্কা) করেন। লংতরাই ভ্যালির বোলার রোহিত মালাকার একাই ৮ ওভার বল করে ২৭ রান দিয়ে ৬টি উইকেট তুলে নিয়ে ধর্মনগরের ইনিংসে ধস নামান। কিন্তু ১২০ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ধর্মনগরের বোলার বিহান দাসের মারাত্মক স্পেলের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে লংতরাই ভ্যালির ব্যাটিং লাইনআপ। বিহান মাত্র ১৫ রান খরচ করে তুলে নেন ৫টি উইকেট। বিহানের এই বিধ্বংসী বোলিংয়ের জেরে ২৪.৩ ওভারে মাত্র ৫৫ রানেই শেষ হয়ে যায় লংতরাই ভ্যালির ইনিংস। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সুবাদে ম্যাচ সেরার ট্রফি ওঠে ধর্মনগরের অংশুমান সরকারের হাতে।

অশালীন ভাষা পন্থের মুখে

আরও এক বার হতাশ করেছেন ঋষভ পন্থ। আরও এক বার হতাশ করেছে লখনউ সুপার জায়ান্টস। যা পরিস্থিতি তাতে পয়েন্ট তালিকায় সকলের নীচে শেষ করার সম্ভাবনা লখনউয়ের। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের দল নিয়ে বলতে গিয়ে অশালীন ভাষার ব্যবহার করলেন পন্থ।

মঙ্গলবার ২২০ রান করেও রাজস্থান রয়্যালসের কাছে হেরেছে লখনউ। ১৫ বছরের বৈভব সূর্যবংশীর ৩৮ বলে ৯৩ রানের জবাব ছিল না লখনউয়ের বোলারদের কাছে। এত রান করেও হেরে যাওয়ায় হতাশ পন্থ। খেলা শেষে তিনি বলেন, ''এই হারের পরেও আমি বলব, আমাদের দল যথেষ্ট ভাল।'' ইংরেজিতে এই কথা বলতে গিয়েই একটি অশালীন শব্দ বলেন পন্থ। তা নিয়ে সমাজমাধ্যমে শুরু হয়েছে আলোচনা। কারও মতে, পন্থের উচিত ছিল ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও একটু সচেতন থাকা।

পরিস্থিতি খারাপ হলেও নিজের দলকে নিয়ে গর্বিত পন্থ। তিনি বলেন, ''আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, পরিস্থিতি যা-ই হোক, নিজের দলকে নিয়ে আমি গর্বিত। আমাদের দলের যা শক্তি, তাতে আমাদের আরও ভাল খেলা উচিত ছিল। কিন্তু তা পারিনি। কিছু ফল আমদের পক্ষে যায়নি। তাতে তো দল খারাপ বলতে পারি না।''

দলের মতো পন্থও খারাপ ফর্মে রয়েছেন। ১৩ ম্যাচে ২৮৬ রান করেছেন তিনি। ২৮.৬০ গড় ও ১৪০.১৯ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন। একটি মাত্র অর্ধশতরান করেছেন লখনউয়ের অধিনায়ক। তার প্রভাব পড়েছে পন্থের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারেও। টেস্টে সহ-অধিনায়কত্ব গিয়েছে। এক দিনের দল থেকে বাদ পড়েছেন।

পন্থকে ২৭ কোটি টাকায় কিনেছিল লখনউ। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার তিনি। পর পর দু'বার তাঁর উপর ভরসা দেখিয়েছে লখনউ। হতাশ করেছেন পন্থ। এই পরিস্থিতিতে পরের বার লখনউয়ের অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে পন্থকে। মিচেল মার্শ বা এডেন মার্করামের মধ্যে কাউকে দেওয়া হতে পারে অধিনায়কত্ব।

এশিয়ান র‍্যাঙ্কিং টেনিস টুর্নামেন্ট জমজমাট : নিশা, নিব্রাস ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। রাজ্য টেনিস সংস্থা (টিটিএ)-র উদ্যোগে মালঞ্চ নিবাসস্থিত স্টেট টেনিস কমপ্লেক্স এবং দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে চলমান অনূর্ধ-১৬ এশিয়ান র‍্যাঙ্কিং টেনিস টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত জয় হাতছানি দিচ্ছে স্থানীয় ও জাতীয় স্তরের উদীয়মান তারকাদের। আজ টুর্নামেন্টের মেয়েদের সিঙ্গলস ক্যাটাগরির সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ খ্যাতি চেতানকে বিন্দুমাত্র রেয়াত না করে দাপুটে জয় তুলে নেন শীর্ষ বাছাই নিশা এঞ্জা। খেলার ফলাফল নিশার পক্ষে ৬-০, ৬-৩। আগামীকাল খেতাবী লড়াইয়ে নিশা মুখোমুখি হবেন পদ্মপ্রিয়া রমেশ কুমারের, যিনি অন্য সেমিফাইনালে সপ্তম বাছাই জাপজি কৌরকে সহজে ৬-২, ৬-১ ব্যবধানে পরাস্ত করেন। তবে ডাবলস বিভাগে ত্রিপুরার ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য রয়েছে এক দারুণ খবর। এই রাজ্যেরই ভূমিপুত্র তথা বর্তমানে অসমের প্রতিনিধিত্বকারী অর্নবী দেবনাথ, পদ্মপ্রিয়া রমেশ কুমারের সাথে জুটি বেঁধে মেয়েদের ডাবলসের ফাইনালে প্রবেশ করেছেন।

অন্যদিকে, ছেলেদের অনূর্ধ-১৬ সিঙ্গলস বিভাগে কোনও বাছাই খেলোয়াড় ছাড়াই এক জমজমাট ফাইনালের মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছে। প্রথম সেমিফাইনালে অঘটন ঘটিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন অবাছাই নিব্রাস কাওসার হুসেন। টানটান উত্তেজনার এই ম্যাচে প্রথম সেটে হেরে পিছিয়ে পড়েও অর্ণব কুমার ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়ান নিব্রাস। ৩ ঘণ্টা ১২ মিনিটের এক ম্যারাথন লড়াই শেষে ৬-৭(৮), ৬-০, ৬-০ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেন তিনি। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অবশ্য লড়াই ছিল একপেশে, যেখানে যশবন্ত কুমার (যশ) সরাসরি ৬-১, ৬-১ গেমে হাভিস বনসলকে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে নিব্রাসের মুখোমুখি হওয়ার টিকিট কাটেন। আগামীকাল সকাল ৯টা থেকে উভয় ভেন্যুতেই ফাইনাল ম্যাচগুলি শুরু হবে এবং বিকেল আনুমানিক ৪টে নাগাদ বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার মাধ্যমে টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন টিটিএ-র সচিব সুজিত রায়।

বিশালগড়কে হারিয়ে সদর বি-র সহজ জয় কাঞ্চনপুরকে উড়িয়ে টানা জয় খোয়াইয়ের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) পরিচালিত অনূর্ধ-১৩ রাজ্য স্তরের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আজ আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ সম্পন্ন হল। মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ১৪তম তথা গ্রুপ ''বি''-র চতুর্থ ম্যাচে বিশালগড়কে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছে সদর ''বি'' দল। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সদর 'বি' দলের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে পড়ে ৩৯.২ ওভারে মাত্র ১২৫ রানেই গুটিয়ে যায় বিশালগড়ের ইনিংস। দলের পক্ষে মারাত্মক বোলিং করে ৮ ওভারে মাত্র ১৭ রান খরচ করে ৪টি উইকেট তুলে নেন কৌশিক ঘোষ। জবাবে ১২৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে সদর ''বি'' দল মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে ৩৪.২ ওভারেই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে রাজদীপ দে ৪৬ বলে ৩৪ রানের একটি দায়িত্বপূর্ণ ও কার্যকারী ইনিংস খেলেন। বল হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন সদর 'বি' দলের কৌশিক ঘোষ।

অন্য ম্যাচে, উদয়পুরের জামজুরি মাঠে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ১৫তম তথা গ্রুপ ''বি''-র পঞ্চম ম্যাচে কাঞ্চনপুরকে ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে চূর্ণ করে টুর্নামেন্টে নিজেদের টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিল খোয়াই। এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে খোয়াইয়ের বোলারদের বিধ্বংসী আক্রমণের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে কাঞ্চনপুরের ব্যাটিং লাইনআপ। ২১.৫ ওভারে মাত্র ৪২ রানেই অল-আউট হয়ে যায় তারা। খোয়াইয়ের পক্ষে সবচেয়ে সফল বোলার বিজয় দাস ৫.৫ ওভার বল করে মাত্র ৫ রান দিয়ে ৪টি উইকেট দখল করেন। তাঁকে যোগ্য সংগত দিয়ে রাজদীপ দাস ৮ রানে ৩টি এবং বিজয় দেব ১৪ রানে ২টি উইকেট নেন। মাত্র ৪৩ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে খোয়াই ১০.১ ওভারে মাত্র ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দলের পক্ষে বিজয় দেব ১৯ বলে ১৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। বোলিংয়ে দুর্দান্ত কামালের জন্য খোয়াইয়ের বিজয় দাসকে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় ঘোষণা করা হয়।

ইবোলা প্রাদুর্ভাব: ডিআর কঙ্গোর বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ক্যাম্প বাতিল, বাড়ছে অন্য উদ্বেগও

বিশ্বকাপের আগে ইবোলা ভাইরাসের প্রার্দুর্ভাবের কারণে বড় ধাক্কা খেল ডিআর কঙ্গো। দেশটিতে ইবোলা ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্বকাপের আগে রাজধানী কিনশাসায় নির্ধারিত প্রস্তুতি ক্যাম্প বাতিল করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) পরিস্থিতিটিকে 'জনস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি অবস্থা' হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিবিসির তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত রোগটিতে ১৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আক্রান্তের সংখ্যা ৬০০ ছাড়িয়েছে।

ডিআর কঙ্গো জানিয়েছে, তাদের প্রস্তুতি ক্যাম্প এখন হবে বেলজিয়ামে। সেখানে ৩ জুন ডেনমার্কের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আফ্রিকার দলটি। এরপর ৯ জুন স্পেনে আরেকটি প্রস্তুতি ম্যাচ রয়েছে তাদের। বিশ্বকাপে 'কে' গ্রুপ থেকে পর্তুগাল, কলম্বিয়া ও উজবেকিস্তানের মুখোমুখি হবে ডিআর কঙ্গো। বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ১১ জুন।

ডিআর কঙ্গো দলের মুখপাত্র জেরি কালেমো সংবাদমাধ্যম দ্য অ্যাথলেটিককে বলেন, 'কিনশাসায় দলের প্রস্তুতি ক্যাম্প বাতিল করা হয়েছে। এখন ক্যাম্প হবে বেলজিয়ামে।' ফিফার এক মুখপাত্র সংবাদমাধ্যমটিকে বলেছেন, 'ইবোলা পরিস্থিতি নিয়ে ফিফা অবগত এবং বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ডিআর কঙ্গো ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে, যাতে দলটি প্রয়োজনীয় সব স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশনা পায়।'

ইবোলা সংক্রমণ ঠেকাতে জরুরি জনস্বাস্থ্যবিধি জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। নতুন এই নিয়ম অনুযায়ী, সর্বশেষ ২১ দিনের মধ্যে ডিআর কঙ্গো, উগান্ডা বা দক্ষিণ সুদান সফর করেছেনএমন কেউ আপাতত যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। উগান্ডা ও দক্ষিণ সুদানেও ইবোলা সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে।এই নিষেধাজ্ঞা ৩০ দিনের জন্য কার্যকর থাকবে। পরে পরিস্থিতি বিবেচনা করে এটি বাড়ানো হবে কি না, সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যদি এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি কার্যকর থাকে, তাহলে ডিআর কঙ্গো তাদের দ্বিতীয় বিশ্বকাপেও সমর্থকদের বড় অংশের উপস্থিতি ছাড়াই খেলতে বাধ্য হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধকেন্দ্র (সিডিসি) প্রকাশিত আদেশে বলা হয়েছে, 'ইবোলা রোগ যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ার যে গুরুতর ঝুঁকি রয়েছে, তা থেকে দেশের জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে এই নির্দেশনা প্রয়োজনীয়।' বিশ্বকাপে ডিআর কঙ্গোর প্রথম ম্যাচ ১৭ জুন, প্রতিপক্ষ পর্তুগাল, ম্যাচটি হবে হিউস্টনে। এরপর ২৩ জুন গুয়াদালাহারায় কলম্বিয়ার বিপক্ষে এবং ২৭ জুন আটলান্টায় উজবেকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে তারা।ফিফা জানিয়েছে, তারা এখনো যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে, যাতে 'নিরাপদ ও সুরক্ষিত'ভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করা যায়। সংস্থাটি বলেছে, 'এই টুর্নামেন্টের সঙ্গে জড়িত সবার স্বাস্থ্য সুরক্ষাই ফিফার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।' কঠোর অভিবাসন নীতির কারণে ডিআর কঙ্গো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের ওপর আগে থেকেই নানা বিধিনিষেধ রয়েছে। তবে বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া জাতীয় দলের প্রতিনিধিদের জন্য বিশেষ ছাড় রাখা হয়েছে। ডিআর কঙ্গোর ২৬ সদস্যের বিশ্বকাপ দল এই সপ্তাহেই ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের সবাই দেশের বাইরে বিভিন্ন ক্লাবে খেলেন। দলের মুখপাত্র জেরি কালেমো জানিয়েছেন, স্কোয়াডের কোনো খেলোয়াড়ই দেশে ফেরেননি।ডিআর কঙ্গো জাতীয় ফুটবল দল ১৯৭৪ সালে পশ্চিম জার্মানিতে (তৎকালীন নাম ছিল জায়ারে) প্রথম বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার ৫২ বছর পর এবার বিশ্বকাপে ফিরেছে। এবার যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আসরটি হবে তাদের ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ।

সাব্রুমকে হারিয়ে বিলোনিয়ার ১ম জয় অমরপুরকে হারিয়ে জয় অব্যাহত উদয়পুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) পরিচালিত অনূর্ধ-১৩ রাজ্য স্তরের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় গ্রুপ ''ডি''-র দুটি হাইভোল্টেজ ম্যাচ সম্পন্ন হলো। বাইখোড়া স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ১৭তম তথা গ্রুপ ''ডি''-র চতুর্থ ম্যাচে সাব্রুমকে ৪ উইকেটে পরাজিত করে মরশুমের প্রথম জয় তুলে নিল বিলোনিয়া। প্রথম ম্যাচে অমরপুরের কাছে ৬২ রানে হেরে ব্যাকফুটে থাকা বিলোনিয়া এদিন দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বেলোনিয়ার বোলার আজাদ মিয়ার মারাত্মক বোলিংয়ের মুখে পড়ে ২৬ ওভারে মাত্র ৮২ রানেই গুটিয়ে যায় সাব্রুমের ইনিংস। আজাদ মিয়া ৭ ওভার বল করে ২৬ রান খরচ করে একাই ৫টি উইকেট তুলে নেন। জবাবে ৮৩ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১২.৪ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় বিলোনিয়া। দলের পক্ষে অনুপম চৌধুরী মাত্র ১৭ বলে ৪টি চারের সাহায্যে ২৬ রানের এক ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। সাব্রুমের অনিরুদ্ধ পাল ১৪ রানে ৩টি উইকেট নিলেও তা দলের পরাজয় আটকাতে পারেনি। বল হাতে দুর্দান্ত ৫ উইকেট নেওয়ার সুবাদে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন বিলোনিয়ার আজাদ মিয়া।

অন্যদিকে, উত্তর বিলোনিয়া মাঠে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ১৮তম তথা গ্রুপ ''ডি''-র পঞ্চম ম্যাচে অমরপুরকে ৩ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল উদয়পুর। ৩টি ম্যাচের মধ্যে এটি উদয়পুরের দ্বিতীয় জয়, যেখানে শান্তিরবাজারের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম ম্যাচটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় ম্যাচে সাব্রুমকে ১৫৪ রানে হারিয়েছিল তারা। এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে উদয়পুরের বোলার অলক শীলের ঘূর্ণি জাদুতে ৩৫ ওভারে মাত্র ৯৮ রানে অল-আউট হয়ে যায় অমরপুর। অলক শীল ৭ ওভার বল করে মাত্র ১৩ রান দিয়ে ৫টি উইকেট দখল করে অমরপুরের ব্যাটিং লাইনআপ ধ্বংস করে দেন। জবাবে ৯৯ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ৩১.৫ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয় সুনিশ্চিত করে উদয়পুর। দলের পক্ষে শাহিন হাসান ৪৭ বলে ৩১ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। অমরপুরের বোলাররা লড়াই করার চেষ্টা করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। অনবদ্য বোলিং পারফরম্যান্সের জন্য উদয়পুরের অলক শীলকে ম্যাচ সেরার পুরস্কার দেওয়া হয়।

এই প্রথম ব্যাটিংয়ের সেভাবে সুযোগ পেলাম আশা ছিল দলকে জেতাতে পারব: মণীশ

কলকাতা: আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম ভারতীয় হিসেবে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সতীর্থ বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা ভারতীয় ক্রিকেটে নিজেদের এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেলেও মণীশ পারেননি। ধারাবাহিকতার অভাব, ভাগ্য সঙ্গ না দেওয়ায় জাতীয় দলেও বেশিদিন ঠাঁই হননি। কিন্তু আইপিএলে কেকেআরের জার্সিতে মণীশ যেন লাকিচার্ম। ২০১৪ আইপিএল ফাইনালে কেকেআরের জয়ের নেপথ্য কারিগর ছিলেন। ২০২৪ এও কেকেআর শিবিরে ছিলেন মণীশ। বুধবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধেও কেকেআরের হয়ে মাচ জেতানো ইনিংসটি খেললেন মণীশ। ইডেনে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে স্লো পিচে ৩৩ বলে গুরুত্বপূর্ণ ৪৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। নিজের ইনিংসে ৬টি বাউন্ডারি হাঁকিয়েছিলেন ডানহাতি ব্যাটার। মণীশ বলছেন, ''কেকেআর আমার ওপর বারবার ভরসা রেখেছে। এই দলের জার্সিতে অনেকগুলো দুর্দান্ত মুহূর্ত রয়েছে আমার কেরিয়ারে। মরশুমের শুরুর দিকে সুযোগ পাচ্ছিলাম না। সেভাবে দেখতে গেলে, এই ম্যাচেই আমি সঠিকভাবে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রথম চার মাচ ব্যাটিং করতে পারিনি। তবে আমার মনে হয়েছিল যে এটাই স্পেশাল মাচ। ক্রিজে টিকে থাকতে চেয়েছিলাম। রভম্যান ও কয়েকজনের সঙ্গে পার্টনারশিপও গড়েছি। আশা রেখেছিলাম যে নিজে মাচ জেতাতে পারব। দীপক ও বুমরার লেংথ বলে বাউন্ডারিগুলো সেরা ছিল।''

নিজে অন্যতম সিনিয়র একজন। কিন্তু দলে নিয়মিত সুযোগ মিলছে না। কীভাবে নিজেকে উদ্বুদ্ধ রাখেন? মণীশ বলছেন, ''আমার জন্য এটাই গুরুত্বপূর্ণ যে যদি খেলতে নাও পারি, তাহলেও আমি যেন এই পুরো দলের একটা অংশ হয়ে থাকতে পারি। আর যেই আমার কাছে কিছু জানতে চায়, আমি সাহায্য করতে চাই। তাই মনে হয় পুরো সিরিজ জুড়েই আমি সেটাই করেছি। এটা অসাধারণ একটা দল। তরুণ আর অভিজ্ঞ সবাইকে নিয়ে, দারুণ বন্ধুত্ব আর বোঝাপড়া আছে।'' কেকেআরের অন্যতম সেরা ফিল্ডার মণীশ নিঃসন্দেহে। আরসিবি মাচেই পয়েন্টে যে ক্যাচ লুফেছেন, তা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর একসময়ের সতীর্থ বিরাট কোহলিও। নিজে এগিয়ে এসে মণীশকে অভিবাদনও জানিয়েছিলেন কিং কোহলি। মণীশ বলছেন, ''হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমরা হয়তো এক ঘণ্টা ব্যাটিং করি, আর প্রতিদিন প্রায় ৪৫ মিনিট নিরলসভাবে ফিল্ডিংয়ের অনুশীলন করি। বৃষ্টি হোক বা রোদ, এগুলো কোনও ব্যাপার না। আমি যেহেতু বোলিং করি না, তাই আমি ফিল্ডিং উপভোগ করি ও ফিল্ডিংয়ে নিজের অবদান রাখতে চাই।''

জাতীয় মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে অংশ নিতে চলেছে ত্রিপুরার মহিলা দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।আগামী ৩০ ও ৩১ মে গোয়ার ব্যাম্বোলিম অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ''তৃতীয় জাতীয় মাস্টার্স মহিলা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬''। এই মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় প্রতিযোগিতায় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে আজ এনএসআরসিসি প্রাঙ্গণে ত্রিপুরার ১০ সদস্যের অ্যাথলেটিক দলের এক জমকালো সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল, সম্পাদক আশীষ পাল, সহ-সভাপতি নিখিল সাহা, নীহার দেবনাথ, চন্দন চক্রবর্তী এবং চঞ্চল মজুমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তপন ভট্টাচার্য্য। অ্যাথলেটদের উৎসাহিত করে উপস্থিত সমস্ত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও কর্তারা আশা প্রকাশ করেন যে, বিগত বছরগুলোর মতো এবারও ত্রিপুরার প্রমীলা বাহিনী জাতীয় মঞ্চে প্রচুর পদক জিতে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে। আগামী ২৪ মে গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে ত্রিপুরার এই দলটি।

এবারের রাজ্য দলে ৯ জন অভিজ্ঞ মহিলা অ্যাথলেট এবং ১ জন ম্যানেজার কাম কোচ রয়েছেন। বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক ক্যাটাগরিতে রাজ্যের পদক জয়ের মূল আশা জাগিয়েছেন অ্যাথলেটেরা। ৩৫ ঊর্ধ বিভাগে রত্না খাতুন (৮০০ মিটার, ১০০ মিটার হার্ডেলস, ট্রিপল জাম্প), ৪৫ ঊর্ধ বিভাগে রাখি দেব (১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার), খেলা রানি দেবনাথ (১০০, ২০০ মিটার ও লং জাম্প), এবং রত্না ঘোষ (১০০ মিটার ও ৮০ মিটার হার্ডেলস) ট্র্যাকে নামবেন। ৫০ ঊর্ধ বিভাগে মিতালী দেবনাথ (৪০০, ৮০০ ও ১৫০০ মিটার) এবং ইভি বর্ধন দে (১০০, ২০০ মিটার ও ৫ কিমি হাঁটা) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অন্যদিকে সিনিয়র ক্যাটাগরিতে ৫৫ ঊর্ধ বিভাগে অর্চনা বণিক (১০০ মিটার, লং জাম্প, ট্রিপল জাম্প), ৬০ ঊর্ধ বিভাগে জবা পাল দত্ত (৮০ মিটার হার্ডেলস, লং জাম্প, ট্রিপল জাম্প) এবং ৭৫ ঊর্ধ বিভাগে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে শেফালী বর্ধন (১০০ মিটার, লং জাম্প ও ট্রিপল জাম্প) দেশের সেরা অ্যাথলেটদের মুখোমুখি হবেন। অভিজ্ঞ কোচ তথা ম্যানেজার বিপ্লব রায়ের প্রশিক্ষণে এই দল এবার গোয়ার মাটি থেকে অভাবনীয় সাফল্য ছিনিয়ে আনবে বলে আশাবাদী ক্রীড়ামহল।

মিসরের বিশ্বকাপ দলে বার্সার হামজা, বাদ পড়লেন মোস্তফা

বিশ্বকাপের জন্য ২৭ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছে মিসর। বাদ পড়েছেন ফরাসি ক্লাব নঁতের ফরোয়ার্ড মোস্তফা মোহামেদ। দলে বড় চমক বার্সেলোনার অনূর্ধ-১৯ দলের ফরোয়ার্ড হামজা আবদেলকারিম। মিসর অনূর্ধ—১৭ দলে খেলা হামজা সিনিয়র জাতীয় দলে অভিষেকের অপেক্ষায়।লিভারপুল তারকা মোহামেদ সালাহ যথারীতি এই দলের অধিনায়ক। আক্রমণভাগে তাঁর সঙ্গে জুটি বাঁধবেন ম্যানচেস্টার সিটি ফরোয়ার্ড ওমর মারমুশ। আগামী ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ। এবার আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো।বিশ্বকাপ খেলতে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে ২৮ মে কায়রোতে প্রস্তুতি ম্যাচে রাশিয়ার মুখোমুখি হবে মিসর। এ ম্যাচের পর ফিফার নিয়ম অনুযায়ী ২৬ জনের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করতে বর্তমান স্কোয়াড থেকে একজন খেলোয়াড় বাদ দেবেন মিসর কোচ হোসাম হাসান।ফরাসি ক্লাব নঁতে লিগ ওয়ান থেকে অবনমিত হয়েছে এ মৌসুমে। ২৪ ম্যাচে ৪ গোল করা মোস্তফা ছন্দে না থাকলেও তাঁর বাদ পড়াটা বড় চমকই। বার্সেলোনার যুব দলের হয়ে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন আবদেলকারিম। মিসরীয় ফুটবলে এই মুহূর্তে অন্যতম সম্ভাবনাময় ফরোয়ার্ড বিবেচনা করা হচ্ছে তাঁকে।মিসর স্কোয়াড: গোলকিপার: মোহামেদ এল শেনায়ি, মোস্তফা শোবের, এল মাহদি সোলেমান ও মোহামেদ আলা। রক্ষণ: মোহামেদ হানির, তারেক আলা, হামদি ফাথি, রামি রাবিয়া, ইয়াসের ইব্রাহিম, হোসাম আবদেল মজিদ, মোহামেদ আবদেলমোনেম, আহমেদ ফাতুহ ও করিম হাফেজ। মাঝমাঠ: মারওয়ান আতিয়া, মোহানাদ লাশিন, নাবিল ইমাদ, মাহমুদ সাবের, আহমেদ জিজো, ইমাম আশুর, মোস্তফা জিকো, মাহমুদ ত্রেজেগে, ইব্রাহিম আদেল ও হাইসেম হাসান। আক্রমণভাগ: ওমর মারমুশ, মোহামেদ সালাহ, আকতার আবদুল্লাহ ও হামজা আবদেলকারিম।বিশ্বকাপ শুরুর আগে আগামী ৬ জুন ক্লিভল্যান্ডে ব্রাজিলের বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে মিসর। এর ৯ দিন পর ১৫ জুন সিয়াটলে বেলজিয়ামের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে তাদের বিশ্বকাপ অভিযান। 'জি' গ্রুপে মিসরের প্রতিদ্বন্দ্বী দল বেলজিয়াম, নিউজিল্যান্ড ও ইরান।

ভারতে দেখা যাবে না মেসি-রোনাল্ডোর লাস্ট ড্যান্স? বিশ্বকাপ সম্প্রচারের দায়িত্ব এড়াল দূরদর্শনও

ফিফা বিশ্বকাপ শুরু হতে একমাসও বাকি নেই। মেগা টুর্নামেন্টের সম্প্রচার আদৌ হবে কিনা, এখনও জানেন না ফুটবলপ্রেমীরা। এহেন পরিস্থিতিতে সমস্যা আরও বাড়ল প্রসার ভারতীর সিদ্ধান্তে। তারা সাফ জানিয়ে দিল, বিশ্বকাপ সম্প্রচারের দায়িত্ব নিতে বাধ্য নয় দূরদর্শন। আদালতে এই কথা জানিয়ে দিয়েছে প্রসার ভারতী। ফলে প্রশ্ন উঠছে, ভারতে বসে ফুটবল বিশ্বকাপ দেখা যাবে আদৌ? ভারতবর্ষে ফুটবলপ্রেমীর অভাব নেই। দেশ র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থাকলেও ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স-স্পেনের ম্যাচ দেখার দর্শক প্রচুর পরিমাণে আছেন। ২০২৬ ও ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল দেখানোর জন্য ভারতে সম্প্রচারের স্বত্ব বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করেছিল ফিফা। প্রথমে এই স্বত্বের দাম রাখা হয় প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯৩০ কোটি টাকা। কিন্তু কোনও সংস্থা ম্যাচ দেখানোর আগ্রহ দেখায়নি। বাধ্য হয়ে ফিফা সম্প্রচার স্বত্ব নামিয়ে আনে ৩৫ মিলিয়ন ডলারে। কিন্তু অবস্থা বদলায়নি।এহেন পরিস্থিতিতে আদালতের দ্বারস্থ হন কয়েকজন ফুটবলপ্রেমী। তাঁদের আবেদন, ফিফা বিশ্বকাপকে ইতিমধ্যেই জাতীয় মর্যাদাসম্পন্ন টুর্নামেন্ট হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

খয়েরপুরে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহাঅভিযান, উপস্থিত বিধায়ক রতন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খয়েরপুর, ২১ মে: পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযানকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার খয়েরপুরের পল্লীমঙ্গল স্কুলে অনুষ্ঠিত হল দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির। ৫ খয়েরপুর মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিকে ঘিরে দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য, গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্কের চেয়ারম্যান রতন ঘোষ, ৫ খয়েরপুর মণ্ডলের সভাপতি রাজেশ ভৌমিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

প্রশিক্ষণ শিবিরে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শ ও মার্গদর্শনে চলার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি দলের আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বলেন, দলের আদর্শ ও নীতিকে আরও শক্তিশালীভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, কর্মীদের সাংগঠনিকভাবে আরও দক্ষ ও সক্রিয় করে তুলতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দুই দিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রথমবার ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে পালিত চা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে : ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে এই প্রথমবারের মতো জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হল চা দিবস। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিগমের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ, আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ বলেন, বর্তমান সরকার চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য একাধিক জনমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি জানান, চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি করে ২০৪ টাকা করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় রেশন সামগ্রীও প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়াও তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী চা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি চা বাগান শ্রমিক পরিবারকে দুই গন্ডা করে জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আরও প্রায় আড়াই হাজার পরিবারকে জমি প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সমীর ঘোষ আরও দাবি করেন, বর্তমান সরকার চা শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। চা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে চা শিল্পের উন্নয়ন, শ্রমিকদের কল্যাণ এবং সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আন্তর্জাতিক চা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে: আন্তর্জাতিক চা দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ লেম্বুছড়া কৃষি মহাবিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক চা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। রাজ্যপাল বলেন, চা উৎপাদনে এবং গুণগতমানে ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে ত্রিপুরার চা পরিষ্কার, সবুজ ও বিশুদ্ধ হিসেবে ব্র্যান্ডিং করতে হবে। রাজ্যের ক্ষুদ্র চা চাষিগণ চা শিল্পের মেরুদন্ড বলে রাজ্যপাল উল্লেখ করেন। রাজ্যে চা শ্রমিকদের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথাও তিনি বক্তব্যে তুলে ধরেন। রাজ্যে উৎপাদিত চা-এর গুণমান বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা ও উদ্ভাবন করার জন্য তিনি টি বোর্ড অব ইন্ডিয়া এবং লেম্বুছড়া কৃষি মহাবিদ্যালয়ে টি ইনকিউবেশন ল্যাব স্থাপন করার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ। তিনি চা শ্রমিকদের কল্যাণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজের কথা উল্লেখ করেন। বক্তব্য রাখেন লেম্বুছড়া কৃষি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডা.) দেবাশিস সেন।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন টি বোর্ড অব ইন্ডিয়ার কার্যকরি অধিকর্তা অরুণিতা ফুকন যাদব। সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজেশ কুমার দাস। এই অনুষ্ঠানে চা শ্রমিক, ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিল।

দাবি পূরণ না হওয়ায় এবিভিপি'র মৌন আন্দোলন, উত্তাল উদয়পুর কলেজ

উদয়পুর, ২১ মে:- দীর্ঘদিন ধরে চলা একাধিক শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক সমস্যার প্রতিবাদে আজ মৌন আন্দোলনে সামিল হলেন নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) মহাবিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে কলেজ ক্যাম্পাসে এই বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। আন্দোলনে অংশ নেন বিপুল সংখ্যক পড়ুয়া।

আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, একাধিক গুরুতর সমস্যার কারণে তাঁদের শিক্ষাজীবন চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। বিশেষ করে পরীক্ষায় সন্তোষজনকভাবে অংশগ্রহণ করার পরেও ফলাফলে একই বিষয়ে বারবার "ব্যাক" দেখানো হচ্ছে। এমনকি বহু ক্ষেত্রে পরীক্ষায় উপস্থিত থাকার পরেও ফলাফলে "অনুপস্থিত" উল্লেখ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে।

পড়ুয়াদের দাবি, এই ধরনের ত্রুটির কারণে তাঁদের ভবিষ্যৎ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাব নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। অভিযোগ, কোনো সমস্যা নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে দায় ঠেলে দেওয়া হয়, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করলে কলেজ প্রশাসনের দিকে আঙুল তোলা হয়। ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সময়মতো ও সঠিকভাবে ফলাফল প্রকাশ না হওয়ায় বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে বলেও অভিযোগ ওঠে। বর্তমানে দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সেমিস্টারের বহু ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন কারিগরি ও প্রশাসনিক সমস্যার কারণে ফর্ম ফিল-আপ করতে পারছেন না, যা তাঁদের শিক্ষাজীবনে বড় সংকট তৈরি করেছে।

জানা যায়, গত ১৪ মে কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের আশ্বাস দিয়েছিল যে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হবে। কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন ছাত্র-ছাত্রীরা।

প্রতিবাদ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এদিন আন্দোলনরত পড়ুয়ারা মুখে কালো কাপড় বেঁধে নীরবে বসে মৌন আন্দোলন করেন। তাঁদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবেন তাঁরা।

বিলোনিয়ায় গরু চুরি কাণ্ডে মেলাঘর থেকে আটক ৩ সন্দেহভাজন, আদালতে পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ মে: বিলোনিয়া মহকুমায় ধারাবাহিক গরু চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে তিন সন্দেহভাজনকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে সবুজ মিয়া, ইমরান হোসেন এবং এক নাবালক। বুধবার মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে মেলাঘর থেকে তাদের আটক করা হয়।

বৃহস্পতিবার তাদের বিলোনিয়া আদালতে তোলা হলে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে।

এদিন দুপুরে বিলোনিয়া থানার ওসির কক্ষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি। তিনি জানান, প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই গরু চুরি চক্রের সঙ্গে ২০ থেকে ২৫ জনের একটি সংগঠিত গ্যাং জড়িত রয়েছে। ইতিমধ্যেই চক্রের সদস্যদের শনাক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে এবং প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

পুলিশ সুপার আরও বলেন, "কোথাও সন্দেহজনক গতিবিধি কিংবা অবৈধভাবে গবাদি পশু পরিবহনের ঘটনা নজরে এলে সাধারণ মানুষ যেন দ্রুত নিকটবর্তী থানায় খবর দেন। পুলিশ ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।"

উল্লেখ্য, গত এপ্রিল মাস থেকে বিলোনিয়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ৫২টি গরু চুরির অভিযোগ সামনে আসে। একের পর এক চুরির ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করেন। এর পরই সক্রিয় হয় পুলিশ প্রশাসন। তদন্তের অংশ হিসেবে মেলাঘর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই তিন সন্দেহভাজনকে আটক করে বিলোনিয়া থানার হাতে তুলে দেয়। বর্তমানে গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তেলিয়ামুড়ায় পুলিশের জালে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ এসকফ সিরাপ, আটক ইকো গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ মে: মাদকবিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। গভীর রাতে মহারাণীপুর এলাকায় মোবাইল ডিউটির সময় সন্দেহভাজন একটি ইকো গাড়ি আটক করে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ "এস কফ" কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া কফ সিরাপের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৪ লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গিয়েছে। তবে ঘটনার পর থেকেই গাড়ির চালক ও মালিক পলাতক রয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বুধবার রাতে মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে তেলিয়ামুড়া থানার এসআই সম্পা দাসের নেতৃত্বে মহারাণীপুর এলাকায় মোবাইল ডিউটি চলছিল। গভীর রাতে নিয়মিত টহল ও তল্লাশির সময় পুলিশের নজরে আসে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা টিআর০১ বিভি০৬৩৭ নম্বরের একটি সন্দেহজনক ইকো গাড়ি। গাড়িটির অবস্থান ও গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি আটক করে তল্লাশি শুরু করে।

তল্লাশিতে গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ "এস কফ" কফ সিরাপ। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বোতলের সংখ্যা ৬০০-এরও বেশি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অবৈধভাবে পাচারের উদ্দেশ্যে এই বিপুল পরিমাণ কফ সিরাপ এক স্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

উল্লেখ্য, এসকফ সহ বিভিন্ন ধরনের কফ সিরাপ দীর্ঘদিন ধরেই মাদক হিসেবে অপব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফলে ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে পুলিশ প্রশাসন। ইতিমধ্যেই এনডিপিএস আইনের ধারায় তেলিয়ামুড়া থানায় একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি আটক ইকো গাড়িটির মালিকানা সম্পর্কেও খোঁজখবর চালানো হচ্ছে। এদিকে, তেলিয়ামুড়া শহরের উপকণ্ঠ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রমরমিয়ে নেশা কারবার চলার অভিযোগ রয়েছে। বুধবার রাতের এই ঘটনায় ফের একবার সেই অভিযোগ সামনে উঠে এসেছে।

সাতদিন ধরে পানীয় জলহীন, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি মান্দাইয়ের বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মান্দাই, ২১ মে: দীর্ঘদিন ধরেই পানীয় জলের তীব্র সংকটে ভুগছেন মান্দাই ব্লকের অধীন এন.ই.সি কলোনির চৌদ্দ মোহন এলাকার বাসিন্দারা। জল জীবন মিশনের আওতায় এলাকায় ওয়াটার পাম্প স্থাপন করা হলেও মিলছে না পর্যাপ্ত জল পরিষেবা। ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে স্থানীয় মানুষদের।

এলাকার এক বৃদ্ধের অভিযোগ, টানা সাতদিন ধরে তিনি একেবারেই পানীয় জল পাচ্ছেন না। এমনকি প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগে মাঝে মধ্যে জল ট্যাংকারের মাধ্যমে যে জল সরবরাহ করা হত, বর্তমানে তাও বন্ধ হয়ে গেছে বলে দাবি তাঁর।

স্থানীয়দের বক্তব্য, বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে বিষয়টি আনা হলেও এখনো স্থায়ী কোনও সমাধান হয়নি। পানীয় জলের অভাবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে পানীয় জলের সংকটের অবসান, স্বস্তিতে রোগী ও পরিজনরা

ধর্মনগর ২১ মে:- গত কয়েকদিন ধরে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে পানীয় জলের সংকট নিয়ে একের পর এক অভিযোগ উঠছিল। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যাওয়া রোগী ও তাঁদের পরিজনদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছিল বলে অভিযোগ।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রোগীর পরিজনদের বক্তব্য, হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পানীয় জলের মতো ন্যূনতম পরিষেবাও ঠিকভাবে পাওয়া যাচ্ছিল না। বিশেষ করে তীব্র গরমের মধ্যে অসুস্থ রোগী, বয়স্ক মানুষ এবং দূরদূরান্ত থেকে আসা পরিজনদের সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছিল। অনেককে বাইরে থেকে জল কিনে আনতে বাধ্য হতে হয়েছে বলেও জানা গেছে। এই পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকায় শেষ পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়। অবশেষে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন রোগী ও তাঁদের পরিবার।

স্থানীয়দের বক্তব্য, হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে পানীয় জলের মতো মৌলিক পরিষেবা কখনোই অবহেলিত হতে পারে না। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের সমস্যা আর না হয়, সেদিকেও নজর দেওয়ার দাবি উঠেছে।

অজগরটিলার মায়া নার্সারি এখন শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের অন্যতম কেন্দ্র

আগরতলা, ২১ মে : খোয়াই জেলার অজগরটিলায় অবস্থিত "মায়া নার্সারি" বর্তমানে স্থানীয় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আধুনিক কৃষি ও উদ্যানপালন বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে এই নার্সারিতে আসছেন শিক্ষার্থীরা।

একসময় বীমা কোম্পানির কর্পোরেট চাকরিতে যুক্ত থাকা বিজয় গোপ চাকরি ছেড়ে গ্রামীণ উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলেন এই নার্সারি। বর্তমানে তাঁর এই উদ্যোগ স্থানীয় যুবসমাজ ও শিক্ষার্থীদের কাছে অনুপ্রেরণার উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

মায়া নার্সারিতে এসে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রাফটিং ও কলম তৈরি, মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা, বীজতলা প্রস্তুতি, চারা গাছের পরিচর্যা সহ কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করছে। পাশাপাশি উদ্যোক্তা বা এন্টারপ্রেনরশিপ সম্পর্কেও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে তারা।

নার্সারির কর্ণধার বিজয় গোপ জানান, শিক্ষার্থীদের শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যেই নার্সারিকে প্রশিক্ষণমুখী করে গড়ে তোলা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানোর পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।

স্থানীয় শিক্ষকমহল ও শিক্ষার্থীদের মতে, এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে স্বনির্ভরতা ও কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাতে সক্ষম হবে।

রেলস্টেশন এলাকায় ১৮ লক্ষ টাকার মরফিন উদ্ধার, আটক ১

আগরতলা, ২১ মে:- মাদকবিরোধী অভিযানে ফের বড় সাফল্য পেল আসাম রাইফেলস। আগরতলা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় যৌথ অভিযানে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের মরফিন উদ্ধার করা হয়েছে। ওই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০ মে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আগরতলা রেলস্টেশন এলাকায় আসাম রাইফেলস ও কাস্টমস দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে প্রায় ১৮০ গ্রাম মরফিন উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে অরুণ কুমার চাকমা নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য এবং আটক ব্যক্তিকে পরবর্তী তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য কাস্টমস দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আসাম রাইফেলসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাদক পাচার রোধ এবং নিরাপত্তা বজায় রাখতে বাহিনী নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এই অভিযান সেই প্রচেষ্টারই অংশ।

উনকোটিতে আঙ্গুর চাষে সাফল্য, কৃষকদের সামনে খুলছে নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত

কৈলাসহর, ২১ মে : ঊনকোটি জেলায় আঙ্গুর চাষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে জেলার মাটিতেও সফলভাবে আঙ্গুর উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় আশার আলো দেখছেন কৃষকরা। জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে আইসিএআর এবং এনআরসিজি, পুনের যৌথ সহযোগিতায় নাবার্ডের সহায়তায় এই আঙ্গুর চাষ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটির তত্ত্বাবধানে রয়েছেন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যান বিজ্ঞানী ডঃ রতন দাস।

তিনি জানান, সঠিক পরিচর্যা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ঊনকোটির আবহাওয়াতেও সফলভাবে আঙ্গুর চাষ করা সম্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে চাষে ভালো ফলন মিলেছে, যা ভবিষ্যতে জেলার কৃষকদের জন্য নতুন আয়ের পথ খুলে দিতে পারে।

ডঃ রতন দাস আরও জানান, কৃষকদের আঙ্গুর চাষে উৎসাহিত করতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। আগামী দিনে আরও বৃহৎ পরিসরে এই চাষ সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রয়েছে।

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের এই উদ্যোগকে ঘিরে জেলার কৃষকদের মধ্যেও ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিকল্প চাষ হিসেবে আঙ্গুর চাষ ঊনকোটির কৃষিক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দিশা দেখাতে পারে।

ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলপ্রকাশ আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে : আগামী ২২মে, ২০২৬ দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে। ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরীক্ষার্থীরা http://tbjee.tripura.ovfin/ বোর্ডের এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে তাদের কমন মেরিট পজিশন দেখতে পারবে। বিস্তারিত ফলাফল দেখার জন্য পরীক্ষার্থীদের তাদের নিজ নিজ একাউন্টে রেজিস্ট্রেশন আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগইন করতে হবে।

ঈদুল আযহা উপলক্ষে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২১ মে: আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে এক বিশেষ বার্তা দিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মুফতি তৈয়ীবুর রহমান। সোনামুড়া রাঙ্গামাটিয়া মাদ্রাসায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তিনি প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের নিকট আবেদন রাখেনচাঁদের তারিখ অনুযায়ী আগামী ২৮শে মে ২০২৬ইং রোজ বৃহস্পতিবার সারা ভারতের সাথে ত্রিপুরাতেও ঈদুল আযহা পালিত হবে। ঐদিন সামর্থশালী হাজার হাজার মুসলমান গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি দ্বারা কুও রবানী করবেন, যে প্রথা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। যাতে কুরবানীর এই ধর্মীয় কাজে কেহ বাধা বা বিশৃঙ্খলা কিংবা বিঘ্নিত ঘটাতে না পারে এবং সারা ত্রিপুরার মুসলিম এলাকার গ্রামগঞ্জে শান্তিতে ঈদের নামাজ পড়া, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে কুরবানী করতে পারেন, তার জন্য রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ নজরদারি ও ভূমিকা নেওয়ার জন্য রাজ্য জমিয়তের পক্ষ থেকে আবেদন করা হচ্ছে।কুরবানীদাতাদের নিকট বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে নিজ নিজ কুরবানী দ্বারা প্রতিবেশী অন্য কোন ধর্মালম্বীদের অসুবিধা না করা, কোন হিন্দু বাড়ি ঘরের পাশে কুরবানী না করা, খোলা ময়দানে না করা, নিজ বাড়ির ভিতরে করা। কুরবানী করার পর যাবতীয় আবর্জনা মাটির নীচে পুঁতে দেওয়া হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখা। ইসলাম ধর্ম কোন মানুষকে কষ্ট দেওয়া, জুলুম করা বা ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছে।তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং ত্রিপুরার প্রাচীন ঐতিহ্য হিন্দু, মুসলিম, পাহাড়ী, বাঙ্গালীর মধ্যে মিলাপ্রীতির আদর্শকে আরো সুদৃঢ় করার জন্য অনুরোধ রইল।

রাজ্যেও আন্তর্জাতিক চা দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে: ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম কার্যালয় প্রাঙ্গণে আজ আন্তর্জাতিক চা দিবস ২০২৬ উদযাপন করা হয়। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন নিগমের চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ। তিনি বলেন, ত্রিপুরার চা বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে গেছে। রাজ্য সরকার চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গত অর্থবছরে ৫ হাজার চা শ্রমিক পরিবারকে ২গন্ডা করে জমির পাট্টা দিয়েছে। তাদের দৈনিক মুজুরি বাড়িয়ে ২০৪ টাকা করা হয়েছে। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় রেশন ব্যবস্থাও চালু রয়েছে।

সালেমা আরবিএসকে টিমের হাত ধরে সুস্থতার আলোয় ৫ মাসের শিশু অভয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে: ''শিশুর সুস্থতাই আমাদের সার্থকতা"- এই প্রতিজ্ঞাকে সামনে রেখে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরলস কাজ করে চলেছে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম। সম্প্রতি ধলাই জেলার সালেমা ব্লকের অন্তর্গত এমনই এক মানবিক এবং অনুপ্রেরণামূলক সাফল্যের গল্প খোদাই হলো আরবিএসকে-র ডায়রিতে, যা একটি ৫ মাসের নিষ্পাপ শিশুকে ফিরিয়ে দিল এক সুন্দর ও সুস্থ ভবিষ্যৎ।

ধলাই জেলার সালেমা ব্লকের অধীনে কচুছড়া এলাকার বাসিন্দা অপূর্ব বিশ্বাস এবং পিঙ্কি দাসের ঘরে আলো করে জন্ম নিয়েছিল ছোট্ট শিশু অভয় বিশ্বাস। কিন্তু সেই আনন্দ স্থায়ী হয়নি, যখন জানা যায় মাত্র ৫ মাস বয়সী এই শিশুটি এক জটিল জন্মগত হৃদরোগ বা সিএইচডি -এ আক্রান্ত। সাধারণ এক মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এত ছোট শিশুর এই কঠিন রোগের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা এবং সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া ছিল অত্যন্ত দুরূহ ও মানসিক যন্ত্রণাদায়ক।

এই সংকটের সময়ে আশার আলো হয়ে এগিয়ে আসেন সালেমা আরবিএসকে মোবাইল হেলথ টিম এর চিকিৎসকেরা। মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্ক্রিনিং-এর সময় টিমের দক্ষ চিকিৎসকেরা শিশু অভয়ের শারীরিক অস্বাভাবিকতা ও হৃদযন্ত্রের সমস্যাটি চিহ্নিত করেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার হৃদযন্ত্রের ত্রুটি নিশ্চিত হওয়া মাত্রই আরবিএসকে টিম কালবিলম্ব না করে শিশুটিকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসার আওতায় আনার জন্য সমস্ত প্রশাসনিক ও চিকিৎসাজনিত প্রক্রিয়া শুরু করে। সরকারি বিশেষ স্বাস্থ্য সহায়তায় এবং সালেমা আরবিএসকে টিমের আন্তরিক তৎপরতায় অভয়কে দেশের অন্যতম সেরা এবং বিশ্বস্ত হৃদরোগ চিকিৎসাকেন্দ্র চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো চিলড্রেনস হসপিটালে রেফার করা হয়। গত ২৫শে এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে শিশু অভয়কে তার মা-বাবার সাথে অত্যন্ত যত্ন সহকারে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো চিলড্রেনস হসপিটালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ শিশু হৃদরোগ সার্জনদের তত্ত্বাবধানে গত ২৮শে এপ্রিল তারিখে অভয়ের হার্ট সার্জারি (অস্ত্রোপচার) অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়। মাত্র ৫ মাস বয়সী একটি শিশুর ওপর এই জটিল অস্ত্রোপচার সফল করা চিকিৎসকদের জন্য যেমন বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, তেমনি এটি চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও এক দারুণ সাফল্য।অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং নার্সিং স্টাফদের চব্বিশ ঘণ্টার সেবায় শিশু অভয় খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। তার সমস্ত শারীরিক সূচক স্বাভাবিক থাকায় গত ৬ মে তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। বর্তমানে অভয় সম্পূর্ণ সুস্থ এবং বিপদমুক্ত। তার হৃদযন্ত্র এখন স্বাভাবিক নিয়মে স্পন্দিত হচ্ছে এবং সে তার মা-বায়ের কোলে ফিরে আবারও শৈশবের চেনা হাসিতে মেতে উঠেছে।

৫ মাসের শিশু অভয় বিশ্বাসের এই নতুন জীবন ফিরে পাওয়া শুধু একটি পরিবারের মুখে হাসি ফোটায়নি, বরং এটি রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাঠ পর্যায়ের কাজের কার্যকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তাকে আবারও প্রমাণ করেছে। সালেমা আরবিএসকে মোবাইল হেলথ টিমের সময়োচিত পদক্ষেপ, নিখুঁত সমন্বয় এবং চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালের চিকিৎসকদের অনবদ্য প্রচেষ্টা একটি নিষ্পাপ শিশুকে অন্ধকারের হাত থেকে বাঁচিয়ে আলোর দিশা দেখিয়েছে। অভয়ের পিতা-মাতা সালেমা আরবিএসকে টিম, ধলাই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং সরকারের এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্পকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

চন্ডীপুরে বিজেপির দু'দিনব্যাপী মহা প্রশিক্ষণ বর্গের সূচনা

কৈলাসহর, ২১ মে: চন্ডীপুর বিধানসভার অন্তর্গত কাউলিকুড়া বৈদ্যনাথ মজুমদার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে বিজেপির "পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মহা প্রশিক্ষণ বর্গ"। দু'দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরকে ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী তথা চন্ডীপুর বিধানসভার বিধায়ক টিংকু রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ঊনকোটি জেলা সভাপতি বিমল কর, চন্ডীপুর মন্ডল সভাপতি পিন্টু ঘোষ, চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস পাল, বিজেপির যুব কার্যকর্তা নয়ন পাল সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। পরে সংস্কার ভারতীর সদস্যরা দেশাত্মবোধক সংগীত "বন্দে মাতরম" পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও আদর্শভিত্তিক করে তুলতেই এই

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas